পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 304 Monday, 5 October 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩০৪ সংখ্যা ❋ ১৭ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

তিন বছরে বিচার শেষ, নয়া ফৌজদারি আইন নিয়ে বড় ঘোষণা অমিত শাহের

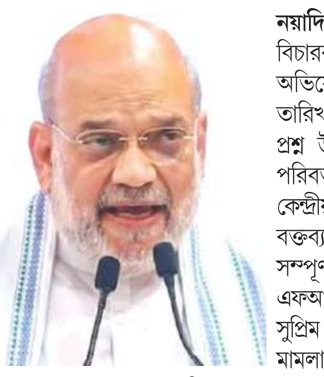

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ দেশের বিচারব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। 'তারিখ পে তারিখ'-এর সংস্কৃতি নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। এবার সেই ছবিতে পরিবর্তনের বড় দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, নয়া ফৌজদারি আইন সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হলে এফআইআর দায়ের থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত একটি ফৌজদারি মামলার বিচারপ্রক্রিয়া তিন বছরের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে। শনিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর কথায়, দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিচারব্যবস্থাকে 'তারিখ পে তারিখ'-এর জন্য কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু নতুন ফৌজদারি আইন পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার পর সেই পরিস্থিতির বদল ঘটবে। এফআইআর দায়েরের পর থেকে সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। অমিত শাহের দাবি, নতুন আইন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম আধুনিক ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

আবার বামেদের পাশে মমতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ অক্টোবর ঃ বিজেপি-বিরোধী রাজনীতিতে বামেদের সঙ্গে সমন্বয়ের বার্তা দেওয়ার পর এবার আক্রান্ত বামপন্থী আইনজীবীদের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সদস্য তথা বামপন্থী আইনজীবী শামিম আহমেদ এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করেছেন তিনি। একই সঙ্গে রাজ্যে 'জঙ্গলরাজ' চলছে বলেও মন্তব্য করেছেন মমতা। প্রশাসনের কাছে তাঁর আবেদন, রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শনিবার সন্ধ্যায় গড়বেতা থেকে ফেরার পথে শালবনির কাছে হামলার মুখে পড়েন শামিম আহমেদ-সহ কয়েকজন আইনজীবী। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক গাড়ি আটকে ভাঙচুর করা হয়। গাড়ির কাচও ভেঙে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, রাস্তায় আটকে পড়া আইনজীবীরা কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির সাহায্য চান। পরে তাঁর সহায়তায় তাঁরা নিরাপদে কলকাতায় ফিরতে সক্ষম হন। ঘটনার সূত্রপাত গড়বেতায়। কয়েক দিন আগে সেখানে সিপিএমের পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সিপিএমের অভিযোগ ছিল, এই হামলার নেপথ্যে বিজেপি রয়েছে। ঘটনায় দলের কয়েকজন কর্মীও আক্রান্ত হন বলে দাবি বামেদের। সেই আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতেই শনিবার গড়বেতায় গিয়েছিলেন শামিম আহমেদ এবং আরও কয়েকজন আইনজীবী। সেখান থেকে ফেরার সময়ই শালবনির কাছে তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে।

রাষ্ট্রবাদী সরকার ফেলতে ষড়যন্ত্র?

'ছারপোকা' নিয়ে শুভেন্দুর বিস্ফোরক বার্তা, বাংলায় ফের উত্তেজনার আবহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ অক্টোবর ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আলিপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রবাদী সরকারকে দুর্বল বা ফেলে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। একই সঙ্গে দেশের ভিতরে থাকা 'ছারপোকা'' নিয়েও সতর্ক থাকার বার্তা দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অনুষ্ঠানে শুভেন্দু বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতার দিকে নজর রাখলেই হবে না, দেশের ভিতরে থাকা বিভিন্ন শক্তির গতিবিধি সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে। তাঁর কথায়, চারিদিকে অনেক ছারপোকা বেরিয়েছে, হালকাভাবে নেবেন না। তাঁর দাবি, দেশের ভিতরেই এমন কিছু শক্তি সক্রিয় রয়েছে, যারা রাষ্ট্রবাদী সরকারকে সমস্যায় ফেলতে চাইছে। প্রশাসনকে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও বার্তা দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে হিন্দুত্ব, ধর্মীয় সংগঠন এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সমালোচনা করে শুভেন্দু দাবি করেন, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংগঠন, দেবদেবী এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আঘাতের কারণেই সেই সরকারের রাজনৈতিক পরিণতি হয়েছে। কলকাতাকে তিনি ' ক্যাপিটাল' হিসেবেও উল্লেখ করেন। শুভেন্দুর বক্তব্যে অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গও উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে বলে দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে রাজ্যে ধর্মীয় আবেগ বা সাধু-সন্তদের নিয়ে কোনও ধরনের অসম্মান বরদাস্ত

করা হবে না বলেও কড়া বার্তা দেন। তিনি আরও বলেন, মোদিজি ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু ভিতরে যারা ঢুকে আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ হতে হবে। প্রশাসনকেও ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁর দাবি, আগামী ছয় মাসের মধ্যে 'লভ জিহাদ', 'ল্যান্ড জিহাদ' এবং ধর্মান্তরণ রুখতে আরও কঠোর আইন আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে এই রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই রাজ্যের অন্য প্রান্তে সংঘর্ষের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এসআরএফটিআই-কে ঘিরে ফের উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের একটি মিছিল অজয়নগর থেকে এসআরএফটিআই-এর গেটের সামনে পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলকারীদের একাংশ গেটের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়।অন্যদিকে, এসআরএফটিআই-এর ভিতরে পড়ুয়া ও অধ্যাপকদের একাংশকে হেলমেট পরে অবস্থান করতে দেখা যায় বলে দাবি। বাইরে থেকে ভিতরে ইট ও জলের বোতল ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় অধ্যাপক দেবাশিস সেনশর্মা আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে সরিয়ে নেয়। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকেও পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবি, পড়ুয়া ও অধ্যাপকদের ছোড়া জলের বোতলের আঘাতে তাঁদের কয়েকজন সদস্যও আহত হয়েছেন। সংগঠনের সদস্যরা দাবি করেন, এর আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে এসআরএফটিআই-এর অডিটোরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে। ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগকে কেঃদ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে পরিস্থিতি হাতাহাতি ও ইট-পাথর ছোড়াছুড়িতে গড়ায়। ঘটনায় কয়েকজন আহত হন এবং একাধিক মামলা দায়ের হয়। এই ঘটনার পরই প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয় বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। ফলে নতুন করে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও এসআরএফটিআই-এর পক্ষ থেকে এই ঘটনা নিয়ে কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

একদিকে শুভেন্দু অধিকারীর 'ছাড়পোকা মন্তব্য ও রাষ্ট্রবাদী সরকারকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ-সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সামনে নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, এই ধরনের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সামনেই কলকাতা পুরসভার নির্বাচন, বিজেপির লক্ষ্য হল কলকাতা পুরসভা দখল নেবে।

একঘরে আমেরিকা?

মিউনিখে কূটনীতি নিয়ে বিস্ফোরক জয়শংকর

মিউনিক, ৪ অক্টোবর ঃ বদলে যাচ্ছে বিশ্বের কূটনৈতিক সমীকরণ। একদিকে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠছে চিন, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমেরিকার দীর্ঘদিনের প্রভাব নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে। এই পরিবর্তনের পিছনে শুধু বাইরের কারণ নয়, আমেরিকার নিজস্ব নীতিরও বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যে উঠে এল বর্তমান বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য, আমেরিকা-চিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উদীয়মান দেশগুলির ক্রমবর্ধমান আত্মনির্ভরতার প্রসঙ্গ। ৬২তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন একই সঙ্গে ঘটছে। আমেরিকা ও চিনের মধ্যে প্রতিযোগিতা যেমন তীব্র হচ্ছে, তেমনই মাঝারি শক্তির দেশগুলিও নিজেদের কৌশলগত স্বাধীনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে নতুন ধরনের অংশীদারিত্ব তৈরি হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক ঝুঁকি কমাতে রাষ্ট্রগুলি নিজেদের কূটনৈতিক বিকল্পও বাড়াচ্ছে। জয়শংকরের বক্তব্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছিল আমেরিকার বর্তমান অবস্থান নিয়ে তাঁর মন্তব্য। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানে আমূল পরিবর্তন।

তৃণমূলের ছেড়ে যাওয়া আসনে বিজেপির রাজ্যসভা প্রার্থী কোয়েল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ অক্টোবর ঃ জল্পনার অবসান। তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া টলি অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক এবার বিজেপির হয়ে সংসদের উচ্চকক্ষে যাওয়ার পথে। রবিবার, ৪ অক্টোবর, রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রকাশিত প্রার্থীতালিকায় পশ্চিমবঙ্গের একটি আসনের প্রার্থী হিসেবে রয়েছে 'কোয়েল মল্লিক'-এর নাম। এই নামই কোয়েল মল্লিকের সরকারি নাম বলে জানা যাচ্ছে। কোয়েলের প্রার্থিতার খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, বিজেপিতে তাঁর আনুষ্ঠানিক যোগদানের খবর এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তার আগেই কীভাবে কেন্দ্রীয় বিজেপির প্রার্থীতালিকায় তাঁর নাম এল, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যসভার চারটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের চার প্রার্থী-কোয়েল মল্লিক, বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমার এবং মেনকা গুরুস্বামী।

ভারতীয় বিমানপত্তন প্রাধিকরণ
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

বাংলা উড়ান শুরু করেছে
দিগন্তের সম্প্রসারণ, সংযোগের জোরদারকরণ

''বাংলার উন্নয়নই ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি''
শ্রী নরেন্দ্র মোদী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদীর
দূরদর্শী নেতৃত্বে

মৌ স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান
পশ্চিমবঙ্গে চারটি নতুন বিমানবন্দরের উন্নয়ন ছারা (পুরুলিয়া), বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর), হাসিমারা সিভিল এনক্লেভ (আলিপুরদুয়ার) এবং কলাইকুণ্ড সিভিল এনক্লেভ (পশ্চিম মেদিনীপুর)
এবং
পশ্চিমবঙ্গে উড়ান প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের বাস্তবায়ন
এর জন্য

গৌরবময় উপস্থিতি
শ্রী শুভেন্দু অধিকারি
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
এবং
শ্রী কিঞ্জারাপু রামমোহন নাইডু
মাননীয় কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী
শ্রী মুরলিধর মোহল
মাননীয় কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী

রাজ্যের জন্য সুবিধাসমূহ
- পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মতো পরিষেবা-বঞ্চিত এলাকাগুলিতে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
- জাতীয় বাজারের সাথে একীভূতকরণের মাধ্যমে ত্বরান্বিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গন্তব্যগুলিতে সহজতর প্রবেশাধিকার।
- স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ব্যবসা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্নত সুযোগ-সুবিধা।

০৫ অক্টোবর, ২০২৬ । দুপুর ১:০০টা । নবান্ন সভাগার, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

CBC 03111/13/0009/2627

বিহারে বন্যা ও অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে বিজেপিকে তোপ তেজস্বীর

পাটনা, ৪ অক্টোবর ঃ বিহারে বন্যা পরিস্থিতি, কৃষকদের ক্ষতিপূরণ এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। রবিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) এই শীর্ষ নেতা দাবি করেন, বিহারের সার্বিক উন্নয়ন বিজেপি চায় না এবং রাজ্যটি বর্তমানে ঋণের বোঝায় ডুবে চলছে।তেজস্বী যাদব বলেন, বিহার বর্তমানে ভয়াবহ বন্যার কবলে। ভারী বৃষ্টিতে কৃষকদের বিপুল ফসলের ক্ষতি হলেও তাঁরা কোনও সরকারি ক্ষতিপূরণ পাননি। বিজেপি কখনোই বিহারের ভালো চায় না। গোটা রাজ্য এখন দেনায় জর্জরিত হয়ে ধুঁকছে। আইনশৃঙ্খলা ও অর্থনীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং অপরাধ এখন চরমে পৌঁছেছে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই কৃষক ও সাধারণ মানুষ চরম সংকটের মুখে প।ছেন বলে দাবি করেন বিরোধী দলনেতা।

ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত দুই

ভাগলপুর, ৪ অক্টোবর ঃ বিহারের আকবরনগর থানা এলাকার কিষাণপুর বাইপাসের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রবিবার একটি ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গাড়ির দুই সওয়ারি ঘটনাস্থলেই মারা যান।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে আশেপাশের লোকজন দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের পুরুষদের ক্রিকেটে সোনা জিতল ভারত

নিসিন(জাপান),৪অক্টোবর ঃগত শনিবার নিসিনে অনুষ্ঠিত ফাইনালে পাকিস্তানকে ১৯ রানে হারিয়ে ভারত এশিয়ান গেমসের পুরুষ ক্রিকেটে সোনার পদক ধরে রেখেছে এবং এর মাধ্যমে আইচি-নাগোয়া গেমসে ভারতের ঝুলিতে আরও একটি সোনার পদক যোগ করেছে। চলতি আসরে এটি ছিল ভারতের ১৯তম সোনার পদক।শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেমিফাইনাল জয়ের একাদশ অপরিবর্তিত রেখে ভারত টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং অভিষেক শর্মা ও তিলক ভার্মার আক্রমণাত্মক অর্ধশতকের ওপর ভারত করে ছয় উইকেটে ২১১ রান।ইনিংসের সূচনা করতে নেমে অভিষেক ২৮ বলে ৬১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন, অন্যদিকে তিলক ২২ বলে ৫১ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলে শেষের দিকে রানের গতি বাড়িযে. দেন। শিবম দুবের সঙ্গে তাঁর জুটিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জুটি ষষ্ঠ উইকেটে মাত্র ৩০ বলে ৬২ রান যোগ করে ভারতকে ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে সাহায্য করেন। ভারত ছয়. উইকেটে ২১১ রান করে।পাকিস্তান রান তাড়া করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই শুরু করেছিল। কিন্তু ভারত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উইকেট তুলে নিয়েছে। তবে হাসান নওয়াজ ৫১ বলে ৯৬ রানের এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলে পাকিস্তানকে লড়াইয়ে টিকিয়ে রাখেন।এক সময় ২৪ বলে ৬৮ রান দরকার এবং হাতে ছয়টি উইকেট থাকায় পাকিস্তানের তখনও ম্যাচটি জিতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। হাসান দারুণ খেলছিলেন। শিভম দুবের ১৭তম ওভারে ১৬ রান আসায় ম্যাচটি একটি টানটান উত্তেজনার সমাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাঁচিতে ফিরলেন সালিমা টেটে, নিকি প্রধানরা বিমানবন্দরে জমকালো সংবর্ধনা

রাঁচি, ৪ অক্টোবর ঃ জাপানের আইচি-নাগোয়া ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ঐতিহাসিক স্বর্ণপদক জিতে ঝাড়খণ্ডে ফিরলেন ভারতীয় মহিলা হকি দলের চার তারকা খেলোয়া।-অধিনায়ক সালিমা টেটে, নিকি প্রধান, বিউটি ডুংডুং এবং দীপিকা সোরেং। রাঁচির বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দরে পৌঁছাতেই তাঁদের ফুল, মালা ও বাদ্যযন্ত্রের তালে জমকালো সংবর্ধনা জানানো হয়। ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চিনকে ১-০ গোলে পরাজিত করে দীর্ঘ ৪৪ বছরের খরা কাটিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেছে ভারতীয় মহিলা হকি দল। সালিমা টেটের নেতৃত্বে এই দল শুধু সোনাই জিতল না, একই সঙ্গে সরাসরি অলিম্পিকের টিকিটও নিশ্চিত করল।দেশে ফিরে দলের অভিজ্ঞ খেলোয়া। নিকি প্রধান নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আমরা যখনই কোনও পদক নিয়ে ফিরি, ঝাড়খণ্ডের পরিবার ও বন্ধুরা সবসময় আমাদের এভাবেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় ঘরে ফিরে ভীষণ ভালো লাগছে। যে কোনও প্রতিযোগিতায় নামার আগেই আমাদের লক্ষ্য থাকে বিজয়ী হয়ে ফেরা। গত এশিয়ান গেমসে আমরা ব্রোঞ্জ জিতেছিলাম, আমার কাছে রৌপ্য পদকও ছিল, কিন্তু এই সোনাটাই অধরা রয়ে গিয়েছিল। তাই গত ছয়-সাত মাস ধরে দল অত্যন্ত কঠোর অনুশীলন করেছে। আগের বারের যে ভুলত্রুটিগুলোর কারণে আমাদের পদক হাতছাড়া হয়েছিল, সেগুলো শুধরে দলগত ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আমাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল সোনা জিতে সরাসরি অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পেরে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে।

জয়সলমিরে মুক্ত দুটি ' গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড', বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সাফল্য

জয়সলমির, ৪ অক্টোবর ঃবিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ' গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড' সংরক্ষণে বড়সড় সাফল্য পেল দেশ। রাজস্থানের জয়সলমিরের ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় মরু উদ্যানের ' স্যাম এলাকায় রবিবার সকালে দু'টি পুরুষ গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডকে প্রকৃতিতে মুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ (টুইটার) একটি পোস্টের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা জানান কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ভূপেন্দ্রর যাদব।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, রাজস্থানের মরুভূমিতে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডের অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার ও তাদের ফিরিয়ে আনতে প্রায় এক দশক ধরে নিরলস পরিশ্রম করেছেন দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীরা। তাঁদের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ফলেই এই যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভূপেন্দ্রর যাদব লেখেন, গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড-সহ দেশের সমস্ত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আমাদের বৈজ্ঞানিক মহলকে নিরবচ্ছিন্ন দিকনির্দেশনা, উৎসাহ এবং সার্বিক সমর্থন জুগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই।

ডিসেম্বরে উৎপাদন টাটার সেমিকন্ডাক্টর কারখানায়, বদলাবে মধ্য অসমের অর্থনীতিঃহিমন্ত বিশ্বশর্মা

হাফলং (অসম) ৪ অক্টোবর ঃ শিল্প মানচিত্রে আরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে মধ্য অসমে। জাগিরোডে টাটা গোষ্ঠীর সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্টিং কারখানায় আগামী ডিসেম্বর থেকেই উপাদন শুরু হবে বলে জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পকে ঘিরে মধ্য অসমের অর্থনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন আসবে। তৈরি হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ, পাশাপাশি গড়ে উঠবে একাধিক সহায়ক শিল্প ও ব্যবসা।শুক্রবার জাগিরোডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাগিরোডের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্রটি ডিসেম্বর মাসে উপাদনে যাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। কারখানাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকতে পারেন বলেও জানান তিনি।এ দিন জাগিরোডে নির্বাচনী প্রচারসভাতেও টাটা-র এই প্রকল্পের প্রসঙ্গ উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তাঁর কথায়, সেমিকন্ডাক্টর কারখানাটি শুধু একটি শিল্পপ্রকল্প নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গোটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভবিষ্য। বৃহ এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সেই সঙ্গে ছোট-বড় সহায়ক শিল্প, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পরিষেবা খাতেও নতুন ব্যবসার সম্ভাবনা তৈরি হবে।মুখ্যমন্ত্রীর মতে, জাগিরোডে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বিকাশের প্রভাব জাগিরোডের গণ্ডি পেরিয়ে মধ্য অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পড়বে। শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রসারের ফলে এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতি পাবে বলেও তিনি দাবি করেন।এ দিকে, নির্বাচনী প্রচারসভা থেকে নাগাঁও আসন নিয়েও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, তাঁর দল ওই আসনে বড় ব্যবধানে জয়ী হবে।

পঞ্জাবে বড়সড় নাশকতার ছক বানচাল, একে-৪৭ রাইফেল-সহ ধৃত এক

অমৃতসর, ৪ অক্টোবরঃ পঞ্জাবে বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে দিল পুলিশ। এক বিশেষ অভিযানে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে চক্রের মূল পান্ডাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি অত্যাধুনিক একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, ম্যাগাজিন, তাজা কার্তুজ এবং দুটি শক্তিশালী হ্যান্ড গ্রেনেড।পঞ্জাব পুলিশের মহানির্দেশক গৌরব যাদব এই বড় সাফল্যের খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সীমান্তপারের ড্রোন ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাঠানো হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। ডিজিপি পঞ্জাব পুলিশ এক্স মাধ্যমে জানান, প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট যে ধৃত ব্যক্তি বিদেশে সক্রিয় চোরাচালান চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহের কাজ করছিল। অমৃতসরের ঘরিন্ডা থানায় অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের নির্দিষ্ট ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

ঝেঁপে বৃষ্টি নামল কলকাতার একাংশে, সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃদক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো রবিবার দুপুরে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল কলকাতার একাংশে। যাদবপুর, বেহালা, কসবা, গড়িয়াহাটের মতো এলাকায় তুমুল বৃষ্টি হয় বেশ কিছু সময় ধরে। একইসঙ্গে ঘন ঘন বাজ প।তে থাকে। রবিবার দুপুরের পর থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়।কোথাও কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ একটু বেশিই ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়া জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।সোমবার অবশ্য দক্ষিণবঙ্গে তেমন বৃষ্টির সতর্কতা নেই। মঙ্গলবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং বুধবার পশ্চিম

অভয়ারণ্যে হাতির ফিরে আসার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,৪অক্টোবরঃঅভয়ারণ্যে হাতির ফিরে আসার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, দখলমুক্ত হওয়ার পর সেখানে হাতির দল ফের দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে বিরল পিগমি হগ সংরক্ষণের কথাও তুলে ধরেন তিনি। মাত্র ছ'টি পিগমি হগ নিয়ে শুরু হওয়া সংরক্ষণ কর্মসূচিতে বর্তমানে সংখ্যা ১৯০-এর বেশি হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।সুন্দরবনের ঝড়খালির মহিলাদের ম্যানগ্রোভ রোপণের উদ্যোগও উঠে আসে তাঁর কথায়। তাঁদের অনেকেই বাঘের আক্রমণে স্বামী হারিয়েছেন। ম্যানগ্রোভ রোপণ তাঁদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি গ্রামের প্রাকৃতিক সুরক্ষাতেও ভূমিকা রাখছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং মানুষের জীবিকার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, এই উদ্যোগ তারই উদাহরণ বলে তুলে ধরেন তিনি।নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ার ডাকও ছিল এ দিনের ' মন কি বাত'-এ। ' যুব অভিযান' ১০০ সপ্তাহ চলবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবক, এনএসএস, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠন-বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।শুধু প্রচার নয়, যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্য নানা সৃজনশীল কর্মসূচির কথাও বলেন মোদী। অ্যান্থেম তৈরি, স্লোগান লেখা, পথনাটিকা এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের মতো উদ্যোগের উল্লেখ করেন তিনি। আগামী দিনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ধ্যান শিবিরও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। উৎসবের সময়েও কোনও যুবক নেশার দিকে চলে গেলে তাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।খেলাধুলোয় প্রতিভা খোঁজার প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ও কোচ রাজিন্দর সিংহের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৮০ সালের অলিম্পিক সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য রাজিন্দর পরবর্তী সময়ে কোচ হিসেবেও কাজ করেন। বর্তমানে রাউন্ড গ্লাস হকি অ্যাকাডেমির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিভা তুলে আনার কাজে যুক্ত রয়েছেন তিনি। গ্রামের মাঠে অ্যাস্ট্রোটার্ফ তৈরি এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।দেশীয় পণ্য, স্থানীয় শিল্প এবং গ্রামের অর্থনীতির প্রসঙ্গে আসে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের আমলকী শিল্প। ' ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট' বা ' জেলা এক পণ্য' প্রকল্পের মাধ্যমে আমলকী-ভিত্তিক শিল্পে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মোদী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সেখানে প্রায় ১০০টি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট কাজ করছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাবিত্রী ফুলে এবং বিন্ধ্যবাসিনী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আমলকী দিয়ে ক্যান্ডি, মোরব্বা, জুস, আচার এবং ডাইজেস্টিভ পাউডার তৈরি করছেন। প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, ঋণ এবং বাজারের সুযোগ তাঁদের আয় বাড়াতে সাহায্য করেছে বলেও জানান তিনি। উৎসবের বাজারে স্থানীয় পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়ে ' ফর লোকাল'-এর উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।পুষ্টি মাসের প্রসঙ্গও এ দিনের অনুষ্ঠানে ছিল। ছত্তিশগড়ের ' ঘর মুনগা' উদ্যোগ, গুজরাটে মিলেট-ভিত্তিক রান্নার প্রতিযোগিতা, মহারাষ্ট্রে শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অভিভাবকদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা এবং মিজোরামে ' বাটিকা' রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগের কথা বলেন মোদী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায় ৯ কোটি উপভোক্তা ইতিমধ্যে ' ট্র্যাকার'-এ নথিভুক্ত হয়েছেন।শেষ পর্বে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক বিস্তারের প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। থাইল্যান্ডের পন্থৌন থীরখানোনের গণেশভক্তির কথা উল্লেখ করে জানান, চিয়াং মাইয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গণেশ হিমাল মিউজিয়ামে ১০ হাজারের বেশি গণেশমূর্তি রয়েছে। প্রতি রবিবার সেখানে পুজো হয়। বিশেষ তিথিতেও নানা অনুষ্ঠান হয় বলে জানান তিনি। ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কী ভাবে দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশেও মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিচ্ছে, তার উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাকে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।' কি বাত'-এর শেষ পর্বে ফের সাধারণ মানুষের উদ্যোগের প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন মোদী। নিজের আশপাশে যে সব ইতিবাচক কাজ হচ্ছে, সেগুলির কথা অন্যদের জানাতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, পরিবর্তন সব সময় বড় কোনও কর্মসূচি দিয়ে শুরু হয় না- সাধারণ মানুষের ছোট ছোট উদ্যোগও এক সময় বৃহত্তর পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা থেকে জনগণনায় অংশগ্রহণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ থেকে পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা থেকে নেশামুক্ত যুবসমাজ, খেলাধুলোয় প্রতিভার সন্ধান থেকে স্থানীয় পণ্যের প্রসার-১৩৮-তম ' কি বাত'-এ এই নানা প্রসঙ্গকে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সূত্রেই যুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারতীয় বায়ুসেনার কাছে ড্রোন বৈপ্লবিক বিষয় নয়, বরং বিবর্তনেরই অংশঃএ পি সিং

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃআধুনিক যুদ্ধে ড্রোনের ভূমিকা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য এটি কোনও আকস্মিক বিপ্লব নয়, বরং প্রযুক্তির স্বাভাবিক বিবর্তন। শনিবার দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বায়ুসেনা প্রধান জানান, বায়ুসেনার বহরে ড্রোন এবং ' মিউনিশনস'-এর (লোভনীয় লক্ষ্যবস্তুর ওপর চক্কর কেটে আঘাত হানতে সক্ষম ড্রোন) সংখ্যা ক্রমাগত বা।ানো হচ্ছে। তবে ড্রোনের জন্য আলাদা কোনও বাহিনী তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখছেন না তিনি।এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং বলেন, ভারতীয় বায়ুসেনার কাছে ড্রোন কোনো বৈপ্লবিক বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের সামরিক সক্ষমতার ধারাবাহিক বিবর্তনের অংশ। আমাদের কি আলাদা একটি ড্রোন বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে? আমি তা মনে করি না। এগুলিকে সামগ্রিক সামরিক কাঠামোরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে হবে এবং আমাদের একযোগে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।যুদ্ধের রণকৌশল ব্যাখ্যা করে তিনি আরও উল্লেখ করেন, কার্যকর ও নিখুঁত আঘাত হানতে ড্রোনকে অন্যান্য প্রচলিত সমরাস্ত্রের সঙ্গেই সংযুক্ত করে পরিচালনা করতে হবে। বায়ুসেনা প্রধানের স্পষ্ট বক্তব্য, যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ড্রোনকে অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়েই ব্যবহার করতে হয়। আমরা এক ধরনের অস্ত্র এক জায়গায় আলাদাভাবে চালাব, আর আরেক ধরনের অস্ত্র অন্য জায়গায় আলাদাভাবে চালাব-এমনটা হতে পারে না। ফলে পৃথক কোনো ড্রোন বাহিনী গঠনের কোনও ভাবনা আমাদের নেই।

স্মিত মাচ্ছারকে নিয়ে কংগ্রেসের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন সুধাংশু ত্রিবেদীর

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ ফ্লাইদুবাইয়ের সাহসী ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের বীরত্ব প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নীরবতা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচানো সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্ব কেন তাঁর প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি, সেই প্রশ্ন তুলে সরাসরি কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের জবাব দাবি করেছেন তিনি।রবিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, এখন আমরা কংগ্রেসের কাছে সরাসরি একটি বিষয় জানতে চাই- যারা জাকির নায়েককে শান্তির দূত বানিয়েছিল, আফজাল গুরুকে পরিস্থিতির শিকার বলেছিল, বুরহান ওয়ানিকে পথভ্রষ্ট যুবক আখ্যা দিয়েছিল, ইয়াকুব মেমনের ফাঁসিকে 'বিচারবিভাগীয় হত্যা' বলেছিল এবং বাটলা হাউস এনকাউন্টারের পর চোখের জল ফেলেছিল, তাদের মুখ থেকে এখন একটিও প্রশংসাসূচক শব্দ বেরোচ্ছে না কেন? ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার যেভাবে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চরম সাহসিকতার পরিচয় দিলেন এবং অসংখ্য মানুষের প্রাণ বাঁচালেন, তাঁর জন্য কেন কোনও বার্তা নেই? এই বিষয়ে আমরা কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে সরাসরি উত্তর দাবি করছি।

উজ্জয়িনীঃসিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালাতেই ঘরে জমে থাকা এলপিজি গ্যাসে বিস্ফোরণ, যুবক গুরুতর দগ্ধ

উজ্জয়িনী, ৪ অক্টোবরঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী জেলার কানিপুরার তিরুপতি ধাম কলোনিতে গত শনিবার সকালে ভাড়ার ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণে ২৪ বছর বয়সি এক যুবক গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন। জানা গিয়েছে, সারা রাত সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়ে ঘরে জমে গিয়েছিল। সকালে সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালাতেই আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণ এতটাই জোরালো ছিল যে ঘরের এক পাশের দেওয়াল ভেঙে পড়ে। জানলা ও দরজাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।জানা গিয়েছে, সন্দীপ তিরুপতি ধাম কলোনিতে একটি ভাড়ার ঘরে থাকতেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সারা রাত এলপিজি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়ে ঘরের ভিতরে জমে গিয়েছিল। শনিবার সকালে সন্দীপ সিগারেট ধরানোর জন্য দেশলাই জ্বালান। দেশলাই জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে জমে থাকা গ্যাসে আগুন ধরে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে জোরালো বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনের সংস্পর্শে এসে সন্দীপ গুরুতরভাবে দগ্ধ হন।সন্দীপের সঙ্গে ওই ঘরে তাঁর সঙ্গী দেবীলালও থাকেন। দুর্ঘটনার সময় দেবীলাল বাথরুমে ছিলেন। ফলে তিনি সরাসরি বিস্ফোরণের কবল থেকে রক্ষা পান। বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে আশপাশের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের পরিস্থিতি দেখে পুলিশকে খবর দেন।সন্দীপের বাড়ি রাজস্থানে। কাজের সূত্রে প্রায় ২০ দিন আগে তিনি উজ্জয়িনীতে এসেছিলেন। এখানে তিরুপতি ধাম কলোনিতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। শহরের শিপ্রা গ্যাস এজেন্সিতে সিলিন্ডার সরবরাহ এবং ফিটিংয়ের কাজ করতেন সন্দীপ। সেই কারণে গ্যাস সিলিন্ডার ও তার ফিটিং সংক্রান্ত কাজের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন।বিস্ফোরণের পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিচিতরা সন্দীপকে দ্রুত জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইন্দোরে স্থানান্তর করা হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরটি পরিদর্শন করে। গ্যাস লিক হওয়ার কারণ, সিলিন্ডারের অবস্থা এবং দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, সারা রাত গ্যাস লিক হয়ে ঘরে জমে যাওয়ার পর দেশলাই জ্বালাতেই তাতে আগুন ধরে যায়।

জল্পনাই হল সত্যি, রাজ্যসভায় বিজেপি-র প্রার্থী কোয়েল মল্লিক

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ জল্পনাই হল সত্যি, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে রাজ্যসভায় প্রার্থী করলো ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। কোয়েলের ছেড়ে দেওয়া আসনের উপনির্বাচনে এ বার তাঁকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি। গত ১৬ জুলাই দিল্লিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা করেন অভিনেত্রী কোয়েল। তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি। আগামী ১৬ অক্টোবর, তাঁর ছেড়ে দেওয়া ওই আসনে উপনির্বাচন রয়েছে।কোয়েলের আগে আরও তিন জন- সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইক রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদে ইস্তফা দেন। পরে তিন জনকেই আবার রাজ্যসভায় পাঠায় বিজেপি। তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়ার পর গত ৯ জুলাই বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন সুখেন্দু, সুস্মিতা এবং প্রকাশ। যোগদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিন জনকে রাজ্যসভার উপনির্বাচনের প্রার্থী করে বিজেপি। এবার কোয়েলকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করলো বিজেপি।

মার্কিন নৌ-কমান্ডারের সঙ্গে বৈঠকে জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ ভারত ও আমেরিকার মধ্যকার প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের কমান্ডার অ্যাডমিরাল স্যামুয়েল জে পাপারোর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৈঠকে দুই দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত সামুদ্রিক সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।এক্স মাধ্যমে জয়শঙ্কর জানান, মুক্ত, অবাধ এবং নিয়মভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোঝাপড়া এবং যৌথ উদ্যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এই আলোচনায়। কূটনৈতিক মহলের মতে, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনি দ্রুত আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে.যাবেন এবং প্রবল আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন।
বৃষঃ আজকে আপনি উসাহ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার মজা করতে আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের মনোরঞ্জন করারও ইচ্ছে হবে। সংসারে শান্তি
মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।
কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময়.কাটাবেন। শুভদিন হবে
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।
বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায.রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃ (আজকে আপনি কাঙ্খিত বস্তু পাওয়ার জন্য নিজের সীমা পার করে যাবেন। বিহারের যোগ হবে।
মীনঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজকে।শুভদিন

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আগামী চার-পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এমনিতে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকবে রাজ্যে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে গরম সামান্য বাড়বে।মঙ্গলবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় রোদ ঝলমলে আকাশ দেখা যাবে। অবশ্য দিনের কোনও কোনও সময় মেঘলা হতে পারে আকাশ। এমনকী কোথাও কোথাও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদিও সেই বর্ষণের তেমন একটা দাপট থাকবে না। মোটামুটি আগামী ৪ থেকে ৫ দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকবে বেশি। যার জন্য গরম লাগবে। কলকাতার আকাশেও রোদের দেখা মিলবে। ঝলমল করবে আকাশ। কিন্তু কোনও কোনও সময় আকাশে মেঘের দেখা মিলতে পারে। এমনকী স্থানীয়ভাবে অল্প বৃষ্টিও হতে পারে। যদিও বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে বেশি। যে কারণে অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে।এদিকে, আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। তবে পাহাড়ি জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

নাগাল্যান্ডের মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন অভিজাত হোটেলে জে ডব্লিউ ম্যারিয়টে মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। শনিবার রাতে ব্রাজিল ফুটবল দলকে অভ্যর্থনা জানাতে হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করার সময় নাগাল্যান্ডের এক মহিলাকে আপত্তিকর ভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর প্রগতি ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ হোটেলেরই একটি ঘর থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম পলাশ রায়। তিনি উত্তরপ্রদেশের নয়ডার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারী মহিলা নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের বাসিন্দা। শনিবার রাত সাড়ে ১২টা থেকে রাত ১টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। ওই সময় তিনি তাঁর এক সঙ্গীর সঙ্গে জে ডব্লিউ ম্যারিয়টের লবিতে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রাজিল ফুটবল দলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, সেই সময় তাঁদের দু'জনকেই আপত্তিকর ভাবে স্পর্শ করা হয়। ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েন ওই মহিলা। পরে বিষয়টি নিয়ে প্রগতি ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। হোটেলের লবিতে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। অভিযোগকারী মহিলার সাহায্যে ফুটেজ থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়। পুলিশ সূত্রের দাবি, ওই মহিলা অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেন। এরপর তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে হোটেলের একটি ঘর থেকে পলাশ রায়কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার সময় তিনি কী করছিলেন এবং অভিযোগের সঙ্গে তাঁর ভূমিকা কী, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। হোটেলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজের পাশাপাশি অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং অন্যান্য তথ্যও তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে। ঘটনার সময় অভিযুক্তের সঙ্গে আর কেউ ছিলেন কি না, কিংবা অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি স্পষ্ট নয় বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে কিছুদিন আগেও বাইপাসের ধারের একই হোটেলে মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় ২০ বছরের এক তরুণী অভিযুক্তের সঙ্গে হোটেলের ভিতরে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, গভীর রাতে হোটেল থেকে বেরোনোর সময় কয়েকজন তাঁর পথ আটকান। তাঁকে শারীরিক ভাবে হেনস্থা এবং অশালীন ভাবে স্পর্শ করার পাশাপাশি অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগও ওঠে। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল। বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার তাঁর বাড়ি থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গিয়েছিল।

শিয়ালদহে যাত্রী পরিষেবায় নয়া ভাবনা, স্লিপিং পড থেকে মাল্টিপ্লেক্স-শপিং মল তৈরির পরিকল্পনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পূর্ব ভারতের অন্যতম ব্যস্ত রেলস্টেশন শিয়ালদহের পরিকাঠামোয় আসতে চলেছে বড়সড় পরিবর্তন। যাত্রীদের জন্য আরও উন্নত পরিষেবা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলতে স্টেশন চত্বরে তৈরি হতে চলেছে বিশেষ রিক্রিয়েশন কমপ্লেক্স। সূত্রের খবর, তিনতলা এই ভবনে থাকবে মাল্টিপ্লেক্স, ফুড কোর্ট, ক্যাফে, শপিংয়ের ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য স্লিপিং পড। পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী-সহ বিভিন্ন পণ্যের দোকান এবং একাধিক ব্র্যান্ডের আউটলেট রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে। সব মিলিয়ে শিয়ালদহকে শুধুমাত্র ট্রেন ধরার জায়গা না রেখে একটি আধুনিক 'ট্রাভেল হাব' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে পূর্ব রেল। জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত রিক্রিয়েশন জোনে থাকবে তিনটি তলা এবং একটি ছাদ। সূত্রের খবর, ২০২৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ শুরু এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সূচি বা অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হতে পারে বলেও সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করার পাশাপাশি অবসর কাটানো, খাওয়াদাওয়া এবং প্রয়োজনীয় কেনাকাটার সুযোগও তৈরি হবে। এই পরিকল্পনার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে স্লিপিং পড। দূরপাল্লার ট্রেন ধরতে এসে অনেক সময় যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়। বিশেষ করে রাতের ট্রেন, ভোরের ট্রেন কিংবা ট্রেন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যাত্রীদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সেই কথা মাথায় রেখেই প্রস্তাবিত কমপ্লেক্সে অর্থের বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য স্লিপিং পড তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

পদ্মাসেতু দিয়ে চলতে চলেছে মৈত্রী এক্সপ্রেস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন রসায়ন তৈরী হবে। আবার কাছাকাছি আসছে দুই দেশ। এবার মৈত্রী এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আরো ঘনিষ্ঠ হবে দুই দেশ। ঢাকা-কলকাতা রেল যোগাযোগে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলছে পদ্মা সেতু। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ভারত-বাংলাদেশ আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেসকে পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে চালানোর প্রস্তাব নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা হয়েছে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে। নতুন রুটে ট্রেনটি চালু করা সম্ভব হলে বর্তমান রুটের তুলনায় যাত্রীদের তিন ঘণ্টা সময় সাশ্রয় হতে পারে। তবে রুট পরিবর্তন ও ট্রেন চালুর বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩৮তম বাংলাদেশ-ভারত আন্তঃসরকার রেলওয়ে বৈঠকে (আই জি আর এম) মৈত্রী এক্সপ্রেসের সম্ভাব্য নতুন রুট নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিরা পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ রেল মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব মহম্মদ জিয়াউল হক জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক প্রস্তাব পাওয়া গেলে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। মৈত্রী এক্সপ্রেস বর্তমানে ঢাকা থেকে কলকাতার মধ্যে ঐতিহাসিক রেল যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশ রেলের তথ্য অনুযায়ী, আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি ১৮ জুলাই ২০২৪ থেকে চলাচল বন্ধ রয়েছে। মৈত্রী এক্সপ্রেসও সেগুলোর মধ্যে রয়েছে। নতুন রুটে পদ্মা সেতু ব্যবহার করা হলে ঢাকার সঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি রেল যোগাযোগ কাজে লাগানো যাবে। রেলপথ মন্ত্রকের আধিকারিকদের বক্তব্য, এতে মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রাপথের দূরত্ব কমবে এবং যাত্রীরা আনুমানিক তিন ঘণ্টা সময় বাঁচাতে পারবেন। সাশ্রয় হবে ভাড়াও। ২০০৮ সালের ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে চালু হয় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন। ২০১৭ সালের ৯ নভেম্বর চালু হয় খুলনা-কলকাতার মধ্যে বন্ধন এক্সপ্রেস। ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন মিতালি এক্সপ্রেস চলাচল শুরু করে ২০২২ সালের ১ জুন। তিনটি ট্রেনের মাধ্যমে দুই বাংলার সাধারণ জনতার যাতায়াত বেশ মসৃণভাবেই চলছিল। তাল কাটে ২০২৪ সালের জুলাইতে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের সময়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মৈত্রী এক্সপ্রেসের চলাচল স্থগিত করা হয়। ১৯ জুলাই থেকে মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেসের যাতায়াত স্থগিত হয়ে যায়। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। তারেক সরকারের হাত ধরে ফের তা চালু হওয়ার আশা উজ্জ্বল হয়েছে।

পার্ক স্ট্রিটের অভিজাত হোটেলে রেভ পার্টির অভিযোগ, এসটিএফ-নারকোটিক্সের অভিযানে মাদক উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পুজোর আগে শহরে বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নজরদারি বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ। এরই মধ্যে রবিবার সকালে পার্ক স্ট্রিটের একটি অভিজাত হোটেলে পুলিশি অভিযানে প্রচুর পরিমাণে মাদক উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ এবং নারকোটিক্স বিভাগের আধিকারিকেরা যৌথ ভাবে এই অভিযান চালান বলে জানা গিয়েছে। শেক্সপিয়র সরণি থানার অন্তর্গত ওই হোটেলে অভিযান চালানোর সময় একটি পার্টি স্যুটে প্রায় ২০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্রের দাবি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে ওই হোটেলে মাদক নিয়ে পার্টি চলার খবর পেয়ে রবিবার ভোরে সেখানে পৌঁছন তদন্তকারীরা। এরপর হোটেলের নির্দিষ্ট একটি স্যুটে তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে থাকা অতিথিদের কাছ থেকে বেশ কিছু নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। ঠিক কী ধরনের মাদক কত পরিমাণে উদ্ধার হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্তকারীদের তরফে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। জানা গিয়েছে, হোটেলের সপ্তম তলায় একটি পার্টি স্যুটে ওই ২০ জন ছিলেন। তাঁরা সকলেই হোটেলের অতিথি বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। ওই স্যুটে কী ধরনের আয়োজন চলছিল, কারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং কী উদ্দেশ্যে ওই ঘরটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অভিযানের পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, ওই হোটেলে নিয়মিত কোনও ধরনের মাদক-সহ পার্টির আয়োজন হত কি না। গোপনে সেখানে রেভ পার্টি চলত কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া মাদক কোথা থেকে এসেছিল এবং তা কারা সরবরাহ করেছিল, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। হোটেলের কোনও কর্মী বা কর্তৃপক্ষ এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন কি না, কিংবা এর সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তবে এই বিষয়ে এখনও তদন্তকারীদের তরফে কোনও বিস্তারিত বক্তব্য সামনে আসেনি। অভিযানে ঠিক কতজনকে আটক করা হয়েছে বা কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়েও স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। ফলে পুলিশের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযানের পূর্ণ চিত্র স্পষ্ট হচ্ছে না। পুজোর আগে কলকাতা শহরে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে হোটেল, রেস্তরাঁ এবং বিনোদনকেন্দ্রগুলিতে নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ। বিশেষ করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি মাদক কারবার ও মাদক সেবনের অভিযোগের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। সেই নজরদারির অংশ হিসেবেই পার্ক স্ট্রিটের ওই হোটেলে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। তদন্তকারীরা হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ, পার্টি স্যুটে উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় এবং তাঁদের গতিবিধি খতিয়ে দেখতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস এবং সরবরাহের সঙ্গে কোনও চক্র যুক্ত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত এগোতে পারে। অতিথিদের মধ্যে কারও সঙ্গে মাদক পাচারের যোগ রয়েছে কি না, নাকি তাঁরা শুধুই ওই পার্টিতে অংশ নিতে এসেছিলেন, সেটিও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্ক স্ট্রিটের মতো ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একটি অভিজাত হোটেলে এই ধরনের অভিযান ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। তবে তদন্তকারীদের চূড়ান্ত বক্তব্য না আসা পর্যন্ত মাদকচক্র বা রেভ পার্টির সঙ্গে হোটেল কর্তৃপক্ষের যোগ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। রবিবারের অভিযান থেকে আরও কী তথ্য বা মাদক উদ্ধার হয় এবং ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর।

বছরে ৩০ দিন কাজ করলেই পুজোর বোনাস, সরকারি হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পুজোর আগে সুখবর সরকারি হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য। বছরে অন্তত ৩০ দিন অর্থাৎ এক মাস কাজ করলেই এবার পুজোর বোনাস পাওয়ার সুযোগ থাকছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা, সাফাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং হাউসকিপিংয়ের মতো কাজে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য বোনাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর। নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আর্থিক বছরের মোট বেতন বা মজুরির ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের এই নির্দেশের ফলে সরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রায় হাজারখানেক চুক্তিভিত্তিক কর্মী উপকৃত হবেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুজো ও ইদের আগে তাঁদের এই বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবায় চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করা কর্মীদের বোনাস নিয়ে যে প্রশ্ন ছিল, নতুন নির্দেশিকায় তারই সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে আর্থিক বছর ৩১ মার্চে শেষ হয়েছে, সেই সময়ে অন্তত ৩০ দিন কাজ করেছেন এমন সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী বোনাস পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ কোনও কর্মী পুরো বছর কাজ না করলেও যদি সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে ন্যূনতম ৩০ দিন কাজ করে থাকেন, তা হলে তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বোনাস পাওয়ার সুযোগ পাবেন। বোনাসের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে ওই আর্থিক বছরে কর্মীর মোট বেতন বা মজুরির ৮.৩৩ শতাংশ হারে। তবে সরাসরি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কর্মীদের হাতে বোনাস তুলে দেওয়া হবে না। স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথমে যে এজেন্সি বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়োগ করেছে, সেই সংস্থাকেই বোনাসের অর্থ দিতে হবে। পরে কর্মীদের বোনাস দেওয়ার প্রমাণপত্র সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। সেই প্রমাণপত্র পাওয়ার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এজেন্সিকে ওই অর্থ পরিশোধ করবে। বোনাসের অর্থ কোন খাত থেকে মেটানো হবে, সেই বিষয়েও নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যে খাত থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক বা মজুরি মেটায়, সেই একই খাত থেকেই বোনাসের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। ফলে বোনাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আলাদা কোনও আর্থিক ব্যবস্থা তৈরির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পারিশ্রমিকের জন্য ব্যবহৃত খাতকেই কাজে লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু চলতি বছরের বোনাস দিয়েই বিষয়টি শেষ করার কথা বলা হয়নি। স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, বিগত বছরগুলিতে কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীর বোনাস প্রাপ্য থেকে থাকলে সেই বকেয়া অর্থও মিটিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ অতীতে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনও কর্মী যদি বোনাস না পেয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে বকেয়া মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং হাউসকিপিংয়ের মতো পরিষেবায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের পরিষেবা থেকে শুরু করে হাসপাতালের দৈনন্দিন পরিকাঠামো সচল রাখার ক্ষেত্রেও তাঁদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। পুজোর আগে তাঁদের জন্য বোনাসের এই নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরবে বলেই মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যোগ্য কর্মীদের বোনাস দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা। ফলে পুজোর আগে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বোনাস হাতে পৌঁছে দিতে হাসপাতাল এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলির উপরও দায়িত্ব পড়ল।

হেফাজতেই অসুস্থ বিশ্বজিৎ, বুকে ব্যথা অনুভব করায় বনগাঁ থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল প্রাক্তন বিধায়ককে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন বনগাঁ উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ দাস। রবিবার সকালে বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে প্রথমে বনগাঁর জে আর ধর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ও শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ চলছে। সম্প্রতি বেআইনি ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল বিশ্বজিৎকে। ওই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (এ) ও ২৭ ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৬২ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। মামলার তদন্তে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালত চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই হেফাজতেই ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক। এর মধ্যেই রবিবার সকালে হঠাৎ বুকে ব্যথার কথা জানান তিনি। পুলিশের একটি সূত্রের খবর, রবিবার সকালে অসুস্থ বোধ করার পর দ্রুত বিশ্বজিৎকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে যাওয়ার পথে নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়াও দেন তিনি। তাঁর কথায়, অচেস্ট পেন হচ্ছে। শরীর খুব উইক।দ এরপর হাসপাতালে পৌঁছনোর পর চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করেন। শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিশ্বজিৎকে বনগাঁ থেকে কলকাতার কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে তাঁর অসুস্থতার নির্দিষ্ট কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বনগাঁ উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের রাজনৈতিক জীবনও একাধিক পালাবদলের সাক্ষী। তিনি দু'বার বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিজেপি ছেড়ে ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম সামনে এসেছিল। ভোটের ফল ঘোষণার পর তিনি ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের পাশাপাশি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলাটিই তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ওই মামলায় আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেফাজতে থাকার সময়েই তাঁর অসুস্থতার ঘটনা ঘটল। ফলে চিকিৎসার পাশাপাশি মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বজিতের চিকিৎসার বিষয়টি আপাতত অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সঙ্গে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে আগামী ৬ অক্টোবর ফের আদালতে হাজির করানোর কথা রয়েছে। তবে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরের পর সেই সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন হয় কি না, তা পরবর্তী পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগের তদন্তের মধ্যেই প্রাক্তন বিধায়কের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তবে তাঁর অসুস্থতার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না পুলিশ। চিকিৎসকদের রিপোর্ট এবং পরবর্তী পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানা গিয়েছে।

দাসনগরের জাপানিগেটে বিজেপির বুথ সভাপতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ, ধৃত 'বিরিয়ানি বাপি'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, দাসনগর, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ দাসনগরের জাপানিগেটে বিজেপির বুথ সভাপতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ, ধৃত অভিযুক্ত 'বিরিয়ানি বাপি'। হাওড়ার জাপানিগেট সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির এক বুথ সভাপতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগে শেখ বিলাল হোসেন ওরফে 'বিরিয়ানি বাপি'কে গ্রেফতার করল দাসনগর থানার পুলিশ। শনিবার রাতের এই ঘটনায় ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রবিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। অভিযোগ, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় কেউ জখম হননি। ঘটনার খবর পেয়ে দাসনগর থানা ও বাঁকড়া তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয় র্যাফ। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা পুলিশ নিশ্চিত করেনি। গুলি চালানোর অভিযোগের সত্যতা, ঘটনার নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক বিরোধ রয়েছে কিনা এবং উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এখনই শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব না - দীনেশ ত্রিবেদী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাংলাদেশ, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী এই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ধরে রেখেছেন। এখন বার বার করে প্রশ্ন উঠছে, কবে ভারত হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবে? বাংলাদেশের ঢাকায় 'বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৬'শীর্ষক একটি আলোচনাসভায় ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী বলেন যে আইনি প্রক্রিয়া মেনেই শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ করা হবে। তবে এখনই হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর নির্দিষ্ট সময় জানানো সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে আসবেন কি না, তা নিয়ে যখন সংশয়, সেই মুহূর্তেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন দীনেশ ত্রিবেদী। বাংলাদেশ যখন ছাত্র-গণ আন্দোলনের আগুনে জ্বলছিল, সেই সময় দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন শেখ হাসিনা। ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের দিন ঢাকা থেকে পালিয়ে হিন্দোন এয়ারবেসে নামেন হাসিনা। তারপর থেকে অজ্ঞাতবাসে রয়েছেন তিনি।হাসিনার ভারতে আসার প্রসঙ্গে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন যে প্রতিবেশী দেশ হিসাবে মানবিকতা ও শেখ হাসিনার নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতকে হাসিনার বিমান ভারতে অবতরণ করাতে দিতেই হয়েছিল। ভারতের কাছে এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। বাংলাদেশ থেকে শেখ হাসিনা যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন ভারতের তরফে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ভারতীয় বায়ুসেনা বা সেনাবাহিনী নয়, বরং বাংলাদেশের সামরিক বিমানেই ভারতে এসেছিলেন হাসিনা, এ কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন ভারতের রাষ্ট্রদূত। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, 'আমাদের কাছে কোনও চয়েস ছিল না। প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব জীবনের বাস্তবতা গ্রহণ করা। কারণ এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য কেউ প্রস্তুত থাকে না।'

মেধাবী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা, হেলমেট বিতরণ ও এক টাকায় চিকিৎসা কেন্দ্রের সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে রবিবার কলকাতার মহানায়ক উত্তম মঞ্চে আয়োজিত হলো এক বিশেষ অনুষ্ঠান। এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে হেলমেট বিতরণ এবং এক টাকায় আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক চিকিৎস্ সা কেন্দ্রের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, অভিনেত্রী শর্বরী মুখার্জি, অভিনেত্রী দেবিকা মুখার্জি, বিধায়ক রেখা পাত্র, স্বামী তন্ত্রদেবানন্দজী মহারাজ, আয়োজক সংস্থার সর্বভারতীয় সভাপতি শিবনারায়ণ দাস, সহ সভাপতি গোপাল সাউ, রাজ্য সহ সভাপতি দেবাশীষ পালিত, অভিনেতা অমিতাভ ভট্টাচার্য, সমাজসেবী অমৃতা বোস গুপ্তা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করা মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি পথ নিরাপত্তার বার্তা দিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে হেলমেট বিতরণ করা হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে হেলমেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় অন্যদিকে, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এদিন 'এক টাকায় আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র'-এর সূচনা করা হয়। আয়োজকদের দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক ও অসহায় মানুষ উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বর্তমান সরকারের বিভিন্ন জনমুখী উদ্যোগ ও কার্যকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষা, শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং পথ নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সামাজিক সংগঠনগুলির ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মান জানানো, পথ নিরাপত্তার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা; এই তিন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সমাজ সেবার বার্তাই তুলে ধরা হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানে।

এবার টাকা-পয়সার হিসাব নিয়ে কড়া মনোভাব রাজ্য বিজেপির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ রাজ্য বিজেপির বিভিন্ন স্তরে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। আর তাতে দেদার খরচ হচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে সেই টাকা আসছে টা নিয়ে অন্ধকারে রাজ্য বিজেপি। নিচু তলায় আর্থিক খরচে হিসাব চাইতে এবার পদক্ষেপ রাজ্য বিজেপির। তৃণমূল স্তরের দলীয় কর্মসূচিতে কোথা থেকে টাকা এসেছে? খরচ কোন খাতে হয়েছে? কত টাকা হয়েছে? সব কিছু জানাতে হবে রাজ্য নেতৃত্বকে। ক্ষমতায় এসেই দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্সের বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাই কোনওভাবেই যাতে দুর্নীতি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই কড়া পদক্ষেপ রাজ্য নেতৃত্বের। কীভাবে গোটা বিষয়ের উপর নজর রাখা হবে? বিজেপি সূত্রে খবর, নজরদারির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন জেলা সভাপতি। তার কারণ, তৃণমূল স্তরে কোথায় কোন প্রোগ্রাম হচ্ছে, কে কে থাকছেন, কোথা থেকে সেই টাকা আসছে, তার বিস্তারিত তথ্য জেলা সভাপতিকে দিতে হবে। জেলা সভাপতি সেই রিপোর্ট নেওয়ার পর জেলা ইনচার্জের কাছে পাঠাবে। তারপরে তা রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বকে জানাবেন জেলা ইনচার্জ। রাজ্য নেতৃত্ব রিপোর্টটি বিবেচনা করে দেখবে। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই ৭টি জায়গায় জেলা সভাপতি বদল করা হয়েছে। সেই সংখ্যাটা বাড়তে পারে। ইনচার্জও বদল করা হয়েছে। এরপরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। আর্থিক অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির প্রশ্নে কোনও আপোষ করা হবে না,সেই বার্তা বিজেপির বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিয়ে স্পষ্ট করতে চায় দলীয় নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, এই অভিযোগ বহুবার রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আসছে যে, বিজেপি কোথাও কোথাও জোর করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছে। কোনও কর্মী নাকি দলের নাম ভাঙিয়ে যে কর্মসূচি করা হচ্ছে, সেই কর্মসূচির সঙ্গে আদৌ দলের যোগ রয়েছে কি না, আর সেই টাকা কোথা থেকে আসছে, খরচ হওয়ার পরেই বা কত টাকা থেকে যাচ্ছে, সব রিপোর্ট নেবে রাজ্য নেতৃত্ব। এবার খরচের ব্যাপারে রাশ টানতে চাইছে বিজেপি।

সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা

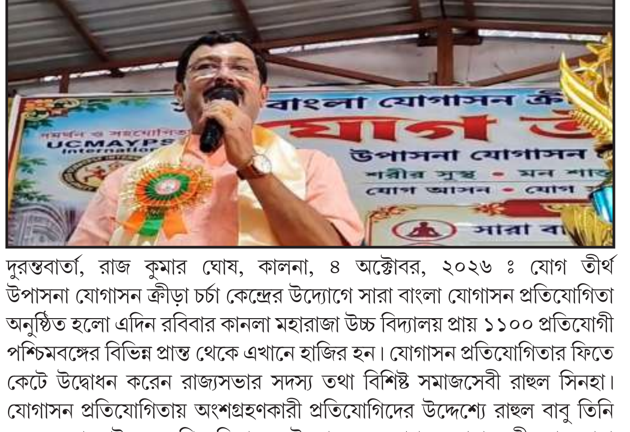

দুরন্তবার্তা, রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ যোগ তীর্থ উপাসনা যোগাসন ক্রীড়া চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো এদিন রবিবার কানলা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় প্রায় ১১০০ প্রতিযোগী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে হাজির হন। যোগাসন প্রতিযোগিতার ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী রাহুল সিনহা। যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের উদ্দেশ্যে রাহুল বাবু তিনি বলেন, আমরাই ভুলে গিয়েছিলাম সেই ভারতের যোগকে, প্রধানমন্ত্রী যখন সারা বিশ্বের সামনে সেই যোগকেই তুলে ধরেছে, আজ একুশে জুন সারা বিশ্ব ভারতের যোগকে তারা মাথায় তুলে রেখেছে। বিশ্ব যোগা দিবস ভারতের যোগ। এটা আপনার কাছে কত বড় গর্ভের বিষয়। যে যোগকে আমরা তুচ্ছ বলে ভুলে গিয়েছিলাম। সারা বিশ্ব রোগ মুক্তির পথ দেখছে এই যোগের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন যোগের মূল কারণ হচ্ছে পরম আত্মার সাথে আমাদের মিলন।। কলি যুগে একমাত্র মুক্তির পথ নাম গান, কলি যুগে একমাত্র মুক্তির পথ রাম নাম, কৃষ্ণ নাম ও ধ্যান যোগ। এছাড়া কলিতে মুক্তি নেই। কলির এই অবস্থা থেকে যদি আমাদের মুক্তি লাভ করতে হয় তাহলে যোগ কে প্রাধান্য দিতে হবে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদারও। তিনি ও তার বক্তব্যে প্রত্যেক শিশুর গার্জেন কে অন্ততপক্ষে ১৫ থেকে ২০ মিনিট যোগাসনের পিছনে সময় দেওয়ার ও আহ্বান জানান এদের রবিবার। পাশাপাশি দিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ননী সিংহ, বাপি রায় সহ বিশিষ্টজনেরা।

মহালয়ার দিন ইডেনে কি হতে চলেছে? - জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এবার কোনো কার্নিভাল নয়, কিন্তু খুবই আড়ম্বারের সঙ্গে মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেনে পুজোর উদ্বোধন হবে। মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে বড় অনুষ্ঠান। ঠিক কী কী হবে? আভাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। থাকছে বিশেষ আয়োজন। শুধু গান-বাজনা নয়, থাকবে বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠানও। অন্যতম বড় আকর্ষণ হতে চলেছে ড্রোন শো। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ৩,০০০ ড্রোনের মাধ্যমে আকাশে মা দুর্গার আগমন দেখানো হবে। শনিবার বিধাননগরের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই আসন্ন মহালয়ার কর্মসূচির কথা জানান। সাধারণ মানুষকে মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে আসার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ বার মহালয়ার দিনই বড় করে মা দুর্গাকে বরণ করার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। বলেন, 'আমরা কার্নিভাল করছি না, আমরা মহালয়ার দিন মাকে আগমনীর মধ্য দিয়ে বরণ করবো।' শুভেন্দুর জানিয়েছেন, মহালয়ার অনুষ্ঠানে বাংলার সংস্কৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। গোটা ইডেন গার্ডেন্স জুড়ে থাকবে ঢাকের বাদ্যি। বাজবে শাঁখ। থাকবে নাচের অনুষ্ঠানও। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকেও অনুষ্ঠানে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।বিশেষভাবে থাকবে ছৌ নৃত্য। শুধু কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গ নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদেরও অনুষ্ঠানে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর কথায়, দার্জিলিং থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন এলাকার লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। লোকগানের শিল্পীরাও থাকবেন। পাশাপাশি বাংলার সুপরিচিত শিল্পীদেরও অনুষ্ঠানে যোগ করার চেষ্টা চলছে। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে ড্রোন শো। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৩,০০০ ড্রোনের মাধ্যমে আকাশে মা দুর্গার আগমনের দৃশ্য দেখানো হবে। অর্থাৎ মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে একদিকে থাকবে ঢাক, শাঁখ, গান ও নাচ। অন্যদিকে আকাশে ড্রোনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে দেবীর আগমনের দৃশ্য।

ফ্ল্যাট থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার, মিলল সুইসাইড নোট ও ১ লক্ষ টাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতার পঞ্চসায়রে একটি ফ্ল্যাট থেকে এক দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। মৃতদের নাম অসিত আঁশ (৬৭) এবং তাঁর স্ত্রী মন্দিরা আঁশ (৬০)। ফ্ল্যাট থেকে একটি সুইসাইড নোট এবং নগদ ১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দীর্ঘদিনের অসুস্থতা, আর্থিক অনটন এবং বিভিন্ন কারণে মানসিক অবসাদের জেরে এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে ঠিক কী কারণে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত স্পষ্ট নয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চসায়রের ওই ফ্ল্যাটে অসিত ও মন্দিরা দু'জনেই থাকতেন। রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা একাধিকবার ডাকাডাকি করলেও ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এরপর ফ্ল্যাটের পিছনের দিকের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে তাকাতেই দেখা যায় অসিতকে ঝুলন্ত অবস্থায়। সেই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে অসিতকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। একই ঘরে বিছানার উপর পড়ে ছিল মন্দিরার দেহ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০৫ সংখ্যা, সোমবার , ১৭ আশ্বিন, ১৪৩৩

বেলেঘাটার নস্কর বাড়ি

বেলেঘাটার বিখ্যাত জোড়ামন্দির সংলগ্ন প্রায় ১৬ বিঘে জমি নিয়ে ৭২ নম্বর বেলেঘাটা মেন রোডে অবস্থিত নস্কর বাড়ি। এই নস্করদের আদি বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের কাছে বিদ্যাধরী নদীর কূলে খেয়াদহ গ্রামে। বিদ্যাধরী নদীপথে তাঁরা বেলেঘাটায় আসা যাওয়া করতেন। সিপাহি বিদ্রোহের কিছু আগে রামকৃষ্ণ নস্কর বেলেঘাটায় বাড়ি করেন। নদীপথে বেলেঘাটা থেকে খেয়াদহ গ্রামের দুরত্ব মাত্র চোদ্দ-পনেরো মাইল। বিদ্যাধরী তখন ছিল খরস্রোতা ও নাব্য। পুর্বে ধাপা থেকে বামনঘাটা পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা লবণহ্রদের মধ্য দিয়ে বহতা ছিল। এই শাখা নদীকে বলা হ'ত সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লেক চ্যানেল ও বেলেঘাটা খাল পলি পড়ে প্রায় অকেজো হয়ে যায়। শামুকপোতা থেকে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে বামনঘাটায় এসে লেক চ্যানেল দিয়ে সার্কুলার রোড পর্যন্ত মাল বোঝাই নৌকো যাতে পৌঁছতে পারে,সেই উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ১৮১০-এ লেক চ্যানেল ও বেলেঘাটা খালের সংস্কার করে আজ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস কিংবা বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই নদীপথটা খোঁজার চেষ্টা করি। সেই নদীপথে তখন ব্যবসাবাণিজ্য চলত যার চিহ্ন আজ শুধু রয়ে গিয়েছে বেলেঘাটা অঞ্চলের লেবুগোলা,চাউলপট্টি,চিংড়িঘাটা নামগুলির মধ্যে। ভেড়ি ও চাষই ছিল নস্করদের প্রধান জীবিকা। পরবর্তী সময়ে লবণহ্রদে এঁদের ভেড়ির একটা অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'বিলমিল', বর্তমানে যা 'নিকোপার্ক' নামে পরিচিত। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এই পরিবার বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এই পরিবার কংগ্রেসের পতাকা বহন করেছে। রামকৃষ্ণ নস্করের পোষ্য পুত্র হেমচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ। হেমচন্দ্রকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। হেমচন্দ্র ছিলেন মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য। এছাড়াও তিনি ছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও দিল্লীর গণপরিষদের সদস্য। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আমলে তিনি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় বন ও কৃষিমন্ত্রী। আমৃত্যু তিনি এই পদে ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ নস্কর বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। তাঁর পাঁচ ছেলের মধ্যে বড় ছেলে অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। কর্পোরেশন নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র তাঁর হয়ে বেলেঘাটায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘসময় এম.এল.এ ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে উপমন্ত্রী হন। যোগেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র পূর্ণেন্দুশেখর ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী। জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধী-এই তিন প্রধানমন্ত্রীর আমলে নানা সময়ে তিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র দফতরের উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে তিনি হন নিউজিল্যান্ড ও ফিলিপিন্সে ভারতের রাষ্ট্রদূত। যোগেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র অমলেন্দুশেখর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। নস্করবাড়ির সামনে দাঁড়ালে কাঠের বিলমিল দেওয়া দোতলা দক্ষিণে ও পশ্চিমে টানা চওড়া বারান্দা দেখতে পাওয়া যায়। রিভলভিং স্টেজ সমেত বড় অডিটোরিয়ামটি আজ আর নেই। কুবেরেশ্বর শিব ও কালীর জোড়ামন্দির এই পরিবারের। আগে এখানে চড়কের মেলা বসত।আটদিন ধরে চলত কালীপুজো।বাড়ির পেছনের অংশ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ছ'তলা করা হয়। যাতায়াতের পথে বাড়িটার সামনে থমকে দাঁড়াই।

লেখকদের লেখাই নেশা

আমাদের বাংলায় লেখকদের প্রচুর লিখতে হয়। না লিখে গেলে, ক্রমাগত পত্রিকায় না প্রকাশ পেলে, বই না প্রকাশিত হলে লেখকের লেখকত্ব প্রমাণিত হয় না, সে যে মানের লেখা হোক না কেন! তিনি ইতিপূর্বে যত ভালো বই লিখুন না কেন, সেই বইএর রিভিউ বিশেষ হয় না, আলোচনা নেই, কখনও বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো করে পুরস্কার জুটতে পারে, তারপর তা মলাটসর্বস্ব হয়ে যায়, সাধারণ বইএর দোকানে অর্ডার না দিলে বইটি কিনতে পাওয়া যায় না। কাজেই প্রতিমুহূর্তে যা হোক লিখে লেখককে তাঁর নামটি ভাসিয়ে রাখতেই হয়। সবাই মানবেন, একজন লেখককে যদি অতিমাত্রায় লিখতে হয়, তার রচনায় পুণরাবৃত্তি দেখা দেয়। লেখাতেও ক্লান্তির ছাপ পড়ে। তাছাড়া লেখকের অভিজ্ঞতা - অর্জনেরও সীমা আছে, তার ছাপ লেখায় না এলে লেখা প্রাণবন্ত হয় না। এইজন্যই কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর লেখকদের অনেকে, পরে যাঁরা পত্রিকা কর্পোরেটে চাকরি করতেন, তাঁরা তাঁদের অসামাজিক জীবনচর্চার সাহস ও উন্মত্ততাকে ব্যবহার করতেন গণমাধ্যমে নিজেদের লেখাকে প্রচারের কাজে। পরবর্তী কালে অনেক লেখক তাঁদের দেখানো পথে নিজের জীবনকে চালিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ততটা সফল হননি। কারণ কর্পোরেট তখন আর হিরো বানাতে চাইছে না। হিরো যদি কোম্পানির থেকে বড় হয়ে ওঠে তাহলে মুশকিল। এরপর থাকে আরেক বৃহৎ সংগঠনের কথা। আগেকার দিনে রাজকবি থাকত রাজাদের চারণ গাইবার জন্য। এ যুগেও দেখেছি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিছু কবি, লেখককে প্রমোট করে, সে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে দিয়ে হোক, কিংবা সভামুখ্য করে নামগান কীর্তন করতেই হোক, কিংবা তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতেই হোক। অর্থাৎ সাহিত্য ভিন্ন সাহিত্যেতর বিষয়ের জন্য লেখকের যে নাম ভেসে থাকে তাও তাঁর সাহিত্যকর্মকে আলোকিত করে। পুরস্কার পাবার জন্য বা অন্যতর সুবিধা পাওয়ার জন্য অসহায় ছোটখাট লেখককুল তখন তাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকে। এদের মাধ্যমেও লেখকের নাম প্রচারিত হয়। কাব্য - রাজনীতি, গদ্য - রাজনীতি নিয়ে তেমন কোনও গবেষণা হয়েছে কিনা!

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভশক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন। মানবজাতির জয়গান গেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রেম ধর্মকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিলে যুদ্ধ আর হবে না। অস্ত্র সবাই ত্যাগ করবে। মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পলাশিতে ইংরেজ জয় ও দুর্গা পুজো

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো এখনও ভারতবাসীদের কাছে জনপ্রিয়। তার একটি মাত্র কারণ বাঙালি ইতিহাসকে বেশি করে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অতীতের ঐহিত্যের ওপরে নির্ভর করে বর্তমান যুগের বাঙালিরা চলাফেরা করতে ভালোবাসে। সেই কারণে কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো এতো বেশি জনপ্রিয়। কলকাতার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায় বাঙালিরা। কিন্তু আর্থ সামাজিক কারণে বহু প্রাচীন পুজোকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হলেও তাকে কিন্তু কোনও রকম ভাবে রক্ষা করার আয়োজন করে চলেছে বহু পরিবার। তাই নিয়ে দেবী পুজোর চারদিন সবাই ব্যস্ত থাকে। অল্পতে সন্তুষ্ট বাঙালিরা। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। মায়ের কাছে বাংলার অতি সাধারণ আবদার। তাদের সন্তানরা যেন অতি সাধারণ খাবার থেকে বঞ্চিত না হয়। মা দুর্গা যেন তাদেরকে বঞ্চিত না করে। সেই সেই রকম আর একটি সঙ্গীত বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যায় 'আল্লা মেঘ দে পানি দে'। এটাই ঈশ্বরের কাছে বাংলার অতি সাধারণ আবেদন, নিবেদন। যুগ যুগ ধরে বাংলার বাসিন্দারা মায়ের কাছে অতি সাধারণ আবেদন নিবেদনের প্রার্থনা করেছে। ধন দৌলত চায়নি। তারা চেয়েছে খেয়ে পড়ে যেন বাঁচে থাকতে পারে। কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোগুলোর মধ্যে দিয়েই সেই প্রার্থনা জাগরিত হতে দেখা যায়।

বর্তমানে বারোয়ারি পুজোর মতো কোটি টাকার জৌলুস নেই। কিন্তু সেখানে আছে আর্তের প্রার্থনা। মা তুমি প্রতি বছর একবার করে আমাদের ঘরে এসো। তোমাকে যেন এ বছরের মতো আগামি বছরে এসে আমাদের ঘরে এসে চারদিন থাকো। মা শক্তি প্রদান করো। শক্তি দাও। ভক্তি দাও। বিদ্যা দাও। বুদ্ধি দাও। জ্ঞান দাও। শুভ মতি দাও। তোমাকে যেন প্রতি বছর খাতির যত্ন করতে পারি তার দিকে লক্ষ্য রাখো। রানি রাসমনির বাড়ির একজন সদস্য জানালেন, আজকের দুর্মূল্যের যুগেও দেবী পুজো কোনও সময় বন্ধ হয়ে যায়নি। মা দেবী কোথা থেকে সব জোগাড় করে দেন তাতে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। আমরা আর্থিক কারণে বহু বার পুজো কম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পরে দেখতে পেলাম পুজোর আয়োজন ঠিক আগেকার মতো হয়েছে। কোথাও একটু খামতি দেখা যায়নি। রানি রাসমনির সময়ে যে উদ্যোগ নিয়ে পুজোর আয়োজন করা হতো তাও এখনও বহাল অবস্থায় রয়েছে।

কলকাতায় বনেদি বাড়ির পুজো রীতিনীতিটা একেবারেই আলাদা। তার পরিবেশটাই মনের মধ্যে প্রাচীন কলকাতার স্পর্শ লাগিয়ে দিয়ে যায়। এক সময়ে এই বনেদিয়ানার দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে লখউনের বাঈজিরা অপেক্ষা করে থাকতো কবে তাদের ডাক আসবে কলকাতার জমিদার বাড়ি থেকে। দুর্গা পুজোর সময়ে সারা রাত ধরে চলতো জলসা। পুজোর দিনে ঝাড়বাতির আলো সেই যে সন্ধ্যা থেকে জ্বলতো আর সেটা ভোর বেলায় গিয়ে নিভতো। তখন বাঈজিরা নাচ করে ক্লান্ত হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে যেত। বাগান বাড়িতেই ছিল বাঈজিদের বাড়ি। বহু জমিদার আবার নাচ ঘরে ঘুমিয়ে পড়তো বাঈজির নাচ দেখতে দেখতে। পুজোর সময়ে জমিদার বাড়ির গিন্নিরা পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। আর বাবুরা বাঈজি নাচ দেখে রাত কাটাতো। এটাই ছিল বড় ধরনের জমিদারি প্রমোদ। আবার দেবী বিসর্জন নিয়ে বিশাল আয়োজন করা হতো সেই সময়ে। সেই আয়োজন কে কাকে পাল্লা দিতে পারে তার ঘটা দেখতে পাওয়া যেত। সেই সব দিন আর নেই। কিন্তু পুজোর আয়োজন ঠিক আগের মতো রয়েছে। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা তফাৎ দেখা দিলেও সেটা কিন্তু একেবারে নজরে পড়ে না। দক্ষিণ কলকাতার চেয়ে উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর আয়োজনের মধ্যে বনেদিয়ানা বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ির গিন্নিরা নাকে বড় নথ দেওয়া নাকচ্ছাবি পরে ঘুরে বাড়ির মধ্যে আর তারা পুজোর আয়োজন করতে শুরু করে থাকে। বনেদিয়ানাই কলকাতার প্রাচীন পুজোর রীতিকে একেবারে অক্ষুন্ন রেখে দিয়েছে। কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। বহু ইতিহাস এখনও পর্যন্ত অজানা। প্রাচীন পুজোর ইতিহাস অনুসন্ধান করে চলেছে ইতিহাসবিদেরা। বনেদি বাড়ির পুজো বেশির ভাগ সৃষ্টি হয়েছিল নবাব সিরাজের পতন পর থেকে। ইংরেজদের হাতে সিরাজ পরাজিত হলে উল্লাসিত হয়ে পড়ে হিন্দু জমিদার এবং রাজারা। তারা ইংরজদের সমর্থন করে বাংলার নবাবের পতন ডেকে আনে এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই ইংরেজ প্রশাসকেরা বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোয় অংশ গ্রহণ করছে।

তবে এটা ঠিক যে বাংলায় শিব দুর্গা পুজিত হওয়ার আগেই থেকেই বাংলার কাব্য সাহিত্যে চলে এসেছিলেন দেবী দুর্গা এবং তাঁর পতি দেবতা শিব মানুষের রূপ ধারন করে। শিব পাবর্তীকে নিয়ে রচিত হয়েছে 'শিবায়ন' কাব্য। সেখানে শিব দুর্গা দেব দেবী রূপে উপস্থিত নন, তারা মানব দেহধারী মানুষ রূপে উপস্থিত। শিব পার্বতীর জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য। সেখানে শিবকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। ভিক্ষা করে চাল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। আবার শিব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শ্মশানে শব সাধনা করে চলেছেন। ঘর সংসার ফেলে রেখে তিনি ছাই মেখে পড়ে রয়েছেন। কেন সে বিয়ে করে সংসার পাততে এলো তা নিয়ে বহু গঞ্জনা করতে শুরু করে দিয়েছেন পার্বতী। স্বামীকে গালমন্দ পারতে শুরু করে দিয়েছেন। সংসারে চাল নেই। ভাত খাওয়ার মতো অবস্থা নেই। পরণে কাপড় নেই। চলছে অনাহারে জীবন যাপন। এই নিয়ে বাংলার কবিরা 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করে দিয়েছিলেন। তারা শিব পার্বতীকে বাঙালি ঘরানায় চিত্রায়িত করে গিয়েছিলেন। শিব পার্বতি বাংলার কোনও গ্রামাঞ্চলে দম্পত্তি। আসল শিবকে দেবতা এবং পার্বতীকে দেবী রূপে চিত্রায়িত করার চেয়ে তাদেরকে মানব মানবী রূপে চিত্রায়িত করতে বেশি পচ্ছন্দ করেছেন শিবায়নের কবিরা। ফলে মঙ্গল কাব্যের অংশ শিবায়ন কাব্য এতো বেশি মনো গ্রাহী হতে পেরেছে। বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র এই কাব্যে ধরা পড়ে। বাংলাতে অকালবোধন ছিল না। অকালবোধন নিয়ে আসেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি সিরাজদৌল্লার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন পলাশীর যুদ্ধের আগে। পলাশির যুদ্ধে সিরাজ যাতে পরাজিত হয়ে বাংলা ছেড়ে পালায় তার জন্য দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এই পুজোতে সম্মতি দিয়েছিলেন বহরমপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জগৎ শেঠ।

জগৎ শেঠের কাছে দেবী পুজোর আগাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। জগৎ শেঠ তাতে সম্মতি দান করেন। তিনি বলেছিলেন, বিশেষ কারণে পুজোয় অংশ গ্রহণ না করতে পারলেও এই পুজোর ব্যাপারে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তিনি পুজোতে যা খরচ হয় তার একটি অংশ দিতে সম্মত হন। আসলে কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ছিলেন বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার ওপরে। তার পেছনে একটি ভয়ঙ্কর কাহিনী রয়েছে। যদিও বহু লোকেরা এটাকে কাকতালিয় বলে গ্রহণ করে। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ঘটনা। ঘটনাটি সত্য বিচার করুক পাঠকেরা। তাদের ওপর এই ঘটনার সত্যের বিচার তুলে দেওয়া হল। ঘটনাটি এই রূপ যে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান রানির ওপরে নজর গিয়ে পড়েছিল নবাব সিরাজের। নবাব সিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গোপন দূত পাঠিয়ে তাঁর প্রধান রানিকে নবাবের বেগম ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। যেদিন সিদ্ধান্ত পাঠাবে সেদিন পালকি প্রস্তুত রাখা রয়েছে তা বাহক দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে মুর্শিদাবাদ থেকে। তবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। জানা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম রানী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তাঁকে নবাবের হারেমে পাঠিয়ে দেওয়াকে অপরাধ বলে মনে করতে শুরু করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সারা কৃষ্ণনগরের অপমান বলে গ্রহণ করা হলো। সুযোগ এসে গেল। লর্ড ক্লাইভ এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ খুঁজছেন। জগৎ শেঠের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে গোপন মৌখিক চুক্তি করে ফেললেন রাজা

উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে গল্প আছে

চিত্তজিৎ দত্ত

উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর গল্প ঃ চারিদিকে সাজো সাজো রব, রাস্তা থেকে পাড়ার গলি ছুটোছুটি হুটোপুটি বাঁশ, কাপড়, শোলা, লাইট, মাইক, নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। কারণ মা আসছেন। আর মাত্র কটা দিনের অপেক্ষা, তবে এই অপেক্ষাই বেশ ভালো ছিল। যত দিন এগিয়ে আসছে মনে আনন্দের সঙ্গে সমাপ্তির সুর ভেসে আসছে, কারণ পুজো এলেই পুজো শেষ। থাক এই সব কথা, এখন পুজোর মধ্যেই বাঁচি, তো চলো আজকে আমরা ঢুকে পড়ি মানিকতলা ঘোষ বাড়ির অন্দরমহলে। তুমি কি জানো? এই বাড়ির দুর্গা পুজোয় সন্ধি পুজো হয় না! শুধু তাই নয়, বিজয়া দশমীতে সিঁদুর খেলা ও হয় না। লোকমুখে এই বাড়ির পুজোকে বিদ্রোহী পুজো বলা হয়ে থাকে, কারণ সাধারণ সনাতন রীতির বাইরে গিয়ে এই পরিবারে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী রীতি নীতি পালন করা হয়।

এই বংশের আদি পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি ১৮৫৬ সাল নাগাদ হুগলীর পরঞ্চপুর গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি মানিকতলা অঞ্চলে জমি কিনে এই বিশাল ভবনটি নির্মাণ করেন। কলকাতার অন্যান্য বনেদি বাড়ির মতো এই পরিবারের ও মূল সমৃদ্ধি এসেছিল জমিদারি, সরকারি ও ব্রিটিশ কোম্পানির উচ্চপদস্থ পদ এবং আবাসন সংক্রান্ত ব্যবসা থেকে। বাড়িটি তৈরির পর থেকে আজ পর্যন্ত এই পরিবার বংশ পরম্পরায় তাঁদের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলছে। এই বাড়ির মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে একটি সুপ্রশস্ত খোলা উঠান। সেই উঠানের একপ্রান্তেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব কারুকার্যময় ঠাকুর দালান। দালানটির মূল কাঠামোটি সুদৃশ্য থাম বা স্তম্ভ এবং পুরানো দিনের ক্লাসিক্যাল খিলান দিয়ে তৈরি। কলকাতার অন্যান্য বনেদি বাড়ির চেয়ে এই ঘোষ বাড়ির দুর্গা পুজো সম্পূর্ণ আলাদা এবং ব্যতিক্রমী।

এই বাড়ির দুর্গা পুজোয় সন্ধি পুজো না হাওয়ার পেছনে রয়েছে একটি দুঃখজনক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বাড়ির প্রবীণ সদস্যদের কথা অনুযায়ী, বহু বছর আগে এক দুর্গা পুজোর সময় যখন মহা- অষ্টমী বা মহানবমীর মাহেন্দ্রক্ষণে সন্ধি পুজো চলছিল, ঠিক তখনই এই পরিবারের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ইহলোক ত্যাগ করেন। পুজোর সবচেয়ে পবিত্র মুহূর্তে গুরুদেবের এই আকস্মিক মৃত্যু পরিবারে গভীর শোকের ছায়া ফেলে। তারপর থেকেই শাস্ত্রীয় নিয়মের এক বিশেষ স্মরণে এই বাড়িতে প্রচলিত সন্ধি পুজো স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে সেই সন্ধি পুজোর নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিবারে দেবী দুর্গার এক বিশেষ কল্যাণী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সন্ধি পুজোর মতোই এখানেও ১০৮ টি পদ্ম নিবেদন করা হয়। তবে তার সঙ্গে জ্বালানো হয় ৩৬৫ টি মাটির প্রদীপ। ঘোষ পরিবারের বিশ্বাস, কোনো কারণে বছরের কোনো একটি সন্ধ্যায় যদি বাড়িতে আলো না জ্বলে তবে পুজোর এই প্রদীপের পুণ্যেই সারা বছর বাড়িটি আলোয় মন্ডিত থাকবে। এই বনেদি বাড়িতে দেবী দুর্গা ঘরের 'কন্যা' বা মেয়ে রুপে পূজিত হন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে কুমোরটুলি থেকে খড়-মাটির কাঠামোয় তৈরি দেবীর মূর্তি নিয়ে আসা হয় এবং এই বাড়ির নিজস্ব ঠাকুর দালানে দেবীর অঙ্গে রং ও সাজসজ্জা করার প্রাচীন প্রথা মেনে চলা হয়। তখন ঘোষ বাড়ির প্রতিটি ইট পাথরে যেন খুশির আনন্দ ঝলমল করে। এই বাড়ির পুজোয় বাজারের কেনা ধূপ বা প্রদীপের সলতে ব্যবহার করা হয় না। বাড়ির সদস্যরা নিজেরাই বাড়িতে তৈরি করেন। বিশেষ করে অষ্টমীর আরতির জন্য ৩৬৫ টি তুলো থেকে সুতো বের করে নিখুঁত ভাবে আড়াই প্যাঁচের বিশেষ সলতে তৈরি করা হয়। অষ্টমীর দিন বাড়ির বিবাহিত মহিলারা কোলে জলন্ত মাটির মালসা নিয়ে বসেন। যা ধুনো পোড়ানো আচার নামে পরিচিত। এই ঘোষ বাড়ির কুলদেবতা হলেন শ্রী মধুসূদন। তাই ঘোষ বাড়ির পুজোর ভোগ অত্যন্ত সাবেকি এবং বৈষ্ণবীয় ঘরানায় তৈরি হয়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীকে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোগের থালায় খাঁটি ঘি ভাত, গোবিন্দ ভোগ চালের পোলাও, খিচুড়ি, বিভিন্ন রকমের ভাজা (আলু, পটল, বেগুন ইত্যাদি) লাবড়া বা পাঁচ মিশালি তরকারি, চাটনি পায়েস থাকে। অন্ন ভোগের পাশাপাশি দেবীকে লুচি, সুজি, এবং বাড়িতে তৈরি হরেক রকম মিষ্টি নিবেদন করা হয়। বনেদি বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী দশমীর দিন দেবীকে বিদায় জানানোর আগে, পান্তা ভাত, কচুর শাক, ইলিশ মাছের ভোগ দেওয়ার প্রাচীন রীতি রয়েছে। এটি দেবীর বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ের এক লৌকিক আহারের প্রতীক। দশমীর দিন অন্যান্য বনেদি বাড়িতে সিঁদুর খেলা হলেও এই বাড়িতে হয় না। বিজয়া দশমীতে দেবীর ঘট বিসর্জন দিয়ে পুজোর সমাপ্তি ঘটানো হলেও প্রতিমা কিন্তু জলে বিসর্জন দেওয়া হয় না। বিসর্জনের প্রতীক হিসেবে দেবী প্রতিমার মুখটি দক্ষিণ দিক থেকে ঘুরিয়ে পশ্চিম দিকে করে দেওয়া হয়। আর দশমীতে সিঁদুর না খেলার কারণ হল, এই পরিবার বিজয়া দশমীকে আনন্দের উৎসব হিসেবে দেখে না, তাঁরা ঘরের মেয়ের বিদায়ের একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও শোকের মুহূর্ত হিসাবে দেখেন। দেবীর এই বিদায়লগ্নে বাড়ির মহিলারা অত্যন্ত সাধারণ ও গম্ভীর অনুভূতি তে মায়ের বরণ করেন। সেখানে বুকভরা স্নেহ থাকে, মনের মধ্যে কষ্ট থাকে, তাই একে অপরকে সিঁদুর মাখিয়ে উল্লাস করেন না। এভাবেই যার যার নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে চলতে থাকুক কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো। কলকাতা বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোকে ক্লেন্দ্র করে বহু গল্প ছড়িয়ে রয়েছে যা লিখতে শুরু করলে একটি মহাভারত হয়ে যাবে। বৃহৎ পুরাণ গ্রন্থ তো হবেই।

ভারত বনাম ব্রাজিল খেলা ঃ ফুটবল শিক্ষা না প্রদর্শনী ?

পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

'ভারত বনাম ব্রাজিলঞ্জ ফুটবলের শিক্ষা, নাকি ৫০ কোটির প্রদর্শনী?' পাঁচবারের ফুটবলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সাথে ভারতের ঐতিহাসিক প্রথম মোকাবিলা মাঠের লড়াইয়ে প্রকৃত ফুটবল শিক্ষা দিয়েছে। তবে মাঠের বাইরে এর ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। মূল প্রশ্নটি হল, এই আয়োজনটি মূলত কোন উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের রাত পর্যন্ত এটি বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল যে, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত এই ম্যাচটি মূলত একটি ফুটবল ম্যাচ হিসেবেই ছিল। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারত একটি শক্ত ডিফেন্সিভ লাইন বজায় রেখেছিল, বারবার ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে অফসাইডে ফেলেছে এবং পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য লড়াই করতে বাধ্য করেছে। পরবর্তীতে ক্লাসের ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ব্রাজিল ৪-০ গোলের সহজ জয় নিশ্চিত করে;এস্তেভাও, পেদ্রো এবং স্যামুয়েল লিনোর দুটি গোলের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়।

এই রাতটি কী অর্থ বহন করে তা নির্ভর করে আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন তার ওপর। মাঠের লড়াইয়ে এটি ছিল একটি শিক্ষা। কিন্তু হিসাবের খাতায় এটি ছিল ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে নজিরবিহীন একটি বাণিজ্যিক কার্য ক্রম। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার দ্বন্দ্বই ৩ অক্টোবরের মূল বিষয়।

ম্যাচটিকে একটি শেখার অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখার যুক্তিটি কেবল আবেগপ্রসূত নয়। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম স্থানে থাকা ব্রাজিল ছিল ১৯৯২ সালে ফিফা র‍্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের মুখোমুখি হওয়া সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রতিপক্ষ। স্কোয়াডের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এআইএফএফ SAIFF-এর ন্যাশ নাল টিমের ডিরেক্টর সুব্রত পাল একে কেবল একটি সাধারণ ম্যাচের চেয়ে অনেক বেশি কিছুক্ষ হিসেবে অভিহিত করেছেন;যা ভারতীয় খেলোয়াড়দের জন্য ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি দেশের বিরুদ্ধে নিজেদের যাচাই করার এক বিরল সুযোগ।

এমনকি খেলোয়াড়রাও এই বিরল

ম্যাচের বিষয়ে অকপট ছিলেন। গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু স্বীকার করেছেন যে, ম্যাচটির কথা শুনে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল অবিশ্বাস্য। তিনি বলেন, ক্ষআমরা এমন একটি দল যারা মূলত এশিয়া এবং মাঝে মাঝে আফ্রিকার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলে থাকি। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলার কথা শোনা আমাদের জন্য বেশ বিস্ময়কর ছিল।

ভারতের অফসাইড ট্র্যাপ পুরো সন্ধ্যায় ব্রাজিলকে কিছুটা বিভ্রান্ত করেছিল; ভিজিটররা দশবার অফসাইডে ধরা পড়লেও ভারত মাত্র একবার ধরা পড়েছিল। ব্রাজিলীয়রা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চাপের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছেন এবং রায়ান উইলিয়ামস ব্রাজিলীয় রক্ষণভাগের বিরুদ্ধে চিপ্পিং করে রাতের অন্যতম সেরা ব্যক্তিগত মুহূর্ত তৈরি করেছেন। এই ধরনের মানের সম্মুখীন হওয়া কোনো ট্রেনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবে, অর্থের বিষয়টি এখানে একটি পাল্টা যুক্তি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ব্রাজিল ম্যাচের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট ছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩৫-৪০ কোটি টাকা ছিল ব্রাজিলীয় ফুটবল কনফেডারেশনকে প্রদান করা অ্যাপিয়ারেন্স ফি এবং প্রায় ৬ কোটি টাকা ছিল ব্রাজিলের ৯০ সদস্যের প্রতিনিধি দলের জন্য চার্টার্ড ফ্লাইটের খরচ। পানামা, ব্রাজিল এবং আগামী উরুগুয়ের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচের উইন্ডোতে মোট ব্যয় আনুমানিক ৮০-৯০ কোটি টাকা। প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখলে, ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এআইএফএফ- এর অপারেটিং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ছিল মাত্র ১১.২৫ কোটি টাকা।

সমালোচকরা এই আয়োজনটিকে উন্নয়নের ছদ্মবেশে একটি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখছেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়ার যুক্তি ছিল, একটি ৯০ মিনিটের ম্যাচের জন্য ৫০-৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হলে তা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং নিচের পর্যায়ের ফুটবলের বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ব্রাজিল ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি আয়োজন করতে গিয়ে এআইএফএফ প্রারম্ভিক ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিলে ভারত অর্থের বিনিময়ে খেলতে পারতো।

এর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যটি গোপন ছিল না। এআইএফএফ-এর নিজস্ব ক্রয় সংক্রান্ত নথিতে ফ্রেন্ডলি উইন্ডোটিকে নগদীকরণ করার জন্য স্পনসরশিপ প্রকিউরমেন্ট এজেন্ট এবং টিকেটিং পার্টনারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত হল ৩ অক্টোবর ছিল মাঠের একটি প্রকৃত পরীক্ষা, যা একটি বাণিজ্যিক সম্পদ হিসেবে প্যাকেজ এবং অর্থায়ন করা হয়েছিল। শিক্ষাটি ছিল বাস্তব; তবে এটি মূলত একটি বাণিজ্যিক বাজি হিসেবে পরিকল্পিত চুক্তির একটি অনুষঙ্গ ছিল।

আর্থিক মডেলটি এমন কিছু আয়ের উৎসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যা এআইএফএফ-এর অগ্রিম খরচ পুষিয়ে দেবে বলে আশা করা হয়েছিল। ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচের প্রধান পার্টনার হিসেবে ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'স্টাইল বাজার' (Style Baazar)-এর নাম ছিল। টিকেটিং রাইটস পেয়েছিল 'ডিস্ট্রিক্ট' (District) নামক প্ল্যাটফর্ম, যারা প্রত্যাশিত ৩০-৪০ কোটি টাকার বিক্রয়ের বিপরীতে ফেডারেশনকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছিল; এবং তারা ইতিমধ্যে অর্ধেক অর্থ পরিশোধ করেছিল, যার মাধ্যমে এআইএফএফ ব্রাজিলীয় কনফেডারেশনকে প্রাথমিক পেমেন্ট করতে এবং টিকিট বিক্রি শুরু করতে সক্ষম হয়। সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক সম্প্রচার স্বত্ব ধারণ করেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ৩০ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছিল।

এই প্রক্রিয়ার কৌশলটিই হল মূল সমস্যা এবং এখানেই মডেলটি ভঙ্গুর মনে হচ্ছে। এআইএফএফ-এর কাছে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ ছিল না, তাই ৬ আগস্টের নির্বাহী কমিটির সভায় তারা নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে অগ্রিম টাকা ব্যবহারের অনুমোদন দেয় এই আশায় যে, পরবর্তীতে স্পনসর এবং টিকিট বিক্রি থেকে তা পুনরুদ্ধার করা হবে। অন্য কথায়, স্পনসররা অগ্রিম বিল পরিশোধ করছিল না বরং তারা ছিল সেই খরচের পরিশোধের পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনাটি চাপের মুখে পড়ে। স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে ৫১,৪০২ জন দর্শক উপস্থিত ছিল, তবে মাঠের চারপাশে অনেক খালি জায়গা দেখা গেছে। এছাড়া কলকাতার ক্লাবগুলোর মাধ্যমে ডিসকাউন্টেড টিকিট বিক্রির এআইএফএফ-এর প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছেঞ্জ মোহন বাগান ৬,০০০টি টিকিট পেয়েছিল যার মধ্যে মাত্র ৯০টি বিক্রি হয়েছে, এবং ইস্টবেঙ্গলকে ৪,০০০টি বরাদ্দ করা হয়েছিল যার মধ্যে মাত্র ৪০০টি বিক্রি হয়েছে। এমনকি প্রধান স্পনসর স্টাইল বাজার ব্রাজিল ম্যাচের টিকিটের ওপর 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান' অফারও দিয়েছিল।

তাহলে স্পনসরশিপ কীভাবে এই ব্যয় মেটায়? কাগজে-কলমে, স্পনসরশিপ ছিল অর্থের উৎস হওয়ার পরিবর্তে পরিশোধের মাধ্যম। এআইএফএফ টাকা অগ্রিম দিয়েছিল এবং স্পনসরশিপ, টিকেটিং, সম্প্রচার এবং সরকারি সহায়তা থেকে তা পুনরুদ্ধার করার কথা ছিল। তারা আসলে তা করতে পেরেছে কি না, সেটিই হল সেই প্রশ্ন যার উত্তর দিতে ফেডারেশন অস্বীকার করেছে।

এই নীরবতা পরিস্থিতিটিকে একটি চলমান বিতর্কের বিষয় হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে। ব্রাজিলের সেই রাতটি ভারতীয় ফুটবলের জন্য একটি প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল;এবং খেলোয়াড়দের এমন এক পরীক্ষার মুখোমুখি করেছিল যা তারা তাদের পুরো ক্যারিয়ার মনে রাখবে। তবে বর্তমানে একটিমাত্র প্রীতি ম্যাচ ভারতীয় ফুটবলের আর্থিক অবস্থার ওপর যতটা প্রভাব ফেলছে, একটি প্রীতি ম্যাচের ক্ষেত্রে তা হওয়া উচিত নয়। ৩ অক্টোবরের ঘটনাটি একটি শিক্ষা ছিল নাকি কেবল একটি প্রদর্শনী, তা কেবল স্কোরের ভিত্তিতে বা দর্শক সংখ্যার মাধ্যমে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

চার সন্তানের বদলে দেবীর সঙ্গী রামায়ণের চার চরিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৪ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজো মানেই সাধারণত একচালা প্রতিমায় দেবীর পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক ও গণেশ। কিন্তু বালুরঘাট ব্লকের সেওয়াই গ্রামে সেই চেনা ছবির দেখা মেলে না। এখানে দশভুজা দুর্গার পাশে থাকেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ বজরংবলী ও বিভীষণ। দেবীর চার সন্তানের পরিবর্তে রামায়ণের এই চার চরিত্রকে সঙ্গী করেই গত ৫৬ বছর ধরে চলে আসছে সেওয়াইয়ের দুর্গোৎসব। অকালবোধনের পৌরাণিক স্মৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই পুজো আজও বহন করে চলেছে গ্রামের নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। সেওয়াইয়ের পুজোমণ্ডপে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে এই ব্যতিক্রমী প্রতিমা বিন্যাস। একদিকে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা অন্যদিকে তাঁর পাশে রাম লক্ষ্মণ বজরংবলী ও বিভীষণ। নেই লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক কিংবা গণেশ। ফলে প্রথম দর্শনেই দর্শনার্থীদের কৌতূহল তৈরি হয়। তবে এই ভিন্নতা কোনও সাম্প্রতিক থিম বা প্রতিযোগিতার ফল নয়। বরং দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, জানতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। যদিও বাল্মীকি রামায়ণে রামের দুর্গাপুজোর উল্লেখ নেই বাংলায় প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং অকালবোধনের লোককথাই সেওয়াইয়ের পুজোর ভিত্তি। সেই আখ্যানের সঙ্গে স্থানীয় বিশ্বাস ও গ্রামীণ সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৈরি হয়েছে এই স্বতন্ত্র পুজো। ফলে সেওয়াইয়ের দুর্গোৎসব কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এলাকার ঐতিহ্য ও সামাজিক স্মৃতিরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রতিমার বিন্যাসে ব্যতিক্রম থাকলেও পুজোর আচার-অনুষ্ঠানে রয়েছে বৈষ্ণব রীতির প্রভাব। সপ্তমীতে নিবেদন করা হয় মিষ্টি ভোগ। অষ্টমীতে থাকে ডালা ভোগ এবং নবমীতে দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। নবমীর দিন গ্রামবাসীদের পাত পেড়ে খাওয়ানোর রীতিও বহুদিনের। পুজোর দিনগুলিতে গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে ভোগ রান্না প্রসাদ বিতরণ এবং অতিথি আপ্যায়নে অংশ নেন। দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীরাও এই পুজোর বিশেষ রীতি ও প্রতিমা দেখতে ভিড় করেন। গ্রামের বাসিন্দ

লোকাচার এবং বাংলায় প্রচলিত অকালবোধনের কাহিনিকে ঘিরেই এই পুজোর সূচনা। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার ধর্মীয় পরম্পরা অনুযায়ী রাবণবধের আগে শরৎকালে দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন রামচন্দ্র। বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে দেবীর আরাধনা করে রামচন্দ্র শক্তির আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন-বাংলার লোকবিশ্বাসে এই আখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। সেওয়াই গ্রামের বাসিন্দারাও সেই কাহিনিকেই নিজেদের দুর্গাপুজোর মূল ভাবনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস রামের সেই অকালবোধনের স্মৃতিকে জীবন্ত রাখতেই দেবীর পাশে রামায়ণের চার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের আরাধনা করা হয়। সেওয়াই বারোয়ারি পুজো কমিটির উদ্যোগে ৫৬ বছর ধরে একই রীতিতে পুজো হয়ে আসছে। সময়ের সঙ্গে পুজোর পরিসর কিছুটা বদলালেও প্রতিমার মূল বিন্যাসে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। থিমের চাকচিক্য আলোকসজ্জার প্রতিযোগিতা কিংবা বাহ্যিক আড়ম্বরের বদলে এই পুজোর প্রধান আকর্ষণ পৌরাণিক ঐতিহ্য ও গ্রামবাসীর আবেগ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গ্রামের মানুষ এই রীতিকে আঁকড়ে রেখেছেন। নতুন প্রজন্মও পুজোর ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্পর্কে রণজিৎ চৌধুরী বলেন, ‘‘রামচন্দ্র দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন-এমনটাই আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। সেই স্মৃতি থেকেই প্রতি বছর দুর্গার সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ বজরংবলী ও বিভীষণের পুজো করা হয়। ৫৬ বছর ধরে এই রীতি চলে আসছে। গ্রামের মানুষও এই পুজোর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।’’ পুজোর সঙ্গে যুক্ত দীপেন মহন্ত বলেন, ‘‘বৈষ্ণব মতে সমস্ত নিয়ম মেনেই পুজো হয়। অকালবোধনের ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই দেবীর সঙ্গে রামায়ণের চার চরিত্রের আরাধনা করা হয়। এই রীতি আমাদের গ্রামের নিজস্ব পরিচয়। সময় বদলালেও আমরা এই পরম্পরা ধরে রাখতে চাই।’’ সেওয়াইয়ের এই পুজো তাই প্রচলিত দুর্গাপুজোর ধারার বাইরে দাঁড়িয়েও বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। পৌরাণিক কাহিনি রামায়ণের স্মৃতি বৈষ্ণব আচার এবং গ্রামীণ বিশ্বাস-সব মিলিয়ে সেওয়াইয়ের দুর্গোৎসব হয়ে উঠেছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক আয়োজন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে দেবীর পাশে রাম লক্ষ্মণ বজরংবলী ও বিভীষণের উপস্থিতি শুধু প্রতিমার বৈশিষ্ট্য নয় বরং একটি গ্রামের দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

বিছানায় শুয়েছিলেন, হঠাৎ দাউদাউ আগুনে ঝলসে গেলেন সাগরদিঘির বিধায়ক!

ঠিক কী হয়েছিল? জানিয়ে দিলেন বায়রনের দাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধুলিয়ান, ৪ অক্টোবরঃ এখনও আইসিউতে চিকিৎসাধীন বায়রন বিশ্বাস। তবে হাসপাতালে চিকিৎসায় দ্রুত সাড়া দিচ্ছেন সাগরদিঘির বিধায়ক। গতকাল শনিবার ধুলিয়ান ডাকবাংলো এলাকায় নিজের বাড়ির ঘরে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যাওয়ায় গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিধায়ক। বায়রন বিশ্বাসের পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, ধুলিযানের যে বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে সেখানেই তিনি খুব ভাল সাড়া দিচ্ছেন। সেই কারণে এই মুহূর্তে তাঁদের বায়রনকে অন্য কোনও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নেই। বায়রন বিশ্বাসের দাদা মিল্টন বিশ্বাস বলেন, ‘‘আমাদের ধারণা গতকাল বায়রনের ঘরে লাগানো এসি ফেটে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বায়রনের ঘরে যখন আগুন লাগে সেই সময় অসুস্থতার কারণে ও ঘরেই শুয়ে ছিল। আমাদের ধারণা আগুন লাগার পর বায়রন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। সেই সময় তাঁর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটে।’’ তিনি জানান, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় বায়রনের দু’পায়ে হাঁটুর নীচে ক্ষত তৈরি হয়েছে এবং বাম হাতে কনুইয়ের নীচের অংশ অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় কিছুটা ক্ষত তৈরি হয়েছে। ‘সুগার ফল’ করে যাওয়ার কারণে গতকাল বায়রন নিজের ঘরে শুয়ে ছিল। সেই সময় হঠাৎ করেই এসি মেশিন ফেটে গিয়ে ওঁর ঘরে আগুন লেগে যায়। মিল্টন বিশ্বাস আরও জানান, আগুন লাগার ঘটনায় পরিবারের আরকোনও সদস্য আহত হননি। শুধুমাত্র বায়রনের ঘরটির ক্ষতি হয়েছে। বাড়িতে অন্য কোনও ঘরের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রসঙ্গত

শনিবার দুপুর নাগাদ হঠাৎই দাউদাউ করে বায়রন বিশ্বাসের ঘর থেকে আগুন এবং ধোঁয়া বার হতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। এরপর তাঁকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পারিবারিক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবারও ওই হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন বায়রন। প্রাথমিকভাবে বায়রনের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, তাঁর আঘাতের ক্ষতের পরিমাণ যথেষ্টই গুরুতর এবং তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হবে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিধায়কের চিকিৎসার জন্য সমস্ত পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখা হলেও পরবর্তীকালে বায়রনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়নি। বিধায়কের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত খবর নেওয়ার জন্য শনিবার রাতে সামশেরগঞ্জে গিয়েছিলেন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমি শুনেছি বিধায়কের আঘাত খুব বেশি গুরুতর নয়। তাঁর ‘সুপার ফেসিয়াল ইনজুরি’ রয়েছে, চিকিৎসা চলছে। আগুন লাগার কারণ দমকল খতিয়ে দেখছে, আমাদের তরফ থেকে পৃথক একটি তদন্ত করা হচ্ছে।’’ প্রসঙ্গত, সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত সাহার মৃত্যুতে খালি হওয়া ওই আসনে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বায়রন কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে বায়রন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছেন। তবে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর বায়রন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে বর্তমানে ঋতব্রত ব্যানার্জির শিবিরে নাম লিখিয়েছেন।

ছেলেকে বাঁচাকে গিয়ে প্রীতির হারিয়ে যাওয়ায় উঠছে বহু প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিঝি, ঝাড়গ্রাম, ৪ অক্টোবরঃ সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে ঘাগরা জলপ্রপাতে মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে মহিলা পর্যটকের। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন বারুইপুরের বাসিন্দা প্রীতি দত্ত। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তুলছেন পরিবারের সদস্যরা। তবে, এখনও তাঁদের আশা, প্রীতি ফিরে আসবেন। শনিবারের এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বারুইপুরের বেনিয়াডাঙা গ্রামে। বারুইপুর থানার হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনিয়াডাঙা গ্রামের বর্ধমান পাড়ার বাসিন্দা রাজদীপ দত্ত পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী। স্ত্রী প্রীতি দত্ত এবং সাত বছরের ছেলে প্রিয়ঙ্কন দত্তকে নিয়ে বেলপাহাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দেড় বছর আগে রাজদীপের বাবা মারা যাওয়ার পর এই পরিবারের কোথাও যাওয়া হয়নি। তাই পুজোর ঠিক আগেই সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেই আনন্দ যে এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তা তাঁরা আশাও করেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, জলপ্রপাতের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল ছেলে প্রিয়ঙ্কন। আচমকাই পা পিছলে জলে পড়ে যায় সে। ছেলেকে বাঁচাতে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দেন মা প্রীতি। রাজদীপ কোনওরকমে ছেলেকে উদ্ধার করতে পারলেও, স্ত্রী প্রীতিকে উদ্ধার করতে পারেননি। মুহূর্তের

মধ্যে জলের তীব্র স্রোতে তলিয়ে যান তিনি। এখনও পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মেলেনি। রাজদীপের এক আত্মীয় বলেন, ‘‘অনেকদিন পর বেড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ যাওয়া বলবেন না প্লিজ। প্রার্থনা করুন, যেন ফিরে আসে।’’ জানা গিয়েছে, বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ প্রতিদিন ঘাগরা জলপ্রপাত এলাকায় ব্যারিকেড দেয়। নজরদারির জন্য দুজন সিভিক ভলান্টিয়ার ও বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ মজুত থাকে। সূর্যের আলো পড়ে গেলে জলপ্রপাতের কাছাকাছি আর কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। কয়েকদিন সেই নিয়ম মানা হচ্ছিল না বলে অভিযোগ। নিরাপত্তার বলয় ভেদ করে পর্যটকেরা বিপজ্জনক স্থানে চলে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অন্যান্য দিনের মতো জায়গাটিতে পর্যাপ্ত ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়নি। যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন, তাঁরা কেউ কাছাকাছি ছিলেন না। আরও অভিযোগ, যাঁরা ডিউটিতে যান, তাঁরা নজর রাখার পরিবর্তে মোবাইলে ব্যস্ত থাকেন। জলপ্রপাতের থেকে অনেকটা দূরে বসে থাকেন। শনিবারও জলপ্রপাতের ধারেকাছে কেউ ছিলেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। ঠিক একই জায়গায় ২০২১ সালের ১৮ আগস্ট বারুইপুরের এক ১১ বছরের বালকের মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল। স্মৃতি এখনও টাটকা। বছর দুয়েক আগে এখানেই মৃত্যু হয়েছিল এক পুলিশ কর্মীরও। বেলপাহাড়ির পর্যটকেরা বলছেন নিরাপত্তার গাফিলতি রয়েছে ঠিকই, তবে ঝুঁকি নিয়ে নামা উচিত হয়নি।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই ‘পরিকল্পিত খুন’ বোলপুরের বিজেপি নেতাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৪ অক্টোবরঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদেই পরিকল্পনা করে বোলপুরের বিজেপি নেতা চন্দন ডল্লাকে খুন করা হয় বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সে কথাই জানান বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার বিদিত রাজ ভূন্দেশ। বোলপুরের ত্রিশূলাপট্টির মিলপাড়া এলাকায় বিজেপির বুথ সভাপতিকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুনের ঘটনায় এ দিন আরও এক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আমিরুল শেখ। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কুমারগঞ্জ থানা এলাকায়। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র এবং মোটর বাইকের খোঁজও মিলেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাক্রম আগেই বোলপুর থানার পুলিশ জমির কারবারি হিসাবে পরিচিত দীপঙ্কর রায় ওরফে টেনু ও মোবাইল ব্যবসায়ী শেখ আনারুলকে গ্রেপ্তার করেছিল। এ বার ভিন জেলা থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হলো। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত বাইক ও বন্দুকের হদিশ মিলেছে। এ দিন আরও এক বার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেশ এবং পুলিশ সুপার। এ দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার বলেন, ‘‘আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে মোটামুটি সবই পেয়েছে পুলিশ। আরও অনেকে ঘটনায় জড়িত আছে বলে সূত্র মিলেছে। তবে হঠাৎ করে ঘটেনি। এটা যে পরিকল্পিত খুন, সেটা স্পষ্ট। আর্মসের খোঁজ মিলেছে। জমি সংক্রান্ত বিবাদেই এই ঘটনা, এটাই প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে।’’

দুর্গাপুজোর আগে শিলিগুড়ির বেহাল রাস্তা সংস্কার হবে? প্রশ্ন শহরবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবরঃ বেহাল রাস্তা নিয়ে শিলিগুড়ি শহরে ক্ষোভের শেষ নেই। এ দিকে দুর্গাপুজো আসন্ন। এর মধ্যে রাস্তাগুলি সংস্কার হবে কি না, এই প্রশ্ন এখন শহরবাসীর মুখেমুখে। এখনও পর্যন্ত বেহাল রাস্তাগুলি মেরামতের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তবে হাতে সময় কম থাকলেও পুজোর আগেই রাস্তা সংস্কার করা হবে আশ্বাস দিয়েছেন অনেক জায়গায় রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। দেশবন্ধুপাড়া, বাবুপাড়া, এনজিপি, সূর্য সেন কলোনির রাস্তাগুলি ভেঙে গিয়েছে। ফ্লাইওভারের মাঝেও অনেক দিন ধরে গর্ত হয়ে রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের পরে গৌতম দেব পদত্যাগ করতেই পুরসভার বোর্ড ভেঙে যায়। তার পর থেকেই পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় শহরে। সিপিএমের

শিলিগুড়ির পুর প্রশাসক আর বিমলা। তিনি বলেন, ‘‘মহালায়ার আগেই রাস্তাগুলো সংস্কারের টার্গেট আছে আমাদের। অবশ্যই পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার করে দিতে হবে। বিদ্যুতায়নের কাজের জন্য বেশ কয়েকটি রাস্তা ভাঙা হয়েছে। তবে আমরা বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই সমস্যাগুলি মেটাতে চাইছি।’’ পুরসভা সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে বিদ্যু, পূর্ত, দমকল, দূষণ নিয়ন্ত্রণ-সহ বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের সঙ্গে খুব শিগগিরই একাধিক সমন্বয় বৈঠক করা হবে। জানা গিয়েছে, শহরে মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতায়নের কাজ চলছে প্রায় দু’বছর ধরে। বিধান রোড, হাকিমপাড়া, সুভাষপল্লি-সহ দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং বলেন, ‘‘এর আগে পুর কমিশনার শহরের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই দেখা যেত, শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে। কিন্তু সেই সমস্ত অভিযানের কোনও ফলাফল জনগণের সামনে আসেনি। গর্জন হয়েছে, বর্ষণ হয়নি।’’ মমতাপন্থী তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের বক্তব্য, ‘‘পরিষেবা দেওয়ার কথাই তো আধিকারিকরা ভুলে গিয়েছিলেন।’’ পুর প্রশাসক আশ্বাস দিলেও বিরোধী দল এবং শহরবাসীর একাংশ পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে সন্দিহান।

মেসেজে ‘পেমেন্ট সাকসেসফুল’, অথচ পুরো টাকাই গায়েব!

পুজোর মুখে গয়নার দোকানে নতুন ফাঁদ, গ্রেফতার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নরেন্দ্রপুর, ৪ অক্টোবরঃ মোবাইলের স্ক্রিনে লেখা মেসেজ ‘পেমেন্ট সাকসেসফুল’। দেখে মনে হবে, টাকা পৌঁছে গিয়েছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সেই মেসেজে ভরসা করেই ক্রেতার হাতে সোনার গয়না তুলে দিয়েছিলেন দোকানদার। কিন্তু পরে অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করতেই চক্ষু চড়কগাছ! জমা পড়েনি এক টাকাও। শুধু একটা নয়, পর পর একাধিক দোকানে ঠিক একইভাবে সোনার দোকানে প্রতারণার অভিযোগে এবার এক মহিলাকে গ্রেফতার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মধুরিমা দাস। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি লেক থানা এলাকার বাসিন্দা। তদন্তকারীদের প্রাথমিক দাবি, প্রথমে বিভিন্ন সোনার দোকান সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন অভিযুক্ত মহিলা। কার্যত ‘রেইকি’ করার পর ক্রেতা সেজে ঢুকতেন দোকানে। পছন্দ করতেন সোনার গয়না। কিন্তু দাম মেটানোর সময়ই শুরু হত আসল কারসাজি। অভিযোগ, টাকা মেটানো নিয়ে নানা অজুহাত দেওয়ার পর মোবাইলে একটি মেসেজ দেখাতেন ওই মহিলা। সেটি দেখতে অনেকটা ব্যাঙ্কের সফল লেনদেনের মেসেজের মতো। সেই মেসেজ দেখে দোকানদাররা মনে করতেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গিয়েছে। এরপর গয়না নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতেন ওই মহিলা। কিন্তু পরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করে দেখা যেত, কোনও টাকাই জমা পড়েনি। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার কালীবাজারের একটি সোনার দোকানেও একই কায়দায় প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। দোকানের কর্ণধার তারক কর্মকারের দাবি, ওই মহিলার দেখানো মেসেজ দেখে তিনি প্রাথমিকভাবে ব্যাঙ্কের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। প্রাথমিক যাচাইয়ে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি ব্যাঙ্কের তরফে। কিন্তু পরে লেনদেনের বিস্তারিত পরীক্ষা করে জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে

কোনও টাকাই ঢোকেনি। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ জানান ওই দোকানের মালিক। পুলিশের হাতে তুলে দেন দোকানের সিসিটিভি ফুটেজও। তাঁর দাবি, ঘটনার পর অভিযুক্ত মহিলার সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। প্রতিবারই ওই মহিলা দাবি করেন, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। কিছু সময়ের মধ্যেই সেই টাকা দোকানদারের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। কিন্তু টাকা আসেনি বলেই অভিযোগ। দোকানের মালিক বলেন, ‘‘২৯ আগস্ট ঘটনাটি ঘটে। এসে বলেছিল গিফ্ট দেওয়ার জন্য কানের দুল দেখাতে। বাজেট বলেছিল ২২ থেকে ২৫ হাজারের মধ্যে। তার মধ্যে একটা পছন্দ করে প্যাক করে দিতে বলে। বিল হয় ২২ হাজার ২৯৭ টাকা। প্যাক করার বলে কাকু এটা অনলাইনে দেব। আমার অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স নেই। বাবার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা দেব। তার জন্য অ্যাকাউন্ট নম্বর বা চেক বইয়ের নম্বর দিতে বলেছিল। অ্যাকাউন্ট নম্বর দিলাম। ট্রান্সফার করল টাকা। ওর অ্যাকাউন্টে সাকসেসফুল দেখাল। আবার একটা মেসেজ দেখাল যে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নিয়েছে। তখন আমি জানাই যে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। তখন আমাকে বলা হয় অনলাইনে অনেকসময় টাকা ঢুকতে দেরি হয়। পরে টাকা না ঢোকার পর ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ম্যানেজার জানান, ম্যাসেজের তথ্য ঠিক আছে। তাই ৭২ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু, সেই সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর থানায় যাই। কালই একজায়গায় একইভাবে গয়না চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে অভিযুক্ত।’’ অভিযোগ, এরই মধ্যে চৌহাটি এলাকার আরও একটি সোনার দোকানে গয়না কিনতে যান ওই মহিলা। সেখানে তাঁর আচরণে সন্দেহ হয় দোকানদারের। তিনি পুলিশকে খবর দেওয়ার পাশাপাশি কথাবার্তার মাধ্যমে ওই মহিলাকে দোকানেই আটকে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে আটক করে। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা রুজু হয়েছে। সোনার গয়নাও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক দাবি, বাদুড়িয়া, খড়দহ, রাজারহাট-সহ আরও কয়েকটি এলাকার সোনার দোকানেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মূলত শহরতলির সোনার দোকানগুলিকে টার্গেট করা হত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত মহিলা একাই যুক্ত, নাকি এর পিছনে আরও কেউ রয়েছেন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পর সোনার ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সোনারপুর উত্তর স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রতন মালাকার। শুধু ক্রেতার মোবাইলে ‘পেমেন্ট সাকসেসফুল’ মেসেজ দেখেই গয়না তুলে না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা সত্যিই জমা পড়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই গয়না বা অন্য মূল্যবান সামগ্রী ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

FURFURA GRAM PANCHAYAT
Vill. Furfura, P.O. Furfura, Dist. Hooghly, Pin-712706

Notice Inviting Tender No. 1230/FGP, Tender ID: (i) 2026_ZPHD_5077274_1, (ii) 2026_ZPHD_5077281_1, (iii) 2026_ZPHD_5077283_1, Date: 03.10.2026

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful contractors for different works. Last date of sale of tender form 10/10/2026 11 AM. Last date of dropping of sealed tender form **10/10/2026 11 AM.** Date of Opening of Tender **12/10/2026 at 11.30 am.** For more details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- **Executive Assistant**
Furfura Gram Panchayat

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮ ৩২১১-১৩ ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
আই.টি. বিভাগ

এনআইটি নং.- 15-EE/IT/2026-2027 তারিখ- ০১.১০.২০২৬

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরনিগমের নির্বাহী প্রকৌশলী, হাওড়া পৌরনিগমের বিদ্যমান প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পুরোবীক্ষণ-এর ক্লাউড সার্ভারে সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও হোস্টিং-এর জন্য অনলাইন দরপত্র আহ্বান করছেন। অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ৩১.১০.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এবং দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য www.wbtenders.gov.in ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন।

৮৫(৩)/২৬-২৭
৩.১০.২৬

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

PWD (GOVT. OF WB) TENDER
NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the work of: 1. "Temporary Electrification work for the program of Seva Jyoti Kalash Yatra at Taxi Stand, Purulia on 7th October, 2026 in the District of Purulia."

NIQ No. 37 of 2026-2027

The quotations will be received upto **10:00am on 06-10-2026** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from- **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/- **M. Biswas, Executive Engineer,**
Purulia Electrical Division, P.W.D.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Br-1/Zone-1, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work :-
NIT No. : KMC/LTG/Z1/INS/COM/2/26-27
Name of work **: Operation and maintenance of Elec. Installation at different Community Halls under Borough-I.** Estimated Amount **: Rs.2,98,220.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 216 Days.** Last date and time of Bid submission **: 12.10.2026 at 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on **05.10.2026 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/LTG/RS/23/26-27/56
Name of work **: Illumination of High Mast Lighting with repairing in Ward No.137, 141 and others under Br-XV.** Estimated Amount **: Rs.2,39,652.80.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
2. NIT No. : KMC/LTG/CM/14/26-27/57
Name of work **: Renovation and repairing of High Mast lighting system in Ward No.133, 134 and 135 under Br-XV.** Estimated Amount **: Rs.2,40,110.33.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 07.10.2026 - 3 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **05.10.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.1 & 2).**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/(S_D)/DPS/26-27/11
Name of work **: Repairing of Boundary Wall with other Ancillary Civil Works of Staff Quarter Compound at SWF Palmer Bazar Pumping Station under S&D Dept.** Estimated Cost **: Rs.3,95,772.34.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Bid Submission start date (online) **: 05.10.2026 at 2 p.m.** Last date and time of submission of Bid (online) **: 12.10.2026 at 2 p.m.** Date of opening of Technical Bid **: 04.10.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.10.2026 at 2 p.m.** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Zone-V, Br-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/SNI
Name of work **: Supply and delivery of LED street light fittings for SN Roy Road & SN Chatterjee Road in Ward No.119.** Estimated Amount **: Rs.2,25,135.85.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 7 Days.**
2. NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/JLS/SI
Name of work **: Improvement of street lighting system by Installation of New LED light fittings at James Long Sarani under Ward No.119.** Estimated Amount **: Rs.2,00,338.05.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 10 Days.**
3. NIT No. : KMC/LTGV/116/26-27/DB1
Name of work **: Improvement of street lighting Installation by Installing a few Nos. of Energy Efficient LED light fittings at Sarada Pally Bustee, Kolabagan Bustee and Bustee surrounding areas in Ward No.116.** Estimated Amount **: Rs.2,96,940.84.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
4. NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/DS2
Name of work **: Supply and delivery of Energy Efficient LED light fittings at Arya Pally Senhati Area in Ward No.116.** Estimated Amount **: Rs.2,34,111.12.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 40 Days.**
5. NIT No. : KMC/LTGV/116/26-27/D2
Name of work **: Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Roy Bahadur Road, Chanditala Branch Road and its bye lane in Ward No.116, Br-XIII KMC.** Estimated Amount **: Rs.2,33,582.13.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
6. NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/DB1
Name of work **: Improvement of street lighting installation by installing a few nos. of Energy Efficient LED light fittings at Sahab Mahal Bustee, Indera Pally Bustee and bustee surrounding areas in Ward No.117.** Estimated Amount **: Rs.2,98,745.77.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
7. NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/DS2
Name of work **: Supply and delivery of Energy Efficient LED light fittings at Kailash Pandit Lane, Canel Road in ward No.117.** Estimated Amount **: Rs.2,36,777.81.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 40 Days.**
8. NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/D2
Name of work **: Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Jyotish Roy Road and its bye lane in Ward No.117, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount **: Rs.2,44,174.28.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last Date & Time for submission of Bid **: 14.10.2026 - 4 p.m. (for Sl.No.1 to 8).** The bid forms and other details are available on & from **03.10.2026 - 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 8)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 8)**

567 / 26-27

আতঙ্কে কেঁপে উঠত পৃথিবী

‘লাল মৃত্যুদূত’-এর বিরুদ্ধে মানুষের জয়! যে গ্রামের মানুষ পথ দেখিয়েছিল গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কারে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ একসময় গুটিবসন্তের নাম শুনলেই আতঙ্কে কেঁপে উঠত পৃথিবী। হাজার হাজার বছর ধরে এই সংক্রামক রোগ কেড়ে নিয়েছে অগণিত প্রাণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির বহু আগে থেকেই মানুষের জীবনে ‘লাল মৃত্যুদূত’-এর মতো হানা দিত স্মলপক্স। আক্রান্তদের প্রায় ৩০ শতাংশের মৃত্যু হত বলে ঐতিহাসিকভাবে ধরা হয়। আর যারা বেঁচে যেতেন, তাঁদের অনেকের শরীরে থেকে যেত গভীর ক্ষতচিহ্ন। কেউ কেউ হারাতেন দৃষ্টিশক্তিও। আজ সেই রোগ পৃথিবী থেকে নির্মূল। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুটিবসন্তকে সম্পূর্ণ নির্মূল ঘোষণা করে। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এক ব্রিটিশ চিকিৎসকের যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ এবং ইংল্যান্ডের গ্লস্টারশায়ারের একটি গ্রামের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। গুটিবসন্তের উৎপত্তি ঠিক কোথায়, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত তথ্য নেই। তবে গবেষকদের ধারণা, কৃষিনির্ভর সমাজ ও পশুপালনের বিস্তারের সঙ্গে মানুষের মধ্যে নানা সংক্রামক রোগের বিস্তার বাড়তে শুরু করেছিল। কেউ কেউ মনে করেন, পশুর ভাইরাস থেকে মানুষের মধ্যে রোগটির বিস্তার ঘটেছিল। আবার অন্য একটি মত অনুযায়ী, ভাইরাসটির প্রাথমিক উৎস হতে পারে ইঁদুরজাতীয় প্রাণী। নিশ্চিত না হলেও এটুকু স্পষ্ট-গুটিবসন্ত বহু প্রাচীন রোগ। ভারতেও প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে এই রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুশ্রুত সংহিতা-তে গুটিবসন্তের মতো রোগের বর্ণনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন

ছবিঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

ইতিহাসবিদেরা। পরবর্তী কয়েক হাজার বছরে এই রোগ হয়ে ওঠে মানবসভ্যতার অন্যতম ভয়ংকর শত্রু। গুটিবসন্তের জন্য দায়ী ছিল ভ্যারিওলা ভাইরাস। এটি অর্থোপক্সভাইরাস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক ছিল। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির ড্রপলেট, লালা, গুটির তরল, এমনকি আক্রান্তের পোশাক বা বিছানার চাদরের মাধ্যমেও সংক্রমণ ছড়াতে পারত। প্রথমে জ্বর, মাথাব্যথা, শরীরের দুর্বলতা, বমি এবং তীব্র ব্যথা। এরপর শরীরে দেখা দিত ছোট ছোট গুটি। সময়ের সঙ্গে সেগুলি বড় হয়ে যেত এবং অসহনীয় যন্ত্রণা তৈরি করত। বহু রোগী শেষ পর্যন্ত মারা যেতেন। ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে এই রোগ ভয়াবহ মহামারির রূপ নিয়েছে। আমেরিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের পর স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুটিবসন্ত ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। যেসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগের বিরুদ্ধে পূর্ব-অনাক্রম্যতা ছিল না, তাদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল অত্যন্ত বেশি। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই মানুষ লক্ষ্য করেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-একবার গুটিবসন্ত হলে সাধারণত দ্বিতীয়বার সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেই পর্যবেক্ষণ থেকেই শুরু হয়েছিল ‘ বা ভ্যারিওলেশন পদ্ধতি। আক্রান্ত ব্যক্তির গুটি থেকে সংগৃহীত উপাদান সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হত। এতে অনেক সময় তুলনামূলকভাবে হালকা সংক্রমণ তৈরি হয়ে পরবর্তীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠত। কিন্তু বিপদ ছিল এখানেই। এই পদ্ধতিতে গুরুতর অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারত। এরপর এল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ১৭৯০-এর দশকে ইংল্যান্ডের চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার লক্ষ্য করলেন, গ্লস্টারশায়ারের দুধ দোহনকারী শ্রমিকদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রবণতা রয়েছে। তাঁদের অনেকের কাউপক্স হলেও গুটিবসন্তে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম। কাউপক্সও অর্থোপক্সভাইরাসের একটি সংক্রমণ, তবে মানুষের গুটিবসন্তের তুলনায় সাধারণত অনেক কম ভয়ংকর। জেনারের মনে প্রশ্ন জাগল-কাউপক্সে আক্রান্ত হওয়ার পর তৈরি হওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা কি গুটিবসন্ত থেকেও মানুষকে রক্ষা করতে পারে? ১৭৯৬ সালে তিনি সেই ধারণা পরীক্ষা করেন। সারা নেলমস নামে এক গোয়ালিনীর কাউপক্সের ক্ষত থেকে সংগৃহীত উপাদান ব্যবহার করে আট বছরের জেমস ফিপসের শরীরে তা প্রয়োগ করেন। পরবর্তী পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ছেলেটি গুটিবসন্তের সংক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত ছিল। এই পরীক্ষাই আধুনিক ভ্যাকসিনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায় হয়ে ওঠে। ‘ভাকসিন শব্দটিও এসেছে লাতিন vacca অর্থা গরু শব্দ থেকে। তবে জেনারের আবিষ্কার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে বিশ্বাস করানো যায়নি। বরং শুরু হয়েছিল প্রবল বিরোধিতা। তৎকালীন সমাজে গুজব ছড়িয়েছিল, গরুর উপাদান দিয়ে তৈরি টিকা নিলে মানুষের শরীরে গরুর মতো বৈশিষ্ট্য তৈরি হতে পারে-এমনকি শিং বা লেজও গজাতে পারে! ফলে টিকার বিরুদ্ধে আন্দোলনও হয়েছিল। মানুষকে বোঝানো এবং ব্যাপক টিকাকরণ নিশ্চিত করতে সময় লেগেছিল বহু বছর। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের লড়াইয়ে জয় হয় টিকারই। প্রায় দুই শতাব্দীর দীর্ঘ অভিযানের পর ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করে-গুটিবসন্ত পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়েছে। আজ গুটিবসন্তের কোনও প্রাকৃতিক সংক্রমণ নেই। অথচ একসময় যে রোগ সভ্যতার অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করেছিল, তাকে পরাজিত করার গল্প শুরু হয়েছিল একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে-গ্লস্টারশায়ারের একদল মানুষের কাউপক্স হলেও গুটিবসন্ত না হওয়ার রহস্য থেকে। আর সেই রহস্যের উত্তর খুঁজতে গিয়েই এডওয়ার্ড জেনার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে লিখেছিলেন এক নতুন অধ্যায়।

দুই দশকের দূরত্ব ভুলে এক মিছিলে রাজ-উদ্ধব, নিশানায় জ্ঞানেশ কুমার, ‘কাকা ভোট লুট করবেন না’

রাজ-উদ্ধবের এক মঞ্চে প্রতিবাদ

মুম্বই, ৪ অক্টোবরঃ দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের রাজনৈতিক দূরত্ব কি এবার সত্যিই মুছে যাচ্ছে? মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে রবিবারের ছবি অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিল। দীর্ঘদিনের ‘ ভুলে ফের কাছাকাছি আসা রাজ ঠাকরে ও উদ্ধব ঠাকরে এবার একসঙ্গে পথে নামলেন। তবে কোনও দলীয় কর্মসূচিতে নয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে পাশাপাশি হাঁটলেন দুই ভাই। মুম্বইয়ে আয়োজিত ‘ গর্জন মোর্চা’য় রাজ ও উদ্ধবের উপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। তাঁদের সঙ্গে মিছিলে পা মেলান কংগ্রেস এবং শরদ পওয়ারের এনসিপি-সহ একাধিক বিরোধী দলের নেতারাও। তবে মিছিলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল-কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা সেখানে দেখা যায়নি। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়েই প্রতিবাদে সামিল হন অংশগ্রহণকারীরা। মিছিল থেকে রাজ ঠাকরে সরাসরি নিশানা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে। তাঁর বক্তব্য, মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য চালু হওয়া এসআইআর বা ‘ ইনটেনসিভ রিভিশন’ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। রাজের

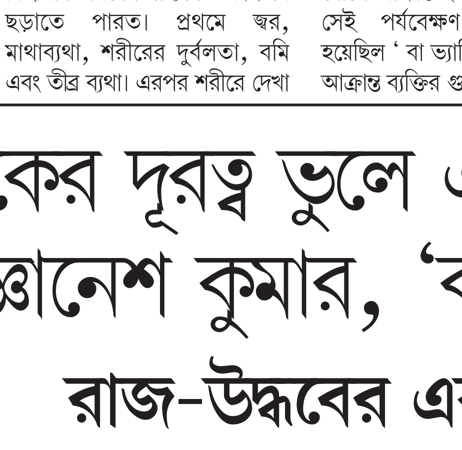

অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বিপুল সংখ্যক নতুন ভোটারের নাম তালিকায় যুক্ত করা হয়েছিল এবং এবার এসআইআরের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাজ ঠাকরের অভিযোগ, ভোটের আগে অন্তত ৬০ লক্ষ নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয়েছিল এবং তাঁদের ভোটে ক্ষমতা দখল হয়েছিল। এবার এসআইআর করে ২ কোটি নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, জ্ঞানেশ কাকা, ভোট লুট করবেন না। অন্যদিকে, উদ্ধব ঠাকরেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে জার্মানির একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের তুলনা। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি এবং জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। রাজ-উদ্ধবের এই যৌথ কর্মসূচি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই দুই ঠাকরে ভাইয়ের রাজনৈতিক পথ আলাদা ছিল। একসময় একই রাজনৈতিক পরিবারের অংশ হলেও মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে তাঁদের সম্পর্ক কার্যত বৈরিতায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই বরফ গলতে শুরু করেছে। আর এবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একই মঞ্চে তাঁদের উপস্থিতি সেই রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও স্পষ্ট করে দিল। এদিকে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ চলছে। ২ অক্টোবর দিল্লি ও মুম্বইয়ে একাধিক ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। দিল্লিতে বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতীশী, সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য বৃংদা কারাট, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং এবং একাধিক বিরোধী নেতাও। এই আঃদালন আরও জোরদার করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে ফের বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে। আঃদোলনকারীদের তরফে দাবি করা হয়েছে, জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিবাদ চলবে। সব মিলিয়ে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেঃদ্র করে বিরোধীদের আক্রমণ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। আর সেই প্রতিবাদের মঞ্চে রাজ ও উদ্ধব ঠাকরের একসঙ্গে উপস্থিতি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক বিরোধের পর দুই ভাইয়ের এই ‘ হাঁটা’ আগামী দিনের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর।

জম্মুর সরকারি হাসপাতালে নার্সিং পড়ুয়াদের বিক্ষোভ! তদন্তে ৭ সদস্যের কমিটি

ডোডা, ৪ অক্টোবরঃ জম্মুর ডোডার একটি সরকারি হাসপাতালে নার্সিং ছাত্রীদের বোরখা পরা নিয়ে বিতর্ক ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। লেবার রুমে বোরখা পরে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল হলেন নার্স এবং নার্সিং ছাত্রীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে কর্মবিরতির পরিস্থিতিও তৈরি হয় বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। অভিযোগ, হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের লেবার রুমে বোরখা পরে প্রবেশ করায় এক নার্সিং ছাত্রীকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। অভিযোগের তির স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক ড. মধু চিবেরের দিকে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের নার্স এবং নার্সিং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। এক নার্সিং ছাত্রীর দাবি, একই কারণে আরও দুই ছাত্রীকে লেবার রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, পোশাক নিয়ে এমন নির্দেশ ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নও তুলছে। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন নার্সিং ছাত্রীরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে হাসপাতালের পরিষেবাতেও তার প্রভাব পড়ে বলে খবর। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে ঘটনাটির অন্য ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ড. ইরফান তাসাদুক জানিয়েছেন, নার্সিং

লিলয়া ওয়ার্কশপে সর্তকতা সচেতনতা অভিযান-২০২৬-এর অধীনে প্রশাসনে নৈতিকতা শীর্ষক বিশেষ সেমিনার আয়োজিত

কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের দূরদর্শী দিকনির্দেশনায়, চলমান সচেতনতা অভিযান-২০২৬-এর অংশ হিসেবে আজ লিলয়া ওয়ার্কশপের অফিসার্স ক্লাবের গ্লাস হাউসে প্রশাসনে নৈতিকতা বিষয়ে একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজিত হয়। এই কর্মসূচিতে ওয়ার্কশপের কর্মকর্তা, পরিদর্শক এবং কর্মচারীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। শ্রী যতীশ কুমার, সিডব্লিউএমলিলুয়া, প্রধান বক্তা শ্রী অশোক কুমার, সিএমএমইসিআর-কে স্বাগত জানান, যিনি পূর্বে রেলওয়ে বোর্ড ভিজিল্যান্স এবং সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বক্তব্যে শ্রী অশোক কুমার সরকারি কাজে নৈতিকতা, সুশাসন, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সততার মৌলিক গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এই অধিবেশনে ভগবদ গীতায় প্রতিফলিত মূল্যবোধ ও নীতি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা হয়-বিশেষ করে কর্তব্য, ধার্মিকতা, আত্মসংযম এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়, পাশাপাশি জনবিশ্বাস বজায় রাখতে নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আর শ্রীলেখার ইস্তফায় তিরুবনন্তপুরমে বিজেপির সংকট

তিরুবনন্তপুরম , ৪ অক্টোবরঃ কেরলে বড়সড় অস্বস্তিতে বিজেপি। দলের অন্দরের কোন্দল এবার প্রকাশ্যে চলে এল তিরুবনন্তপুরম পুরসভায়। মেয়র পদ না পাওয়াকে কেঃদ্র করে দীর্ঘদিনের ক্ষোভের জেরে কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কেরলের প্রথম মহিলা আইপিএস এবং রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি আর শ্রীলেখা। শাস্তমঙ্গলম ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। তাঁর ইস্তফা গৃহীত হলে তিরুবনন্তপুরম পুরসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে কেরলে বিজেপির দখলে থাকা একমাত্র পুরনিগমও ভবিষ্যতে হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, শ্রীলেখার পদত্যাগ বিজেপির কাছে শুধুমাত্র একটি কাউন্সিলর হারানোর ঘটনা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্ব ন্দ্ব এবং মেয়র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অসন্তোষ। বিশেষ করে শ্রীলেখাকে মেয়র করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে যে দাবি উঠেছে, তা ঘিরে দলের অন্দরেই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। অবসরের পর বিজেপিতে যোগ দেন আর শ্রীলেখা। ২০২৫ সালের পুর নির্বাচনের আগে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুরোধে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি হন। তবে তাঁর সামনে একটি শর্ত ছিল বলে রাজনৈতিক মহলে দাবি-জয়ী হলে তাঁকেই তিরুবনন্তপুরম পুরসভার মেয়র করা হবে। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই তিনি নির্বাচনে লড়াইয়ে নামেন বলে জানা যায়। পুর নির্বাচনে বিজেপি বোর্ড গঠনের মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত মেয়র পদে শ্রীলেখাকে দেখা যায়নি। তাঁর পরিবর্তে প্রবীণ বিজেপি নেতা ভি ভি রাজেশকে মেয়র করা হয়। অভিযোগ, আরএসএস এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকেই দলের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন শ্রীলেখা। সময়ের সঙ্গে সেই অসন্তোষ আরও বাড়ে। শুধু মেয়র পদ না পাওয়া নয়, পুরসভায় অফিস ঘর বরাদ্দ নিয়েও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। শাস্তমঙ্গলম কর্পোরেশন ভবনে অফিস সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েন তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্বই তাঁর কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফার সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রীলেখার ইস্তফায় বিজেপির সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন সংখ্যার অঙ্ক। ১০১ আসনের তিরুবনন্তপুরম পুরসভায় বিজেপির শক্তি প্রথম থেকেই খুব বেশি ছিল না। দুই নির্দল কাউন্সিলরের সমর্থন নিয়ে বিজেপি মোট ৫২ জন কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড গঠন করেছিল। অর্থাৎ, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার তুলনায় তাদের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত সামান্য। এর মধ্যেই দুই বিজেপি কাউন্সিলরকে বিতর্কিত কাপ্পা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে কার্যত সক্রিয় কাউন্সিলরের সংখ্যার অঙ্কে বিজেপির অবস্থান আগের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল।

পূর্ব রেল শিয়ালদহ বিভাগের নৈহাটি স্টেশনের কাছে একটি অবৈধ রেললাইন পারাপারের স্থান বন্ধ করে দিল

কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে, একটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে শিয়ালদহ বিভাগের অধীনস্থ ১৩০টি এলসি গেটের কাছে নৈহাটি-বারোদা ব্রিজ, কিমি ৩৮৩২এ-৩৮৩২এ১-এ অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু ব্যবহৃত অবৈধ রেললাইন পারাপারের স্থান ২৯৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সফলভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অননুমোদিতভাবে রেললাইন পারাপারের কারণে যাত্রী, রেলকর্মী এবং সাধারণ মানুষের দুর্ঘটনার উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ একটি স্পর্শকাতর স্থান হিসেবে এলাকাটি চিহ্নিত করা হয়েছিল। শিয়ালদহ বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনার নির্দেশনায়, স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের কারণে এর আগে বন্ধ করার একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া

সত্ত্বেও রেল কর্তৃপক্ষ সফলভাবে এলাকাটিকে সুরক্ষিত করেছে। অননুমোদিতভাবে রেললাইন পারাপার রোধ করতে এবং অনুপ্রবেশের এই স্থানটি স্থায়ীভাবে বন্ধ নিশ্চিত করতে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীদের উদ্যোগে এবং আরপিএফ কর্মকর্তাদের সক্রিয় সহায়তা ও সমন্বয়ে একটি উপযুক্ত ও স্থায়ী ব্যারিকেড ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং যাত্রী, রেলকর্মী ও সাধারণ মানুষের সামগ্রিক সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্র্যাকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার, এবং স্থায়ী ব্যারিকেড স্থাপনের মাধ্যমে আমরা নাগরিকদের নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থেই অননুমোদিতভাবে রেললাইন পারাপার থেকে বিরত থাকার জোর আহ্বান জানাচ্ছি, মন্তব্য করেছেন পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি। এই সাফল্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং টিম এবং আরপিএফ কর্মীদের নিবেদিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় পূর্ব প্রস্তুতি, ট্রেন-হাতির সংঘর্ষ থেকে ২৫৫টি হাতির জীবন রক্ষা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৪ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রযুক্তি-আধারিত ব্যবস্থা, উন্নত নজরদারি এবং বন বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে হাতি ও ট্রেনের সংঘর্ষ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা শক্তিশালী করেছে। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্মীদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন ডিভিশনে মোট ২৫৫টি হাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০৬টি, রঙিয়ায় ১৪টি, লামডিং-এ ১২২টি এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ১৫টি হাতি রয়েছে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সংবেদনশীল এলাকায় হাতি ও ট্রেনের সংঘর্ষ রোধ করার জন্য বেশ কিছু সক্রিয় ও প্রযুক্তি-আধারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাকোস্টিক সিস্টেম (ডিএএস) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক 'ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম' (আইডিএস) স্থাপন করা রয়েছে, যা রেললাইনের কাছাকাছি হাতির চলাচলের বিষয়ে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা প্রদান করে। অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে হাতি দেখার ওপর ভিত্তি করে রাতে ও অস্থায়ীভাবে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, টহল বৃদ্ধি, ট্রেন কর্মীদের সচেতন করা, সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা এবং বন বিভাগের সাথে রিয়েল-টাইম সমন্বয় রয়েছে। হাতিকে দূরে রাখতে মৌমাছির শব্দকে বিবর্ধিত করে ব্যবহার করার 'প্ল্যান বি' ব্যবস্থাটিও সংবেদনশীল স্থানগুলিতে স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষিত চলাচল সহজতর করতে এবং হাতিদের রেললাইন থেকে দূরে রাখতে চিহ্নিত স্থানগুলিতে আন্ডারপাস নির্মাণের পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন ক্রু, রেলকর্মী, প্যান্টি কারের কর্মী এবং যাত্রীদের নিয়মিতভাবে সচেতন করে চলছে, যাতে রেললাইনের কাছে কোনো খাবার ফেলা না হয়, কারণ এতে হাতি ও অন্যান্য প্রাণী আকৃষ্ট হতে পারে।

বন বিভাগের সাথে নিরন্তর সমন্বয় ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হাতির চলাচলের বিষয়টি শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণকে আরও সহজ করে তোলে।ট্রেনের সাথে হাতির সংঘর্ষের ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয় এবং নির্ধারিত সুরক্ষি বিধি অনুযায়ী সেগুলির তদন্ত করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুরক্ষিত ও সুগম ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার পাশাপাশি হাতিদের সুরক্ষায় প্রযুক্তি-ভিত্তিক নজরদারি, সম্মুখসারির সতর্কতা এবং বন্যপ্রাণী কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় মজবুত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

নোটিশ

আমার মক্কেল ১) সৌরভ ঝুনঝুনওয়ালা, পিতা- বাল কুমার ঝুনঝুনওয়ালা, ২) একতা ঝুনঝুনওয়ালা, স্বামী- সৌরভ ঝুনঝুনওয়ালা, উভয়ের সাং+পোষ্ট-কোলকাতা, ১) রিতা চ্যাটার্জি, স্বামী- দিলীপ চ্যাটার্জী, ২) দিলীপ চ্যাটার্জী, পিতা- সনাতন চ্যাটার্জী, ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারী- শ্রেয়া চ্যাটার্জী, স্বামী- দিলীপ চ্যাটার্জী, সাং+পোষ্ট- বাকসারা, ARA-IV কলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৫৫৫/২৫, ৩৫৫৬/২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা- বাইগাছি, জে.এল নং- ১২, হাল খতিয়ান ১০৬৮ ও ১৫১০ নং, হাল ৩১৫ নং দাগে ১৩.২০ শতক সম্পত্তি ARA-II কলকাতা অফিসে ৫৩৪২/২৬ ও ৫৩৪৩/২৬ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

NAME CHANGE

I, Abdul Faruk S/O–Md Asraf Ali resident of Vill -Narayanpur , Po-Amdaha, Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my son's name from (Old Name) Mohammad Sarfaraz Ahamed to (new name) Md Sarfaraz Ahamed and henceforth he shall be known as Md Sarfaraz Ahamed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/10/2026 . My son's name Md Sarfaraz Ahamed (new name) & (Old Name) Mohammad Sarfaraz Ahamed both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Khabir Shaikh & Mohammed Khabir Shaikh (Old Name) S/O–Md Jarman Shaikh residing at Vill & PO-Chandanpur , PS-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal 741162 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Khabir Shaikh & Mohammed Khabir Shaikh to Md Khabir Shaikh and henceforth I shall be known as Md Khabir Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/10/2026 . My name Md Khabir Shaikh & Mohammad Khabir Shaikh & Mohammed Khabir Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mst Jahirun Bibi (Old Name) W/O–Moktarul Sk resident of Vill -Sahebbazar, Po-Jangipur, Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Mst Jahirun Bibi to Jahirun Bibi and henceforth I shall be known as Jahirun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/10/2026. My name Jahirun Bibi & Mst Jahirun Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sk Nurul Ajim (Old Name) S/O–Sekh Jan Ali resident of Daspur, Khandagram, Birbhum, West Bengal, Pin-731124 do hereby declared that I have changed my name from Sk Nurul Ajim to Sekh Nurul Azim and henceforth I shall be known as Sekh Nurul Azim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/10/2026. My name Sekh Nurul Azim & Sk Nurul Ajim both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sujit Kumar Biswas (Old Name) S/O–Sudhir Biswas resident of Vill-Haulia, Po-Tehatta, Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Sujit Kumar Biswas to Sujit Biswas and henceforth I shall be known as Sujit Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/10/2026. My name Sujit Biswas & Sujit Kumar Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Moktarul (Old Name) S/O–Abu Samad Sk resident of Vill -Sahebbazar, Po-Jangipur, Ps- Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Moktarul to Moktarul Sk and henceforth I shall be known as Moktarul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/10/2026. My name Moktarul Sk & Moktarul both are same and one identical person

৪২তম সর্বভারতীয় আরপিএফ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অসামান্য পারফরম্যান্স

গোরখপুর, ৪ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) কর্মীরা তাদের নিয়মিত নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি খেলাধুলাতেও উচ্চ স্তরের পারফরম্যান্স প্রদর্শন করছেন। এই ধারায, সমস্ত জোনাল রেলওয়ের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) খেলোয়াড়রা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত ৪২তম সর্বভারতীয় আরপিএফ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রতিনিধিত্ব করে ইন্সপেক্টর শ্রী দশরথ প্রসাদ বিভিন্ন বয়স বিভাগ এবং দ্বৈত বিভাগে চমকার পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে মোট পাঁচটি পদক জিতেছেন। ইন্সপেক্টর শ্রী দশরথ প্রসাদ ৫০ পুরুষ একক বিভাগে ব্রোঞ্জ, সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীমতি মমতা যাদবের সাথে ৪৫ মিশ্র দ্বৈত বিভাগে রৌপ্য এবং উন্মুক্ত মিশ্র দ্বৈত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন। এছাড়াও, শ্রী দশরথ প্রসাদ এই প্রতিযোগিতায় অন্যান্য পদকসহ মোট পাঁচটি পদক জিতে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন।এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনাররেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, শ্রী সত্য প্রকাশ, ইন্সপেক্টর শ্রী দশরথ প্রসাদকে অভিনন্দ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

২৪ ঘণ্টা পরও ঘাগরা জলপ্রপাতে নিখোঁজ প্রীতি

৪ অক্টোবরঃ জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সাত বছরের ছেলের প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মা। কিন্তু ছেলেকে উদ্ধার করা গেলেও তীব্র স্রোতে ভেসে গেলেন তিনি। ঝাড়গ্রামের ঘাগরা জলপ্রপাতে নিখোঁজ প্রীতি দত্তের সন্ধানে ২৪ ঘণ্টা পেরিয়েও মেলেনি কোনও হদিশ। রবিবার সকাল থেকে ফের জোরকদমে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের দল। নিখোঁজ মহিলাকে ঘিরে গভীর উকণ্ঠায় পরিবার ও প্রতিবেশীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের হরিহরপুর পঞ্চায়েতের বেনিয়াডাঙা বর্ধনপাড়ার বাসিন্দা দত্ত পরিবার। শুক্রবার একটি ট্যুর সংস্থার সঙ্গে ঝাড়গ্রাম বেড়াতে গিয়েছিলেন প্রীতি, তাঁর স্বামী রাজদীপ এবং সাত বছরের ছেলে প্রিয়ঙ্কন। তাঁদের সঙ্গে মোট ৩৬ জনের একটি দল ছিল। রবিবারই তাঁদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ঘাগরা জলপ্রপাতের কাছে বসে ছিল প্রিয়ঙ্কন। জলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে থাকার সময় আচমকাই পা পিছলে জলে পড়ে যায় সে। ছেলেকে জলে পড়তে দেখে এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রীতি তাঁকে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্ত্রী ও সন্তানকে জলে পড়ে যেতে দেখে পিছনে ঝাঁপ দেন রাজদীপও। জানা গিয়েছে, তিনি সাঁতার জানেন না। তা সত্ত্বেও কোনওরকমে ছেলেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু প্রীতিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। জলের প্রবল স্রোতে তিনি তলিয়ে যান বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান উদ্ধারকারীদের। ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় তল্লাশি।

NAME CHANGE

I, Rupali Mandal(Old Name) W/o Ibrahim Mandal(Old Name) Residing at Vill-Chinili, P.O.-Dighari, P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Pgs, PIN-743290 West Bengal, India, have Changed my name from Rupali Mandal(Old Name) W/o Ibrahim Mandal(Old Name) to Rupali Mondal (New Name) W/o Ibrahim Mondal (New Name) and henceforth we will be known as Rupali Mondal (New Name) W/o Ibrahim Mondal (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 25/26 sworn before the Notary Public at Bongaon, North 24 Pgs on Dated 30/09/2026. Rupali Mandal(Old Name) W/o Ibrahim Mandal(Old Name) and Rupali Mondal (New Name) W/o Ibrahim Mondal (New Name) all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AMIR HOSSAIN, S/O Sahammad Hossain Sekh resident of Vill- Gobindapur, P.O.- Kalibele, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, PIN- 713146 (W.B.), declare that my name has been wrongly recorded as SK AMIR HOSSEN, father's name as SK SAHAMMAD HOSSEN, and mother's name as MOYNA BEGAM in my Birth Certificate (Reg. No. 26, Dt. 03/04/2006),Vide Affidavit No-813 dated 01/10/2026 before the 1st Class Judicial Magistrate , Purba Bardhaman, all names refer to one and the same person, and our correct names are AMIR HOSSAIN (self), SAHAMMAD HOSSAIN SEKH (father), and MAYNA BEGAM SEKH (mother).

NAME CHANGE

I,Zainab Riyaz (Old Name),D/O Utpal Sen Gupta, Residing at 11/4, Selimpur Road,Carmel High School,Kolkata,Pin-700031 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Zainab Riyaz (Old Name) to Shibani Sen Gupta (new name) and henceforth I'll be known as Shibani Sen Gupta (New Name) as declared before the1st Class Judicial Magistrate Alipore Kolkata, vide affidavit Dated 10/08/2026. Shibani Sen Gupta (New Name) and Zainab Riyaz (Old Name) both are same and one identical person

ক্যানিংয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সংঘর্ষে আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ৪ অক্টোবরঃ এলাকার দখলদারি এবং দলের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বিজেপির চার কর্মী। তাঁদের মধ্যে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অসিত মণ্ডলের মাথা ও হাতে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে অভিযোগ। তাঁকে ক্যানিং রেল মাঠ এলাকা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়েছে বলেও দাবি। একই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরেই চাপানউতোর চলছিল। রবিবার সেই উত্তেজনাই চরমে ওঠে। অভিযোগ, ক্যানিং রেল মাঠ এলাকা থেকে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অসিত মণ্ডলকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। পাশাপাশি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় আহত হয়েছেন বিজেপির আরও এক জেলা কমিটির সদস্য পবিত্র পাত্র। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পবিত্র পাত্রের অভিযোগ, বিজেপির নাম ব্যবহার করে কয়েকজন যুবক এলাকায় তোলাবাজি করছিলেন। তার প্রতিবাদ করায় তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। এরপর ক্যানিং হাসপাতাল মোড়ের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ তাঁর। টিভি, মনিটর, কম্পিউটার-সহ বেশ কিছু সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়েছে বলে দাবি। এ বিষয়ে বিজেপির স্থানীয় কার্যকর্তা অর্ণব রায়ের অভিযোগ, দলীয় কার্যালয় থেকে প্রায় দু'লক্ষ টাকার বেশি নগদ ও সামগ্রী লুট করা হয়েছে। যদিও লুটের এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও বিস্তারিত কোনও তথ্য জানানো হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে নজরদারি শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি। অন্যদিকে, বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে সরব হয়েছেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ রাম দাস। তাঁর দাবি, বিজেপির নেতাকর্মীদের মধ্যে তোলাবাজি নিয়ে বিবাদের জেরেই এলাকায় অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, ''ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। প্রতিনিয়ত মিথ্যা অপরাধে ফাঁসানো হচ্ছে আমাকে ও আমার দলের কর্মীদের। চারিদিকে তোলাবাজি করছে বিজেপির নেতা কর্মীরা। আর তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে গন্ডগোলে অশান্ত হয়েছে ক্যানিং।'' ঘটনার পরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে। মারধর, ভাঙচুর এবং টাকা লুটের অভিযোগের পাশাপাশি এই সংঘর্ষের নেপথ্যে ঠিক কী কারণ ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় আর কারা জড়িত এবং অভিযোগগুলির সত্যতা কতটা, তদন্তে তা স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

যদি একটা অর্ডার আসে! সব জেনেও রোজ সকালে রঙ-তুলি নিয়ে বসেন রেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ৪ অক্টোবরঃ একসময় দুর্গাপ্রতিমার মাথার উপরে থাকত হাতে আঁকা থাকত বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি।

প্রতিমার সাবেকি সাজ, পোশাক আর অলঙ্করণের পাশাপাশি তার পিছনে হাতে আঁকা ছবিই ছিল দুর্গা পুজার এক অনন্য ঐতিহ্য। 'পট আঁকা' বা 'চালা চিত্র' বলেই উল্লেখ করা হয় সেগুলিকে। এক সময় দুর্গাপুজোর মরশুমে ব্যাপক চাহিদা ছিল সেই শিল্পীদের। কিন্তু সময় বদলেছে। ম্লান হচ্ছে সেই শিল্প। ডিজিটাল যুগে কম্পিউটারে তৈরি করা নকশা তুলনামূলক কম খরচে তৈরি করা যায়। সময়ও লাগে অনেক কম। হাতে আঁকা চালা চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা। কমেছে চাহিদা, বন্ধ হয়েছে বহু শিল্পীর কাজ। বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে বাংলার এই প্রাচীন শিল্প। তবুও ঐতিহ্যের সেই শিল্পকে আঁকড়ে ধরে আজও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ঘূর্ণির প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই রেবা পাল। নদিয়ায় হাতে আঁকা পট বা চালা চিত্রের শেষ শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম তিনি। দুর্গাপুজোর সময় কোনও বরাত আসবে, এই আশায় প্রতিদিন নিয়ম করে রং-তুলি নিয়ে বসে পড়েন নিজের কাজে। প্রশ্ন করতে বলেন, ''কেউ নেবে না, কেউ নেবে না। এখন সবাই কম্পিউটারে করায়।'' বিক্রি নেই, চাহিদাও প্রায় নেই। তবুও থামেননি রেবা পাল। স্বামীর হাত ধরে যে শিল্পের শিক্ষা নিয়েছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই শিল্প ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প তাঁর। হয়তো আজ কম্পিউটারের যুগে হাতে আঁকা চালা চিত্রের বাজার নেই। কিন্তু রেবা পালের রং-তুলিতে এখনও বেঁচে আছে নদিয়ার এক হারিয়ে যেতে বসা শিল্পের ইতিহাস।

পায়ের তলায় মাটি নেই, তাই ককরোচের ভরসা। লকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ৪ অক্টোবরঃ 'ককরোচ' জনতা পার্টির আন্দোলন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য রাজনীতিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই বিরোধীরা একজোট হয়ে এই ধরনের আন্দোলনে নেমেছে বলে তিনি দাবি করেন। কৃষ্ণনগরে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে লকেট বলেন, ''যাদের পায়ের তলায় মাটি নেই, রাজনৈতিকভাবে যারা দিশেহারা, তারাই এখন 'ককরোচ'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে।'' বিরোধীদের এই একজোট হওয়াকে স্রেফ নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার তাগিদ বলেই বর্ণনা করেন তিনি।

একই সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন বিজেপি নেত্রী। তাঁর মতে, দেশের সুরক্ষার স্বার্থে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলার স্বার্থেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করে চলেছেন জ্ঞানেশ কুমার। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে লকেট বলেন, ''যারা এ দেশের বৈধ নাগরিক নন, অথচ ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন, তাঁদের বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন একদম সঠিক পদক্ষেপ করেছে।'' যোগ্য ও প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতেই এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ এবং 'ককরোচ' আন্দোলনকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতোর চরমে পৌঁছেছে। সেই আবহেই কৃষ্ণনগর থেকে বিরোধীদের কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি নেত্রী।

দুর্গাপুজোর আবহেই পুরুলিয়ায় রোটারি ক্লাবের অনন্য মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৪ অক্টোবরঃ আকাশে-বাতাসে পুজোর গন্ধ, সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর উৎসবের এই আনন্দ যেন সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, সেই লক্ষ্যেই এবারও বিশেষ মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করল রোটারি ক্লাব। পুরুলিয়ায় 'রোটারি ক্লাব অব পুরুলিয়া', 'ইনার হুইল ক্লাব অব পুরুলিয়া' এবং 'স্যাটেলাইট ক্লাব অব পুরুলিয়া'-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী 'নেকি কি দিওয়ার' কর্মসূচি। রবিবার আয়োজিত এই বিশেষ বস্ত্র ও খেলনা প্রদান অভিযানে এলাকার দুঃস্থ ও পিছিয়ে পড়া বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ ছিল- এখানে উপস্থিত প্রতিটি মানুষ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শাড়ি, জামাকাপড়, পোশাক এবং শিশুদের জন্য রকমারি খেলনা বেছে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সামাজিক

দায়বদ্ধতা থেকেই প্রতিবছর দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উৎসবের আনন্দে যেন প্রতিটি পরিবারের মুখে হাসি ফোটে এবং কেউ যাতে আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাই এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। উৎসবের মরশুমে প্রতি বছরের মতো এবারও রোটারি পরিবারের এই 'নেকি কি দিওয়ার' উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। বস্ত্র ও নতুন খেলনা পেয়ে দুঃস্থ মানুষজন ও শিশুদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠা খুশির ঝিলিকই এই আয়োজনের সার্থকতা প্রমাণ করে।

অন্নপূর্ণার টাকা ২-৩ মাস পাননি চিন্তা করবেন না, বিজেপি ২৫ বছর থাকবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া, ৪ অক্টোবরঃ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। 'সেবা সেতু' শিবিরও ভাঙচুর পর্যন্ত হয়েছে। ঠিক কেন অন্নপূর্ণা পাননি, তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন বিজেপি কিষান মোর্চার সভাপতি রাজীব ভৌমিক ও চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। চুঁচুড়ায় বিজেপি কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি রাজীব ভৌমিক বলেন, ''আগের সরকারের আমলে

নিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের একটা নেক্সাস ছিল। তারা তৃণমূল সমর্থক মহিলাদের নাম তুলে দিয়েছে। স্থানীয় ভাবে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর হওয়ার কারণে বিজেপি মহিলাদের প্রতি কিছু প্রতিহিংসা হয়নি এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। সেসব গুলোকে খতিয়ে দেখে আমরা পরবর্তীকালে সেগুলোকে রিকভার করার চেষ্টা করেছি। এখনো যেগুলো আছে আগামী দিনে সেগুলো ঠিক করা হবে। চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, ''অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ হওয়াটা স্বাভাবিক। পাশের বাড়ির বৌদি ৩০০০ টাকা পাচ্ছে, আর অন্যরা পাচ্ছে না, তারপর পুজোর মরশুমে ১২ হাজার টাকা একজন পেয়ে গেলেন, সেটা মেনে নেওয়া একটু কঠিন। আমার কাছে অনেকেই এসে বলেছে, আমি যখন পাচ্ছি না সবারটা বন্ধ করে দিন। হয়ত দু-তিন মাস পাননি একটু দুঃখ হয়েছে। আমরা বলছি দু-তিন মাস নিয়ে ভাববেন না। বিজেপি পঁচিশ বছর থাকবে। তাই ২৫ বছর ধরে কোনটা পাওয়া যাবে সেটা ভাবুন।'' তিনি আরও বলেন, ''বিজেপির মহিলারা পায়নি এটা সত্যি কথা। আমরা ক্ষমতায় এসেছি। সরকারে এসেছি। কিন্তু পঞ্চায়েত পুরসভা যারা চালাচ্ছে তারা তো আগের সরকার দ্বারা নিযুক্ত। আমাদের সরকার দ্বারা নিযুক্ত একজন ব্যক্তিও এখন কাজের মধ্যে নেই।''

পুজোর ঢাকের আওয়াজ নয়, তারানগরে এখন শুধু ঘর ভাঙার শব্দ আর কান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ বাতাসে এখন পুজোর গন্ধ। ভোরের শিশিরে শিউলি ঝরছে, মাঠে দুলছে সাদা কাশফুল। শহর থেকে গ্রাম-সর্বত্র নতুন জামাকাপ। কেনার ভিড়, প্যান্ডেল তৈরির তোড়জোড়। কিন্তু এই উৎসবের আবহ থেকে শতহাত দূরে মুর্শিদাবাদের লালগোলার তারানগর। সেখানে পুজোর আনন্দ নেই। আছে শুধু ঘর ভাঙার শব্দ, ইট সরানোর ব্যস্ততা আর চোখের জল। পদ্মার ভয়াল ভাঙনে একের পর এক ভিটেমাটি হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন এই গ্রামের মানুষ। দুর্গাপুজো তাঁদের কাছে এখন বিলাসিতা, বরং মাথার উপর একটি নিরাপদ ছাদই তাঁদের সবচেয়ে বড় চাওয়া। গত বছর সামশেরগঞ্জের পর এবছর নদীভাঙনের ভয়াবহতা গ্রাস করেছে লালগোলার তারানগরকে। মুর্শিদাবাদের বিলবোরা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িই ইতিমধ্যে পদ্মার গর্ভে চলে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। যে কয়েকটি বাড়ি এখনও কোনও রকমে টিকে রয়েছে, সেগুলির বাসিন্দারাও আর ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। নিজের হাতে ভেঙে ফেলছেন সাধের বাড়ি। খুলে নিচ্ছেন ইট, টিন, দরজা-জানালা। কারণ, এই ইটই এখন তাঁদের শেষ সম্বল। কেউ সেই ইট বিক্রি করে কিছু টাকা জোগাড় করছেন, কেউ আবার অন্যত্র নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছেন। তারানগরের বাসিন্দা শাহজাদ হোসেন কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ''আমার বাড়ি থেকে নদীর দূরত্ব এখন মাত্র ২৫ থেকে ৩০ ফুট। যে কোনও মুহূর্তে বাড়িটাও নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। এই অবস্থায় আমরা দিশেহারা।'' তাঁর অভিযোগ, নদীভাঙন নতুন কোনও ঘটনা নয়। প্রতিবছরই ভাঙনের মুখে পড়তে হয় নদীপাড়ের মানুষকে। কিন্তু এ বছর পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। শাহজাদের কথায়, ''বাধ্য হয়ে নিজের শখের বাড়ি নিজেই ভাঙছি। অন্তত ইটগুলো যদি কাজে লাগে।'' আর এক বাসিন্দা পিন্টু মাঝি জানান, ''তারানগরে এখন মাত্র ১০ থেকে ১২টি বাড়ি রয়েছে। ভাঙন বন্ধ না হলে এই বাড়িগুলিও শেষ হয়ে যাবে।গোটা গ্রামটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'' এ শুধু ঘরবাড়ি হারানোর ঘটনা

নয়। এর সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে বহু পরিবারের বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা স্বপ্ন। যে উঠোনে একদিন শিশুরা খেলত, যে রান্নাঘরে পরিবারের জন্য খাবার তৈরি হত, আজ সেই জায়গাগুলিই পদ্মার স্রোতের মুখে। বসতবাড়ির পাশাপাশি কৃষিজমি ও অন্যান্য সম্পত্তিও নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, একাধিক ধর্মীয় স্থানও ইতিমধ্যে ভাঙনের কবলে পড়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,ভোট আসে, ভোট যায়, কিন্তু নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। সর্বস্ব হারানো পরিবারগুলিকে শেষ সম্বলটুকু নিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে স্থানীয় স্কুল ও অন্যান্য ত্রাণশিবিরে। এরপরকোথায় যাবেন, কীভাবে নতুন করে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করবেন-তারকোনও নিশ্চয়তা নেই। স্থানীয়দের দাবি, গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে তারানগরে নতুন করে পদ্মার ভাঙন শুরু হয়। প্রথমে মাহবুব আলম নামে এক বাসিন্দর বাড়ি নদীগর্ভে চলে যায়। এরপর গত বুধবার থেকে ভাঙনের তীব্রতা আরও বাড়ে। একের পর এক বাড়ি পদ্মার স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে। ভাঙনের জেরে প্রায় তিন হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। তাঁদের অনেকে বর্তমানে তারানগর হাইস্কুল এবং শিসাতলা মাধ্যমিক স্কুলের ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। লালগোলা থেকে নির্বাচিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য মোতাহার হোসেন রিপন বলেন, ত''ারানগরের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা পদ্মার ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এরপর রাধাকৃষ্ণপুরেও ভাঙনের আশঙ্কা রয়েছে। প্রায় তিন হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। তাঁদের জন্য ত্রাণশিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'' নদীভাঙন রুখতে প্রশাসনের তরফে কাজও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেচ ও জলপথ দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর বক্তব্য, যে ৫০০ মিটার এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের পদক্ষেপ করা হয়েছিল, তার ডাউনস্ট্রিমের অংশেই এবছর নতুন করে পাড় ভাঙতে শুরু করেছে। প্রায় ৫০ মিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন করে মাটির বস্তা ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। ওই ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাখ্যা, পদ্মার ডাউনস্ট্রিমে 'ইউ' আকৃতির 'কনকেভ বেন্ড' তৈরি হয়েছে। এই অংশে জলের স্রোতের চাপ বেশি থাকায় দ্রুত পাড় ভাঙছে। ভাঙন প্রতিরোধে নতুন করে অর্থ বরাদ্দের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু অনুমোদনের অপেক্ষায় যখন ফাইল, তখন নদীর পাড়ে একের পর এক বাড়ি ভাঙছেন মানুষ। পুজোর মরশুমে যখন চারদিকে ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তখন তারানগরে শোনা যাচ্ছে ইট খোলার শব্দ আর কান্না। ইটের স্তূপের পাশে বসে থাকা কোনও ছোট্ট শিশু হয়ত এবার নতুন জামার কথা ভাবছে না-ভাবছে, পুজোর পরেও তার মাথার উপর একটা ছাদ থাকবে তো?

২৬৩ বছরেও বদলায়নি রীতি, বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় জুড়ে ঘরে ফেরার গল্পও

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৪ অক্টোবরঃ উল্টো রথে জগন্নাথদেব মাসির বাড়ি থেকে ফিরলেই যেন উৎসব শুরু হয়ে যায় নবদ্বীপের দণ্ডপাণিতলার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে। উল্টো রথের দিন হইহই করে হয় কাঠামো পুজো। তার পরেই নিয়ম মেনে হয় শুরু হয় প্রতিমা তৈরি। আর তার সঙ্গেই চলে অপেক্ষার প্রহর গোনা। পরিবারের অনেক মানুষই কাজের সূত্রে বাড়ির বাইরে থাকেন। পুজোর ক'টা দিন এক হয় গোটা পরিবার। তাই এই কয়েকটা দিনের জন্য যেন মুখিয়ে থাকেন বাড়ির মানুষেরা। বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত রোজ মায়ের ভোগে থাকে মাছ। দশমীতে দেওয়া হয় পান্তা ভোগ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এ বছর ২৬৩ বছরে পড়ল পুজো। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুর বদল হলেও এত বছরে একটুও বদল হয়নি বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজোর রীতি। প্রতি বছর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয় উল্টো রথের দিন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে। তারপর শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ। মহালয়ায় হয় চক্ষুদান। পুজোর দিনগুলিতেও রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ভোগে দেওয়া হয় মাছ। নবমীর ভোগের কিছুটা অংশই রেখে দেওয়া হয় দশমীর জন্য। বিজয়ার দিন তাই

দিয়ে তৈরি পান্তা ভোগই নিবেদন করা হয়। পুজোর সঙ্গে জুড়ে আছে পরিবারের সদস্যদের ঘরে ফেরার কাহিনিও। একান্নবর্তী পরিবার হলেও কর্মসূত্রে পরিবারের অনেককেই সারা বছর বাইরে থাকতে হয়। দুর্গাপুজো এলে অবশ্য ছবিটা বদলে যায়। বোধনের আগেই পরিবারের সদস্যেরা একে একে ফিরে আসেন বাড়িতে। পুজোর কাজ থেকে ভোগ রান্না, অতিথি আপ্যায়ন-সবেতেই ধরা পড়ে সেই বনেদি পরিবারের একান্নবর্তীতার গল্প। পরিবারের সদস্য অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''কর্মসূত্রে পরিবারের অনেকেই বাইরে থাকেন। তাই পুজোর কয়েকটা দিন সকলে একসঙ্গে সময় কাটানোর জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন।'' পরিবারের সদস্য আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এ বছর তাঁদের পুজো ২৬৩ বছরে পড়েছে। এত বছর ধরে সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলালেও পুজোর পুরোনো রীতিগুলি ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন তাঁরা। বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজোর মূলমঞ্চটি ইট-পাথর দিয়ে তৈরি হলেও মায়ের আসন এবং পুজোর জায়গা এখনও মাটির। পরিবারের দাবি, পুজোর শুরু থেকেই এই রীতি চলে আসছে। সময়ের সঙ্গে বাড়ির অন্যান্য অংশে অনেক কিছু বদল হলেও এই অংশতে বদল হয়নি। এর পাশাপাশি, বংশ পরম্পরায় একই শিল্পীর পরিবার এখানে প্রতিমা তৈরি করছেন। ফলে পুজোর সঙ্গে শুধু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার নয়, মৃৎশিল্পী পরিবারেরও কয়েক প্রজন্মের সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে।

সম্পর্কের টানাপোড়েন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত প্রেমিক-প্রেমিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৪ অক্টোবরঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ও চরম পারিবারিক অশান্তির জেরে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রেমিক-প্রেমিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কোন্নগরে। মৃতদের নাম সঙ্গীতা সাউ (২৫) এবং সন্দীপ গুপ্ত (২৬)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোন্নগরগোপাল চন্দ্র বোস সরণির বাসিন্দা সঙ্গীতার সঙ্গে পাঁচ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল সোমনাথ মণ্ডলের। তাঁদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই দম্পতির মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। এর মধ্যেই মাস ছয়েক আগে সমাজমাধ্যমে কোন্নগর চটকল এলাকার টোটো চালক সন্দীপের সঙ্গে পরিচয় হয় সঙ্গীতার। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ় হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে। গত দু'মাস ধরে বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন সঙ্গীতা। কিন্তু বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে সেখানেও টানা পোড়েন চলছিল। গত বুধবার সন্দীপের সঙ্গে বেরিয়ে ভোর ৪টেয় বাপের বাড়িতে ফেরেন সঙ্গীতা, যা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে গোলমাল চরম আকার নেয়। মানসিক অশান্তি সহ্য করতে না পেরে গত বৃহস্পতিবার কোন্নগর রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন সন্দীপ। পরে বেলুর জিআরপি তাঁর দেহ উদ্ধার করে। প্রেমিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন সঙ্গীতাও। শনিবার দুপুরে বাপের বাড়ির দোতলার ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পর পর দুটি আত্মহত্যার ঘটনায় সমগ্র এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

৮১ বছর বয়সেও ডাকের সাজ তৈরির নেশায় মগ্ন মোহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৪ অক্টোবরঃ এই বছরেই ৮১ বছরে পা দিয়েছেন তিনি। বয়সের ভারে শরীর অনেকটাই অশক্ত। চোখের দৃষ্টিও আগের মতো নেই। হাঁটুর ব্যথায় ঠিকমতো হাঁটাচলাও করতে পারেন না। তবুও সৃষ্টির নেশাকে আঁকড়ে ধরে দিন-রাত এক করে মাটিতে বসে ঝুঁকে ডাকের সাজ তৈরিতে ব্যস্ত পূর্বস্থলীর পাটুলির মামুদপুরের মোহন মালাকার। বয়স তাঁর কাছে যেন শুধুই একটি সংখ্যা। শরীর সায় না দিলেও হাত থেমে থাকেনি। নিজের হাতে নিপুণভাবে তৈরি করে চলেছেন ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজ। আর তাঁর তৈরি সেই সাজের কদর এখনও অটুট কলকাতার একাধিক বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোয়। মহালয়ার আগেই নিজের হাতে তৈরি ডাকের সাজ নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন মোহন মালাকার। এ বার তাঁর তৈরি সাজ উঠবে কলকাতার আলিপুরের প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান তথা আইসিসি-র প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার পুত্র অভিষেক ডালমিয়ার পরিবারের পুজোর প্রতিমায়। পাশাপাশি পাথুরিয়াঘাটার আনন্দ সংকট ঘোষ বাড়ির প্রতিমাতেও শোভা পাবে তাঁর হাতে তৈরি ডাকের সাজ। একসময় কলকাতার একাধিক বনেদি বাড়ির প্রতিমার সাজ তৈরির দায়িত্ব পেতেন মোহনবাবু। তাঁর তৈরি সাজ পৌঁছেছে ঠনঠনিয়ার দত্তবাড়ির মতো ঐতিহ্যবাহী পুজোতেও। তবে বয়সের কারণে এখন আর আগের মতো বেশি অর্ডার নিতে পারেন না তিনি। এ বারও মাত্র দু'টি বাড়ির প্রতিমার সাজ তৈরি করছেন। তবুও কাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় কোনও ভাটা পড়েনি। পূর্বস্থলীর প্রত্যন্ত এলাকার এই শিল্পী দীর্ঘ ছয় দশক ধরে ডাকের সাজ তৈরির সঙ্গে যুক্ত। বংশ পরম্পরায় এই শিল্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। বাবা ও দাদুর পাশে বসেই ছোটবেলায় কাজ শেখা। ধীরে ধীরে নিজের দক্ষতায় তৈরি করেছেন আলাদা পরিচিতি। একসময় তাঁর অধীনে একাধিক কারিগর কাজ করতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। কারিগরদের মজুরি থেকে শুরু করে সাজ তৈরির যাবতীয় উপকরণের দাম বেড়েছে। ফলে আগের মতো বড় অর্ডার নেওয়া আর সম্ভব হয় না। মোহন মালাকারের কথায়, ''৬০ বছর ধরে ডাকের সাজ তৈরির কাজ করছি। বাবা, দাদুর পাশে থেকে কাজ

শিখেছি। আগে আরও অনেক অর্ডার নিতাম, কারিগরদের দিয়ে কাজ করাতাম। এখন কারিগরদের যে মজুরি দিতে হয়, তা দেওয়ার পরে বিশেষ কিছু থাকে না। তাই নিজে যতটা পারি, ততটাই করি।'' ডাকের সাজ তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় জরি, চুমকি, আঠা-সহ নানা উপকরণ। সময়ের সঙ্গে প্রতিটি উপকরণের দামই বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে সাজের পারিশ্রমিক বাড়েনি বলে আক্ষেপ শিল্পীর। একসময় রথযাত্রার পর থেকেই বনেদি বাড়িগুলির কাছ থেকে চিঠির মাধ্যমে বায়না আসত। সেই অনুযায়ী শুরু হয়ে যেত সাজ তৈরির কাজ। এখন সময় বদলেছে। চিঠির জায়গা নিয়েছে ফোন। ফোনেই আসে অর্ডার, তারপর নিজের হাতে সেই সাজ তৈরি করেন মোহনবাবু। পুজোর আগে প্রায় মাস দেড়েকে সময় নাওয়া-খাওয়ার কথাও ভুলে যান তিনি। স্ত্রী নমিতা মালাকারও তাঁকে কাজে সহযোগিতা করেন। দিনের পর দিন মাটিতে বসে ঝুঁকে কাজ করতে হয়। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, হাঁটুর ব্যথা রয়েছে, তবুও নিজের হাতে তৈরি করা প্রতিমার সাজ অন্য কারও হাতে তুলে দিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না তিনি। মোহনবাবু বলেন, ''শরীর ভেঙে গেলেও এখনও কাজটা করি। খানিকটা নেশায়, আর বাকিটা উপার্জনের কথা ভেবে। ঠনঠনিয়ার দত্তবাড়িতেও গত দু'বছর পর্যন্ত আমার তৈরি সাজ গিয়েছে। সাজ করার পরে নিজে প্রতিমাকে না সাজালে তৃপ্তি পাই না। একটু উঁচুতে উঠে সাজাতে হয় বলে এ বার আর সেই কাজটা করতে পারলাম না। তবে যত দিন পারি, এই ডাকের সাজ টিকিয়ে রাখব।'' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একসময় পূর্বস্থলীর এই এলাকায় অনেকেই ডাকের সাজ তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পীদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন প্রায় শূন্যেরকোঠায়। বর্তমানে মোহন মালাকারই কার্যত একা হাতে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছেন। তাঁর বয়সও এখন আশির কোঠায়। ফলে আগামী প্রজন্ম এই শিল্পকে এগিয়ে না নিলে একদিন হয়তো হারিয়ে যেতে পারে পূর্বস্থলীর ডাকের সাজ তৈরির ঐতিহ্য। এলাকাবাসীর আশা, নতুন সরকার শিল্পীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলে এবং এই ধরনের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও এই শিল্পের প্রতি আগ্রহী হবে। তবেই মোহন মালাকারের মতো প্রবীণ শিল্পীর হাতে বেঁচে থাকা ডাকের সাজের ঐতিহ্য আগামী দিনেও টিকে থাকবে। ৮১ বছরের শরীর হয়তো আগের মতো শক্তি দেয় না, কিন্তু সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা এখনও অটুট। তাই বয়সের বাধাকে উপেক্ষা করে নিজের হাতের ছোঁয়ায় একের পর এক সাজ তৈরি করে চলেছেন মোহন মালাকার। তাঁর তৈরি ডাকের সাজ শুধু প্রতিমার অলংকার নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ছয় দশকের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং হারিয়ে যেতে বসা এক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর লড়াই।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে ৩ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য বিজেপি মহিলা মোর্চার র‍্যালি

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৪ অক্টোবরঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর অঞ্চলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে মাসিক ৩ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হলো। রবিবার শ্রীরামপুর লোকসংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে এই র‍্যালি শ্রীরামপুর ব্লক কার্যালয় পর্যন্ত যায়। র‍্যালিতে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি মহিলা মোর্চার সদস্যদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তাঁরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার দাবি জানান। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার, জেলার কিষান মোর্চার সভাপতি শিবকৃষ্ণঘোষ-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা। বক্তারা বলেন, ''মহিলাদের হাতে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিলে তাঁরা নিজেদেরছোট ব্যবসা বা অন্যান্য স্বনির্ভরমূলক কাজে সেই অর্থ ব্যবহার করে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন।'' র‍্যালিকে কেন্দ্র করে শ্রীরামপুর এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মহিলাদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার দাবিতে আগামী দিনেও বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

চোটের ধাক্কায় ভারত ‘এ’ দল থেকে ছিটকে হার্দিক, বিকল্প সূর্যংশ

মুম্বই, ৪ অক্টোবর ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ঘিরে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ল। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকা তারকা অলরাউন্ডার এবার অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে ভারত ‘ সিরিজ থেকেও ছিটকে গেলেন। ফলে কবে তিনি ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন করে সংশয়। হার্দিকের জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে তরুণ অলরাউন্ডার সূর্যংশ শেডগেকে। চণ্ডীগড়ে সাম্প্রতিক ম্যাচে ফের স্পষ্ট হয়েছে ভারতীয় দলের সমস্যা। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি পঞ্চম বোলারের অভাবও ভুগিয়েছে দলকে। সেই জায়গায় হার্দিকের মতো ক্রিকেটারের গুরুত্ব কতটা, তা নতুন করে সামনে এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে হার্দিক নিজেই চোটের সঙ্গে লড়াই করছেন। আইপিএলের পর থেকে আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে মাঠে নামেননি তিনি। অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে সিরিজকে হার্দিকের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য মঞ্চ হিসেবে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনাও ভেস্তে গেল। বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেঃ টার অফ এক্সিলেন্সে রিহ্যাব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন হার্দিক। চোটের কারণে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া ‘ বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ৬ থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত পুদুচেরিতে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ বিরুদ্ধে ভারত ‘এ’ দলের সিরিজ হওয়ার কথা। এই সফরে দু’টি চার দিনের ম্যাচের পাশাপাশি রয়েছে তিনটি ওয়ানডে। সেই ওয়ানডে সিরিজেই হার্দিকের খেলার কথা ছিল। কিন্তু চোটের কারণে তাঁকে বাদ দেওয়ার পর ইতিমধ্যেই তাঁর বিকল্পও ঘোষণা করা হয়েছে। হার্দিকের পরিবর্তে দলে জায়গা পেয়েছেন সূর্যংশ শেডগে। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। চলতি বছরের জুনে বেলফাস্টে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। এবার ভারত ‘এ’ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন এই তরুণ ক্রিকেটার। তবে ভারত ‘এ’ দলে সুযোগ পাওয়ার কারণে সূর্যংশকে এবার মুম্বইয়ের রনজি ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে পাওয়া যাবে না। ১১ অক্টোবর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের প্রথম ম্যাচ। ফলে রাজ্য দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের বদলে জাতীয় ‘ দলের দায়িত্বই সামলাতে হবে সূর্যংশকে। শুধু হার্দিক নন, অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ বিরুদ্ধে ভারত ‘এ’ দল থেকে অনুপস্থিত থাকছেন নমন ধীরও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে রয়েছেন তিনি। ফলে তাঁকেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ‘ দলের সফরে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারত ‘এ দলের নেতৃত্বে থাকছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সহ-অধিনায়ক দেবদত্ত পাড়িক্কল। দলে রয়েছেন সাই সুদর্শন, রজত পাতিদার, প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরন সিং, বিপ্রজ নিগম এবং যশ ঠাকুরের মতো ক্রিকেটাররাও। এদিকে হার্দিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে তাঁকে ফেরানোর সম্ভাবনাও আপাতত খুব একটা উজ্জ্বল নয়। দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকার পর সরাসরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আগে ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাওয়া জরুরি। ভারতীয় দলে পঞ্চম বোলার হিসেবে হার্দিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তাঁর অনুপস্থিতি শুধু ব্যাটিং বা বোলিংয়ের সমস্যা নয়, দলের ভারসাম্যেও প্রভাব ফেলছে। অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ সিরিজে তাঁর বদলি হিসেবে সূর্যংশ কতটা সফল হন, এখন সেদিকেই নজর ক্রিকেটমহলের।

ডুরান্ডের ক্ষত ভুলে শিল্ডে নজর মোহনবাগানের

ম্যাকলারেনকে ছাড়াই আইএফএ শিল্ডে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া মোহনবাগান

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ ডুরান্ড কাপের ব্যর্থতা ভুলে এবার আইএফএ শিল্ডে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া মোহনবাগান। তবে প্রথম সেমিফাইনালের আগে সবুজ-মেরুন

শিবিরে সবচেয়ে বড় চিন্তা জেমি ম্যাকলারেনকে নিয়ে। কুঁচকির চোটের কারণে রবিবার পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ নক-আউট ম্যাচে তাঁর খেলা কার্যত অনিশ্চিত। সামনে আইএসএলের দীর্ঘ মরসুম। তাই ঝুঁকি নিয়ে তারকা স্ট্রাইকারকে মাঠে নামানোর পক্ষপাতী নন কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিস। আগামী ১০ অক্টোবর শুরু হচ্ছে আইএসএল। মোহনবাগানের অভিযান শুরু ১২ অক্টোবর। ফলে আইএসএলের আগে ম্যাকলারেনের চোট আরও বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণেই পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ম্যাকলারেন না থাকলেও বাকি বিদেশি ফুটবলারদের অবশ্য পাওয়া যাবে।

কলকাতা ময়দান বর্তমানে বন্ধ থাকায় কিশোরভারতী স্টেডিয়ামেই অনুশীলন করছে মোহনবাগান। সেমিফাইনালের আগের দিন প্রায় ৪৫ মিনিটের অনুশীলন করান দিলেমপেরিস। ম্যাচটি নক-আউট হওয়ায় সেট-পিসের পাশাপাশি পেনাল্টি শুটআউটেও বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। দলের ফুটবলারদের বেশ কিছুক্ষণ পেনাল্টি অনুশীলন করানো হয়। কারণ নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের নিষ্পত্তি না হলে শেষ হাসি হাসতে হতে পারে স্পট-কিকেই। আইএসএলের আগে আইএফএ শিল্ডকে মূলত প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবেই দেখেছিল মোহনবাগান। ঘরোয়া লিগে সাফল্য এলেও ডুরান্ড কাপে প্রত্যাশিত ফল হয়নি। ফলে আইএসএলের আগে একটি ট্রফি জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চাইছে সবুজ-মেরুন শিবির। সেই লক্ষ্যেই পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন দিলেমপেরিস। অন্যদিকে, মোহনবাগানের সামনে থাকছে পরিচিত প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। এই দলের কোচের সঙ্গে দিলেমপেরিসের পুরনো সম্পর্কও রয়েছে। তবে ম্যাচে পাঞ্জাব পাবে না নিখিল প্রভুকে। প্রতিপক্ষ কোচ পাভলস ডারমিজাকিসও জানেন, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কাজটা সহজ হবে না। ম্যাচের আগে তিনি দলের ফুটবলারদের উপর আস্থা রাখার কথা জানিয়েছেন। শিল্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সোমবার মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড। সেই ম্যাচও অনুষ্ঠিত হবে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে। অর্থা কলকাতার দুই প্রধানই এবার শিল্ডের শেষ চারে থাকলেও ফাইনালে কারা মুখোমুখি হবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ফাইনালটি কবে হবে? সেমিফাইনালের দিনক্ষণ নির্ধারিত হলেও ফাইনালের সূচি নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়েও আইএফএ শিল্ডকে ঘিরে সেই জটিলতা কাটেনি। এবারের শিল্ড শুরু থেকেই নানা কারণে বিতর্কে। মাত্র ছয়টি দল নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উদ্বোধনের ঠিক আগেই সরে দাঁড়ায় মহামেডান। অন্যদিকে কাস্টমস মাত্র এক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে এবং মাঠে তাদের পারফরম্যান্সও ছিল হতাশাজনক। এখন ফাইনালের সূচি নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। তবে এসবের বাইরে আপাতত মোহনবাগানের লক্ষ্য একটাই-ডুরান্ডের হতাশা ভুলে শিল্ডের ফাইনালে পৌঁছনো। ম্যাকলারেন না থাকলেও সেই লক্ষ্য পূরণে বাকি তারকাদের নিয়ে দল কতটা সফল হয়, রবিবারই তার পরীক্ষা।

ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের জয়

বাংলার দুই পেসারের আগুনে বোলিং! মুকেশ-আকাশের দাপটে ইরানি কাপ অবশিষ্ট ভারতের, কোচ লক্ষ্মীর সাফল্য

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ ইরানি কাপে বাজিমাত অবশিষ্ট ভারতের। গত মরশুমের রনজি চ্যাম্পিয়ন

জম্মু ও কাশ্মীরকে তাদের ঘরের মাঠেই বড় ব্যবধানে হারিয়ে ট্রফি জিতল ঋষভ পন্থের নেতৃত্বাধীন অবশিষ্ট ভারত। জয়ের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা বাংলার দুই পেসার মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপের। তাঁদের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাটিং। অবশিষ্ট ভারতের ব্যাটিং কোচ ছিলেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লা। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে অবশিষ্ট ভারত ২৩৭ রান তোলে। অধিনায়ক ঋষভ পন্থ এবং বাংলার ব্যাটার সুদীপ কুমার ঘরামি বড় রান করতে পারেননি। জবাবে জম্মু ও কাশ্মীর প্রথম ইনিংসে ২৭৮ রান করে ৪১ রানের লিড নেয়। তাদের হয়ে অধিনায়ক পরশ ডোগরা ৭৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম ইনিংসে বাংলার পেসারদের বোলিং ছিল নজরকাড়া। মুকেশ কুমার নেন ২ উইকেট, আর আকাশ দীপের ঝুলিতে আসে ৩ উইকেট। ফলে পিছিয়ে থেকেই দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে অবশিষ্ট ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ায় পন্থের দল। ৩১৯ রান তুলে জম্মু ও কাশ্মীরের সামনে ২৭৯ রানের লক্ষ্য রাখে তারা। এই ইনিংসের নায়ক রবিচন্দ্রন স্মরণ। দুরন্ত ব্যাটিং করে ১৩৫ রান করেন তিনি। তবে ফের ব্যর্থ ঋষভ পন্থ। রান পাননি সরফরাজ খানও। ২৭৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা একেবারে খারাপ করেনি জম্মু ও কাশ্মীর। ৫৪ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে। কামরান ইকবালকে ফিরিয়ে অবশিষ্ট ভারতকে প্রথম সাফল্য এনে দেন আকাশ দীপ। এরপরই শুরু হয় বাংলার দুই পেসারের তাণ্ডব। একদিকে মুকেশ কুমার, অন্যদিকে আকাশ দীপ-দু’জনের বোলিংয়ের সামনে দ্রুত একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে জম্মু ও কাশ্মীর। মাত্র ৩৩ রান খরচ করে ৬ উইকেট তুলে নেন মুকেশ। আকাশ দীপও পিছিয়ে ছিলেন না। ২৫ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন তিনি। দুই পেসারের সম্মিলিত আক্রমণে মাত্র ১১১ রানেই শেষ হয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীরের দ্বিতীয় ইনিংস। ফলে ১৬৭ রানের বিশাল ব্যবধানে ইরানি কাপ জিতে নেয় অবশিষ্ট ভারত। ম্যাচের অন্যতম বড় প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে মুকেশ ও আকাশের পারফরম্যান্স। দুই ইনিংস মিলিয়ে আকাশ দীপের সংগ্রহ ৬ উইকেট, আর মুকেশ কুমার নিয়েছেন মোট ৭টি উইকেট। চোটের কারণে একটা সময় মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল আকাশ দীপকে। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে থাকা এই পেসারের জন্য ইরানি কাপে এমন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে বড় আত্মবিশ্বাসের জায়গা। মুকেশের ধারাবাহিকতাও নজর কেড়েছে। সামনেই নতুন রনজি মরশুম। তার আগে বাংলার দুই পেসারের এই দুরন্ত ফর্ম স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি দেবে বাংলা দলকে। একইসঙ্গে লক্ষ্মীরতন শুক্লার কোচিংয়ে অবশিষ্ট ভারতের এই সাফল্যও বাংলার ক্রিকেটমহলে আলাদা উচ্ছ্বাস তৈরি করেছে। ট্রফি জয়ের পাশাপাশি মুকেশ-আকাশের আগুনে বোলিংই হয়ে রইল ইরানি কাপের অন্যতম বড় খবর।

ধোনির মন্ত্রেই বাজিমাত! ভারতকে হারিয়ে ১৬২ রানের নায়ক হোপ, ফাঁস করলেন জয়ের রহস্য

মুম্বই, ৪ অক্টোবর ঃ ভারতের দেওয়া ৩৫২ রানের বিশাল লক্ষ্য। সামনে একের পর এক কঠিন মুহূর্ত। শরীরে চোটের সমস্যা, হাতে কমে আসছে উইকেট। তবুও মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ পর্যন্ত দলকে জয়ের পথে নিয়ে গেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। তাঁর অপরাজিত ১৬২ রানের দুর্দান্ত ইনিংসের সৌজন্যে ভারতকে ৫ উইকেটে হারাল ক্যারিবিয়ান দল। আর সেই জয়ের পর হোপ জানালেন, কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে শান্ত থাকতে সাহায্য করেছে মহেঃদ্র সিং ধোনির একটি পরামর্শ। শনিবার মুল্লানপুরে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যত একাই ম্যাচের রং বদলে দেন হোপ। ১৪৩ বলে ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংসে ছিল ধৈর্য, আগ্রাসন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিংয়ের অসাধারণ মিশেল। তাঁর ইনিংসের উপর ভর করেই ৪৮.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫২ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়ানডে ক্রিকেটে এটাই তাদের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। ম্যাচের পর নিজের ব্যাটিংয়ের রহস্য বলতে গিয়ে হোপের মুখে উঠে আসে ধোনির নাম। ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক জানান, ধোনির সঙ্গে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। সেখানেই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তাঁকে বলেছিলেন, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, হাতে সময় থাকে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। হোপ বলেন, সেই পরামর্শই তাঁকে রান তাড়ার সময় পরিস্থিতিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে এগোতে

সাহায্য করেছে। একবারে পুরো লক্ষ্য নিয়ে না ভেবে ধাপে ধাপে এগোনোর কৌশলই শেষ পর্যন্ত কাজে দিয়েছে। চাপের মধ্যেও তাই উইকেট ধরে রেখে সঠিক সময়ে আক্রমণ করেছেন তিনি। শুধু ব্যাট হাতেই নয়, পুরো ৫০ ওভার উইকেটের পিছনেও দায়িত্ব সামলেছেন হোপ। তার মধ্যেই ইনিংসের মাঝপথে কুঁচকির কাছে চোটের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু মাঠ ছাড়ার কথা ভাবেননি তিনি। বরং দলের জয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। এর আগে ভারত ৭ উইকেটে ৩৫১ রান তোলে। রোহিত শর্মার ৯২, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ৫৭ এবং কেএল রাহুলের অপরাজিত ১২৯ রানের সৌজন্যে বড় স্কোর গড়ে ভারত। যদিও সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজ নিজেদের দখলে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ৩৫২ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল হোপকে। তবে ভারতীয় দল ম্যাচের শুরুতেই তাঁকে জীবন দেয়। ২০ রান পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর ক্যাচ ফসকে যায়। সেই সুযোগের পুরো ফায়দা তোলেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। জন ক্যাম্পবেল ১০ রানে আউট হলেও আমির জাঙ্গুর সঙ্গে হোপের ১০৯ রানের জুটি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনে। জাঙ্গু ৬৭ রান করে ফেরার পর শারফেন রাদারফোর্ড ও কিমো পলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন হোপ। রাদারফোর্ড ২৪ এবং পল ৪৪ রান করেন। একদিকে নিয়মিত উইকেট পড়লেও অপর প্রান্তে অবিচল ছিলেন হোপ। শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যাটেই এল স্মরণীয় জয়। ম্যাচের পর অবশ্য হোপ স্বীকার করেছেন, বোলিং বিভাগে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সামনে টি-টোয়েঃটি সিরিজ। কুঁচকির চোট নিয়ে হোপের আশা, হাতে থাকা দু’দিনে তিনি নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে পারবেন। ফলে এখন

‘পাকিস্তানকে আর প্রতিদ্বন্দ্বীই মনে করি না’, বিসিসিআই সভাপতির মন্তব্য

৪ অক্টোবর ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জয় ভারতের। এশিয়ান গেমসের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ১৯ রানে হারিয়ে সোনার পদক জিতে নিয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল। এই জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাসের মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন আলোচনা। তাঁর দাবি, পাকিস্তানকে এখন আর আগের মতো বড় প্রতিদ্ব ঃদ্বী বলে মনে করেন না তিনি। ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে ২১১ রান তোলে। শুরুটা খুব একটা স্বস্তিদায়ক ছিল না। বৈভব সূর্যবংশী বড় রান করতে ব্যর্থ হলেও পরে ইনিংসের হাল ধরেন অভিষেক শর্মা ও তিলক বর্মা। দু’জনের অর্ধশতরানের দাপটে শেষ দিকে দ্রুত রান তুলে বড় স্কোর গড়ে ভারত। জবাবে পাকিস্তান শুরু থেকেই চাপের মুখে পড়ে। ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৯২ রানের বেশি করতে পারেনি তারা। ফলে ১৯ রানের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ভারত। পুরুষ ও মহিলা-দুই বিভাগেই এশিয়ান গেমসে সোনা ধরে রাখল ভারত। এই জয়ের পর দলের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাস। একই সঙ্গে পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য নতুন করে চর্চা শুরু করেছে। তিনি বলেন, ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখন আর তাদের তেমন বড় প্রতিদ্ব ঃদ্বী বলে মনে করেন না তিনি। চাপের পরিস্থিতিতে ভারতীয় দল যেভাবে নিজেদের সামলে নেয়, সেটিকেই দলের অন্যতম বড় শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। ভারতীয় দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে মানহাস আরও বলেন, এই প্রতিযোগিতায় ভারত অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এবারও দল যে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে, তাতে তিনি সন্তুষ্ট। ফাইনালে অভিষেক শর্মা ও তিলক বর্মার ব্যাটিং বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। মিঠুনের মতে, ক্রিকেটে প্রত্যেক ব্যাটারের আলাদা দায়িত্ব থাকে। ওপেনাররা ইনিংসের ভিত তৈরি করেন এবং মিডল অর্ডার সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দলকে বড় স্কোরের দিকে নিয়ে যায়। ফাইনালে ভারতীয় ব্যাটিং ইউনিট সেই দায়িত্বই সঠিকভাবে পালন করেছে বলে তাঁর দাবি। শুধু ব্যাটারদের নয়, বোলারদেরও কৃতিত্ব দিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি। বড় রান করার পর পাকিস্তানের মতো প্রতিপক্ষকে আটকে রাখতে গোটা বোলিং ইউনিটের সম্মিলিত পারফরম্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। নির্ধারিত ২০ ওভারে পাকিস্তানকে ১৯২ রানে আটকে দিয়ে ভারতীয় বোলাররা সেই কাজটাই করেছেন।

রানের মধ্যে থাকলেও রোহিতকে নিয়ে কেন অখুশি সুনিল গাভাসকর?

মুম্বই, ৪ অক্টোবর ঃ এক ম্যাচে সেঞ্চুরি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ানডেতেও অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস হয়েছে। ২০২৭-এ ওয়ানডে বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার জায়গা নিয়ে সংশয় থাকার কথা নয়। ঘোষণা না করলেও, সেটাই সম্ভবত রোহিতের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে। কিন্তু হিটম্যানকে নিয়ে খুশি নন সুনীল গাভাসকর। কেন হঠা রেগে গেলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার? তৃতীয় ওয়ানডেতে চাপের মুখে ব্যাট করতে হয় রোহিতকে। ভারত একসময় ৪ রানে ২ উইকেট ধুঁকছিল। এই অবস্থায় একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে এদিন ব্যাট করেন রোহিত। একটা সময়ে তাঁর রানের সংখ্যা ছিল বলের সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। সেখান থেকে ২৫ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করেন। কিন্তু রান তোলার জন্য আগ্রাসী শট খেলতে গিয়ে ৯২ রানে আউট হয়ে যান। যা নিয়ে গাভাসকর বলছেন, আমি রোহিতকে নিয়ে হতাশ। ৯২ রানে আউট হয়ে গেল। সেঞ্চুরি পেল না। সম্ভবত ২০২৭-র বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে দেবে। আমি চাইব, অবসরের সময় ওর বয়সের থেকে বেশি ওর সেঞ্চুরির সংখ্যা হয়। তৃতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করতে পারলে ওর সেঞ্চুরির সংখ্যা ৩৬ হত। আমি সবসময় চাই, কোনও ক্রিকেটারের বয়সের চেয়ে সেঞ্চুরির সংখ্যা বেশি হয়। কারও কেরিয়ার কীরকম, তাঁর খেলার মান কীরকম- সেটা বোঝা যায়। আমি সত্যিই চাই, রোহিত সেই মাইলস্টোনে পৌঁছোক। রোহিতের ব্যাটিংয়ে একটা বদল নজরে এসেছে গাভাসকরের। কী সেটা? কিংবদন্তি ক্রিকেটারের মতে, রোহিত এখন নিজের উইকেট নিয়ে বেশি সচেতন। ২০২৩-র বিশ্বকাপে অনেক বেশি আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতেন। কিন্তু এখন তিনি সাবধানী। পরিসংখ্যানও তাই বলছে। ২০২৩-র স্ট্রাইক রেট ১১৭। সেটা এখন ১০৪।

ব্রাজিলের কাছে লজ্জার হার, গুরপ্রীতের ভুল নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

ব্রাজিলের কাছে বড় হার ভারতের, গুরপ্রীতের ভুলে কাঠগড়ায় গোলকিপার

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ ব্রাজিলের মতো বিশ্বমানের দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ভারতের কাছে প্রত্যাশা ছিল লড়াই করার। কিন্তু যুবভারতীতে সেই লড়াইয়ের বদলে বারবার সামনে এল ভুল, দুর্বলতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব। আর সেই ব্যর্থতার কেন্দ্রে থাকলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ম্যাচের প্রথমার্ধেই তাঁর দুটি ভুলে ব্রাজিল এগিয়ে যায় ২-০ ব্যবধানে। শেষ পর্যন্ত ভারত বড় ব্যবধানে ম্যাচ হারলেও, সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে গুরপ্রীতের পারফরম্যান্স নিয়েই। ৯০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা গুরপ্রীতের কাছ থেকে ব্রাজিলের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আরও দায়িত্বশীল এবং পরিণত পারফরম্যান্স প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু শনিবারের ম্যাচে সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি তিনি। বরং একের পর এক ভুলের কারণে প্রথমার্ধেই ভারতের ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ কার্যত হাতছাড়া হয়ে যায়। ম্যাচের ২৭ মিনিটে ব্রাজিলের এস্তেভাওয়ের শট খুব একটা জোরালো ছিল না। কিন্তু সেই বল সামলাতে গিয়ে গুরপ্রীতের হাতের মুভমেঃট ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর। বলটি তাঁর হাত স্পর্শ করে দিক পরিবর্তন করে জালে ঢুকে যায়। ভারতের গোলরক্ষকের সেই ভুলেই ব্রাজিল প্রথম গোলের দেখা পায়। এরপর ৪১ মিনিটে ফের বিপদ ডেকে আনেন গুরপ্রীত। ডান দিক থেকে এস্তেভাওয়ের

বাড়ানো বলে পেদ্রো কার্যত একা হয়ে যান। পরিস্থিতি কঠিন হলেও পেদ্রোর নেওয়া শটটি এমন ছিল না, যা দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় সেটি বাঁচানো অসম্ভব। কিন্তু গুরপ্রীত সেই সুযোগও কাজে লাগাতে পারেননি। ফলে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে ভারত। দুটি গোলেই গোলরক্ষকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ভারতীয় শিবিরে হতাশা আরও বাড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়ে বিরতির সময় গুরপ্রীতকে তুলে নেন কোচ খালিদ জামিল। তাঁর জায়গায় মাঠে নামেন প্রভসুখন সিং গিল। গিলও পরবর্তী সময়ে গোল হজম করেন, তবে গুরপ্রীতের মতো বড় ভুল করতে দেখা যায়নি তাঁকে। ম্যাচের পর অবশ্য নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে খুব বেশি আত্মসমালোচনার পথে হাঁটেননি গুরপ্রীত। বরং তাঁর বক্তব্য, ব্রাজিলের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে খেললে ছোটখাটো ভুলও বড় হয়ে দেখা দেয়। তিনি বলেন, দলের সবাই নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে এবং সতীর্থদের প্রচেষ্টায় তিনি গর্বিত। গুরপ্রীত আরও দাবি করেন, ম্যাচে ভারতের ভাগ্যও সহায় ছিল না। তাঁর মতে, এই ধরনের ম্যাচে ছোট ছোট বিষয়ই বড় পার্থক্য তৈরি করে এবং দুর্ভাগ্যবশত ভারত সেই সুবিধাগুলি পায়নি। তবে গুরপ্রীতের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন ফুটবলপ্রেমীদের একটা বড় অংশ। বিশেষ করে তাঁর দুটি ভুলের পর প্রশ্ন উঠছে, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখা উচিত কি না। অন্যদিকে, ভারতের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা রায়ান উইলিয়ামসের কথায় ছিল অনেক বেশি আত্মসমালোচনার সুর। তিনি স্বীকার করেছেন, ব্রাজিলের মতো দল কতটা শক্তিশালী এবং ভারত কোন কোন জায়গায় পিছিয়ে রয়েছে, এই ম্যাচ থেকেই তা স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর মতে, লিগ শুরু হওয়ার পর এই ম্যাচ হলে ভারত আরও ভালো প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামতে পারত। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে হার তাই শুধু স্কোরলাইনের পরাজয় নয়, ভারতের একাধিক দুর্বলতাও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। আর সেই তালিকার শীর্ষেই রয়েছে গোলরক্ষকের জায়গাটি। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে গুরপ্রীতকে নিয়ে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকেই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com